দুই পুরুষ

আইভ্যান টুর্গেনিভ্

অনুবাদক—শ্রী সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত
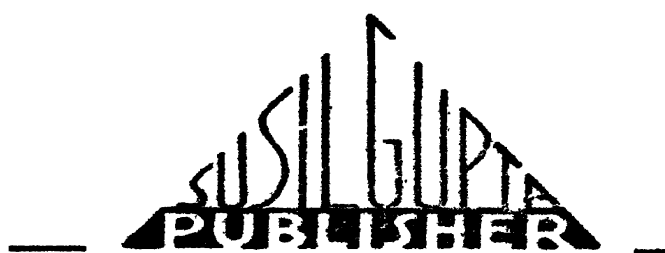
সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা হইতে এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করা হইল

দুই পুরুষ

[এক]

—'তাই ত রে, হ্যাঁ পিয়ত্রে, কই কার ত' এখনও দেখাই নেই?'

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের বিশে তারিখে পড়ন্ত-বেলায় একটী ভদ্রলোক* তাঁর চাকরকে ও-ই প্রশ্নটা করলেন। চল্লিশের কিছু ওপর হবে তাঁর বয়েস, গায়ে একটা ধূলো-মাখা টুইডের কোট, একটা চৌখুপ্পী-ডুরে পায়জামা পরা, মাথায় নেই টুপী; ঘোড়া-বদল করার ষ্টেশনের সিঁড়ির নীচের ধাপের ওপর এসে দাঁড়িয়ে ওই কথা তাকে বললেন। চাকরটার চেহারা ফুলো-ফুলো, মুখটা গোল, থুঁতির কাছে কটা সাদাটে গাছকতক পাতলা চুল, আর বোকার মত ফ্যালফেলে ছোট দু'টো শুকনো চোখ।

চাকরটাকে দেখলে একেবারে নতুন যুগের মানুষ বলেই মনে হয়,—তার সবটাই। আশমানী রঙের ফিরোজা পাথরের মাকড়ী ঝুলছে কানে, খোঁচা-খোঁচা কড়া চুল, চর্বী দিয়ে আঁচড়ে পেটে-পাড়া—তার ভদ্রভাবে চলা-ফেরার ধরণ। একবার একটু অগ্রাহ্যের ভাবে পথের দিকে তাকিয়ে উত্তর করলে—

—'না, হুজুর, কই দেখাই ত' নেই।'

—'দেখাই নেই?' মনিব আবারও ফিরে সেই কথাই বললেন।

—'না, হুজুর!' চাকরটা দ্বিতীয়বার আবার তাই উত্তর করলে।

তার মনিব তখন একটা নিঃশ্বাস ফেলে, ছোট বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। এইবার তবে আমরা পাঠকের কাছে তাঁর পরিচয়টা তাহ'লে করে দিই। পা-দু'টো গুটিয়ে বসে, একটা যেন কি বিশেষ ভাবনার ভাবের-ভঙ্গীতে তিনি চারিদিক তাকিয়ে দেখছিলেন।

তাঁর নাম হ'ল, নিকোলাই পেত্রভিচ কীরষানোভ্। এই ঘোড়া বদলের ষ্টেশন থেকে বারো মাইল দূরে তাঁর বেশ একটী ভাল জমিদারী আছে। তাতে প্রায় দু'শ ঘর লোকের বাস, অথবা তিনি যেমন-ভাবে প্রকাশ করে বলতেন—তিনি কৃষাণদের সঙ্গে জমি ভাগে বন্দোবস্ত করে, একটা ক্ষেত-খামার আরম্ভ করেছেন—তা হবে, প্রায় পাঁচ হাজার একর জমি। তাঁর পিতা ছিলেন সৈন্য বিভাগের একজন পদস্থ সেনাপতি। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে

* Barin—ভদ্রজমিদার।

তিনি সৈন্যবিভাগেই কাজ করতেন। খানিকটা চাষাড়ে আর আধ-শেখা মানুষ, কিন্তু প্রকৃতি তাঁর খারাপ ছিল না। একেবারে পুরোদস্তুর খাঁটি রুশীয় লোক। সারাটা জীবনই ঘোড়ার ওপর জিন চড়িয়েই ছিলেন। প্রথমে একটা ব্রিগেডের সেনাপতি, তারপর একটা সেনা-বিভাগের বড় কর্ত্তা,—সকল সময়ই মফঃস্বলে করতেন বাস। তাঁর সেই পদমর্য্যাদার জোরে তিনি বেশ একজন হোমরা-চোমরা হয়েই জীবনের খেলা খেলে গেছেন। নিকোলাই পেত্রভিচের,—তাঁর বড় ভাই প্যাভেলের মতই,—দক্ষিণ রুশিয়ায় জন্ম হয়। প্যাভেলের কথা আমরা পরে বলব। চৌদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীতেই শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছিলেন। যত সস্তা-দরের গুরু মশাইরা তাঁকে থাকত ঘিরে,—ধরাকে-সরা-দেখার ধাঁজের লোক। আর যত পরগাছার-মত-ধামাধরা সহকারীর দল—সৈন্য বিভাগের যত সব লোক-লস্কর সবাই মিলে। তাঁর মা ছিলেন কলিয়াজিন বংশের এক মেয়ে। যখন ছোট মেয়েটী ছিলেন, তখন তাঁর নাম ছিল আগাথে, কিন্তু যখন সেনাপতির গৃহিণী হলেন, তখন নাম হ'ল তাঁর আগাথোক্লেয়া কুজমিনিস্না কীরষানোভ। তিনি ছিলেন সেই এক ধাঁজের সেনাপতির ঘরণী গৃহিণী, যাঁরা তাঁদের কর্ত্তব্যের দিক দিয়েও বটে, আবার পদমর্য্যাদার সম্মান রক্ষার জন্যও বটে, সকল সময়েই স্বামীর কাজের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতেন। খুব জমকাল রকমের টুপী দিতেন মাথায়, আর খুব ভাল রেশমী পোষাক পরতেন, যাতে চলা-ফেরার সময় বেশ খশ্-খশ্ শব্দ হয়। গির্জ্জের ক্রুশের কাছে তিনি সকলের আগেই যেতেন, খুব গলা খুলে চেঁচিয়ে কইতেন কথা। ভোরের বেলা ছেলে-মেয়েদের তাঁর হাতে চুমু খেতে দিতেন। আর রাত্রে তাদের তাঁর আশীর্ব্বাদ দিতেন,—মোটের উপর জীবনটা থেকে যা-কিছু রস নেবার তা তিনি তার সবটাই বেশ নিঙড়ে নিতেন। নিকোলাই পেত্রভিচের, সেনাপতির ছেলের হিসাবে, তাঁর বড় ভাই প্যাভেলের মতই সৈন্য বিভাগের কাজ করার ব্যবস্থাই হয়েছিল—যদিও সাহসী বলে কৃতিত্বের নাম পাওয়ার চেয়ে, একেবারেই দস্তুরমত কাপুরুষ আখ্যা হওয়াই তাঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত ছিল, কিন্তু ঠিক যেদিন সৈন্যবিভাগে তাঁর কাজের খবর এল, সেইদিনই তিনি তাঁর ভাঙলেন পা। দু'মাস ধরে বিছানায় রইলেন পড়ে, তারপর, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত একটু খোঁড়ার মত চলার ভঙ্গী তাঁর রয়েই গেল। তাঁর পিতা কারবারে লোকসান হ'ল মনে করে' তাঁর হাল ছেড়ে দিলেন। তারপর তাঁকে দেওয়ানী বিভাগে কাজ দেবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর যখন আঠারো বছর বয়েস তখন তাঁকে সোজা পিটার্সবার্গে নিয়ে গিয়ে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। ঠিক সেই সময়েই তাঁর ভাই সৈনিক বিভাগে পেলে কর্ম্মচারীর কাজ। দুটী যুবা তখন সহরে এক সঙ্গে বাস করতে আরম্ভ করলে। তাঁর মায়ের দিক থেকে একজন আত্মীয়, তাঁর নাম ইলায়া কলিয়াজিন, একজন বেশ উচ্চপদের কর্ম্মচারী, তিনিই তাঁদের সেখানে অভিভাবকের মত দেখা-শোনা করতেন। পিতা তাদের রেখে ফিরে এলেন তাঁর নিজের সৈন্যবিভাগে, তাঁর স্ত্রীর কাছে। তারপর থেকে মাঝে মাঝে কখন-সখন ব্রাউন রঙের কাগজে মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা,—কেরাণীর হাতের লেখার ধরণে—বড় বড় কাগজ তাঁর ছেলেদের কাছে

পাঠাতেন। এই সব কাগজের শেষের দিকে খুব যত্নের সঙ্গে কায়দা করে লেখা থাকত—পিয়ত্রে কীরষানোভ, সেনাপতি। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নিকোলাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে ফিরে এল; আর সেই বছরেই সৈন্য-পরিদর্শনের কুচ-কাওয়াজের সময় ভালভাবে কৃতকার্য্যতা না দেখাতে পারায় অবসর-প্রাপ্তের তালিকায় তাঁর নামটা বেরিয়ে গেল। তখন স্ত্রীকে নিয়ে পিটার্সবার্গে এসে বাস করতে লাগলেন। ট্যাভ্রিচেস্কি বাগানের কাছে একখানা বাড়ী নেবেন ঠিক করলেন, এমন সময়ে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে গেলেন মারা। আগাথোক্লেয়াও ত্বরায় তাঁরই পথ অনুসরণ করলেন। রাজধানীর জীবনধারাকে তিনি কোন রকমেই সইয়ে নিতে পারলেন না। প্রাদেশিক জীবনকে ফেলে দিয়ে, সৈন্যবিভাগ থেকে দূরে চলে এসে, জীবনটা তাঁর এমন অস্বস্তিকর হয়ে উঠল যে, তাতেই তাঁর শেষ হয়ে গেল। নিকোলাই তাঁর পিতামাতার জীবদ্দশাতেই, তাঁরই দেশের এক জমিদার, আবার ছোটখাটো রাজকর্ম্মচারীও বটে, তাঁর নাম প্রেপোলোভেনস্কি, তাঁরই এক কন্যার সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন। তা তাতে তাঁর মা-বাপের মনে বেশ একটু আঘাত লেগেছিল। মেয়েটা দেখতে ছিল সুন্দরী, আর 'উন্নত যুগে'র মেয়ে বলে তার সুনামও যথেষ্ট ছিল। মাসিক পত্রিকায় 'বিজ্ঞানে'র স্তম্ভে যে সব গবেষণাপূর্ণ গভীর আলোচনার প্রবন্ধ বের হ'ত, তা নাকি ভাল ক'রেই সে পড়ত। গুরুদশা যেমনি কেটে গেল, নিকোলাই অমনি তাকে বিয়ে করে ফেললেন। দেওয়ানী বিভাগের যে কাজ, যা তাঁর পিতা অনেক তোড়জোড় ক'রে, খোসামোদ ক'রে জুটিয়ে দিয়েছিলেন, সে চাকরী দিলেন ছেড়ে। তারপর সেই 'মাসা'কে নিয়ে বেশ আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাতে লাগলেন। লিসনি ইনষ্টিটিউটের কাছে প্রথমে রইলেন একটা বাগান বাড়ীতে, তারপর এলেন সহরে, একটা খুব পরিষ্কার সাজান ফ্ল্যাট ভাড়া করে বাস করতে লাগলেন। তার পরিষ্কার সিঁড়ি, খোলা হাওয়া-বাতাসওয়ালা ড্রইং রুম। শেষে ফিরে এলেন গ্রামে, সেইখানেই বরাবরের মত বাসিন্দা হ'য়ে রইলেন। আর সেইখানেই অল্পদিনের ভেতর তাঁর একটি ছেলে—ওই আর্কাডির জন্ম হয়। স্বামী-স্ত্রীতে এখানে খুব আনন্দে ও শান্তিতে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা কদাচিৎ দু'জনে আলাদা হয়ে থাকতেন। এক সঙ্গে পড়া-শুনা, এক সঙ্গে গান-করা, এক সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়ে গান-গাওয়া, এমনি ভাবে দু'জনে থাকতেন। স্ত্রী দেখতেন ফুলবাগান, হাঁস-মুরগীর খাটাল, আর নিকোলই কখন কখন যেতেন শিকারে, কখনও বা নিজের বিষয়-আশয়ের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। এমনি করে আর্কাডি বেড়ে উঠতে লাগল,—সেই সুখ-শান্তি ও আরামের মধ্যে। দশটা বছর এমনি করে তার স্বপ্নের মত কেটে গেল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে নিকোলাইয়ের স্ত্রী গেলেন মারা। এই আঘাতে তিনি একেবারে গেলেন মুসড়ে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মাথার চুলগুলো গেল পেকে। বাইরে অন্য কোথাও গিয়ে যদি কোন রকমে মনটা অন্যদিকে ফিরাতে পারেন, এ গভীর শোক ভুলতে পারেন—তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে গেলেন। কিন্তু তারপরই এল ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বছর। অনিচ্ছায় তিনি এলেন গ্রামে ফিরে। অনেকদিন পর্য্যন্ত একেবারে সব কাজকর্ম্ম ত্যাগ করে বসে থেকে শেষে তাঁর

জমিদারীর উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে আর্কাডি গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিটার্স'বার্গে তিনটে শীত তিনি ছেলের কাছেই কাটালেন। কদাচিৎ বাইরে কোথাও কখন-সখন বের হতেন। আর আর্কাডির যে সব ছেলেমানুষ বন্ধু-বান্ধব ছিল, তাদের সঙ্গেই পরিচয় করে নিতেন, তাদের সঙ্গেই আলাপ-সালাপ করতেন। গেল শীতে তিনি আর সেখানে যেতে পারেন নি, আর সেই জন্যেই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁকে আমরা এখানে দেখলাম। এর মধ্যেই মাথার চুল সাদা, শরীরটা মোটা, খানিকটা দুমড়ে পড়া, ছেলের জন্যে এখানে এই ঘোড়া-বদলের ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা নিয়ে আসছে, একদিন তিনি যেমন নিজে তকমা নিয়েছিলেন।

চাকরটা ভদ্রতার খাতিরেই হোক্, হয়ত বা মনিবের ঠিক চোখের সামনে না থাকার ইচ্ছেই হোক্—ফটকের পাশে সরে দাঁড়িয়ে তার পাইপ টানছিল। নিকোলাই পেত্রভিচ মাথাটা নীচু করে বসে সেই ভাঙা-ভাঙা সিঁড়ির ধাপের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একটা খুব বড় মোটা মুরগী গায়ে নানা রকম ছাপকা-ছাপকা রঙ, হলদে মোটা-মোটা পা, গম্ভীর-ভাবে সব মাটী মাড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে, আর ওদিকে একটা কাদা-মাখা বেরাল, রেলিঙের ধারে ধীরে ধীরে নিজেকে বেশ করে ঘুরিয়ে দুমড়ে তার দিকে তাকাচ্ছে—তাকানিটাও যে বড় বেশ ভাল বন্ধুভাবের, তা একেবারেই নয়। রোদের তাপও যেন একেবারে পুড়িয়ে দিচ্ছে, আর সেই ঘোড়া-বদল ষ্টেশনের আধা-আলো আধা-আঁধারির পথের ভেতর দিয়ে গরম মক্কার-রুটির গন্ধ আসছে। নিকোলাই যেন বসে বসে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।...'আমার ছেলে একজন গ্র্যাজুয়েট,...আর্কাসা'...এই সব ভাব ক্রমাগত তাঁর মাথার ভিতর ঘুরে-ফিরে আসতে লাগল। তিনি অন্য কিছু ভাববার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু বারে বারেই সেই একই ভাব তাঁর মাথায় ঘুরে-ফিরে আসতে লাগল। তাঁর সেই মৃতা প্রিয়তমা পত্নীর কথা মনে পড়তে লাগল। 'সে বেঁচে থাকতে, এ দেখতে পেলে না'। গুমরে গুমরে মনে মনে এই দুঃখই করতে গেলেন। একটা গাঢ়-নীলাভ রঙের পায়রা পথের ধারে উড়ে এল। কাছের কুয়ার কাছে, একটা গর্ত্তের জলে তাড়াতাড়ি জল খেতে গেল। নিকোলাই তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, এমন সময় গাড়ীর ঘড়-ঘড় শব্দ তাঁর কানের মধ্যে এসে পৌছল।

হঠাৎ ফটকের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি মাথাটা বাড়িয়ে চাকরটা বলে উঠল,—

—'হুজুর, শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যে তাঁরা আসছেন।'

নিকোলাই পেত্রভিচ একেবারে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পথের দিকে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন। তিন-ঘোড়ায়-টানা একখানা গাড়ী এসে দেখা দিলে। তার ভিতর থেকে দেখা গেল, নীল-ফিতায় চিহ্নিত ছাত্রের টুপী আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি চির-পরিচিত প্রিয় মুখের আদরা।

কীরষানোভ চেঁচিয়ে উঠে বললেন—'আর্কাসা! আর্কাসা!' হাত নাড়তে নাড়তে তিনি গেলেন ছুটে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাঁর অধর—গোঁপ-দাড়ি-বিহীন, ধুলো-মাখা, রোদে-পোড়া একটি গ্রাজুয়েট যুবার গালে ঠেকল।

[দুই]

'গায়ের ধুলোগুলো ঝেড়ে ফেলি আগে, বাবা! বাবা!' আর্কাডি বললে—তার গলার স্বর এতখানি পথ আসায় ক্লান্তিভরা, কিন্তু বেশ ছেলেমানুষের মত খনখনে পরিষ্কার জিল আওয়াজ। বাপের আদর পেয়ে সে যেন উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে বললে—'তোমার গা যে ধুলোয় ভরিয়ে দিলুম বাবা।'

নিকোলাই পেত্রভিচ স্নেহের সুরে হাসতে হাসতে বললেন, 'কিছু না কিছু না'। দু'বার তাঁর ছেলের ক্লোকের কলারে টোকা মেরে নিজের ধুলোও হাত দিয়ে বেশ করে ঝেড়ে নিলেন। তারপর ছেলের কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন; 'আরে! দেখি দেখি, তুই কত বড় হয়েছিস; আরে! তুই কত বড় হয়েছিস।' তখনি আবার তাড়াতাড়ি পা ফেলে, ষ্টেশনের হাতার কাছে এগিয়ে বললেন—'এই দিকে এই দিকে, শীগ্‌গির ঘোড়া জোত্‌রে।

ছেলের চেয়ে বাপের উৎসাহই খুব বেশী, যেন একটু ভয়েই কতকটা থতমত খেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। আর্কাডি তাঁকে থামিয়ে বললে—

'বাবা! তোমার সঙ্গে এর পরিচয় করে দিই, ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, নাম ব্যাজারভ—যাঁর কথা আমি তোমায় কতবার চিঠিতে লিখেছি-ইনিই সেই। এ এত ভাল যে, আমাদের এখানে আমাদের সঙ্গে থাকবে বলে এসেছে।'

নিকোলাই পেত্রভিচ আবার তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন গাড়ীর কাছে। একজন খুব লম্বা লোক, একটা ঝোলা আলগা মোটা কোট গায়ে তাতে ঘুন্টি ঝুলছে, গাড়ী থেকে নেমে এসে দাঁড়াতেই, নিকোলাই এগিয়ে গিয়ে তার দস্তানা খোলা টকটকে লাল হাতে হাত দিতে-দিতে খুব সানন্দে তাকে অভিবাদন করলেন। সে লোকটা কিন্তু প্রথমেই হাত বাড়িয়ে দেয় নি।

তারপর তাকে বললেন—আমি পরম আপ্যায়িত হলাম, বড়ই আনন্দ হ'ল শুনে যে, আমাদের এখানে এসে আপনি থাকবেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার নাম, আপনার পিতার নাম?

একটু কেমন আলস্য জড়ান অথচ পুরোদস্তর পুরুষমানুষের মত গলায় ব্যাজারভ উত্তর করলে 'ইয়েভজেনি ভ্যাসিলিয়েভ'। তারপর মোটা কোটের কলারটা উল্টে নিয়ে নিকোলাই পেত্রভিচের দিকে ফিরে তার সব মুখখানা দেখালে। মুখখানা সরু লম্বা, খুব চওড়া কপাল, নাকটা গোড়ার দিকে চ্যাপটা কিন্তু ডগার দিকে খুব টিকল। বড় বড় সবুজ দু'টো চোখ, ঝোলা পাতলা দাড়ি লালচে-হলদে রঙের। মুখখানি একটা শান্ত হাসির আলোয় মাখা, আত্মবিশ্বাস আর বিচক্ষণ বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

নিকোলাই পেত্রভিচ বললেন—'প্রিয় ইয়েভজেনি, আশা করি আমাদের ওখানে আপনার কোন রকম অসুবিধা হবে না।'

ব্যাজারভের পাতলা ঠোঁট দু'টি শুধু যেন একটুখানি নড়ল আর কোন উত্তরই সে করলে না, তবে শুধু মাথার টুপীটা খুললে। তার ঘন লম্বা চুল কপালের উঁচু ঢিপি কিন্তু ঢাকতে পারেনি।

তারপর নিকোলাই ছেলেকে ডেকে বললেন—'আর্কাডি, তবে ঘোড়াদের এখুনি জুত্‌বে, না, তোমরা একটু বিশ্রাম করে নেবে ?'

—'না বাবা ! আমরা একেবারে বাড়ী গিয়েই বিশ্রাম করব, তাদের বল ঘোড়া জুত্‌তে।' পিতা তার কথায় সায় দিয়ে বললেন—'এখনি, এখনি। এই পিয়ত্রে, শুনতে পাচ্ছিস, নে, নে সব ঠিক ক'রে নে, যা বাবা ! তাড়াতাড়ি কর।'

পিয়ত্রে আজকালকার চাকর-বাকরদের মত তার যুবা প্রভুর হাতে চুমো দিলে না। শুধু দূর থেকে মাথা নীচু ক'রে অভিবাদন করলে। তারপর ফটকের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নিকোলাই পেত্রভিচ একটু চঞ্চল হয়েই বললেন—'আমি ত' (koliaska) গাড়ী সঙ্গে করেই এসেছি, কিন্তু তোর (tarantass) ক্যোচের জন্যেও তিনটে ঘোড়া আছে।' আর্কাডি তখন এই ষ্টেশনের একজন স্ত্রীলোক, যার তাঁবে এই ষ্টেশনের বিশ্রামাগার, তার হাতে আনা একটা লোহার মগে করে জল পান করছিল, আর ব্যাজারভ পাইপ টানতে টানতে যে গাড়োয়ান ঘোড়া বদল করতে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে লাগল। নিকোলাই আবার বললেন—'গাড়ীতে মোটে দু'জনের বসবার জায়গা আছে। আমি বুঝতে পারছি নে, তোর বন্ধু তবে কেমন ক'রে…'

আর্কাডি একটু চাপা গলায় বললে—'কেন, সে ওই ক্যোচে বসে যাবে…তার সঙ্গে অত-সত আদবকায়দা কিছুই করতে হবে না বাবা। সে অতি চমৎকার লোক। এমন সরল,—তুমি দেখতেই পাবে এখন !

নিকোলাই পেত্রভিচের ক্যোচমান ঘোড়াগুলিকে নিয়ে এল ঘুরিয়ে।

ব্যাজারভ গাড়োয়ানকে বললে—'এস এস, শীগগির নাও, ওহে চাঁপদাড়ি !'

অন্য গাড়োয়ান তখন বললে—'ওরে, মিটীয়ুহা শুনলি তোকে কি বললে।' ভেড়ার চামড়ার কোটের খোলা দিকটার ভিতরে হাত দিয়ে সে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। 'ভদ্দর লোক, তোকে কি বললে শুনলি ? তা ঠিকই বলেছে, যে তোর চৌ-গোঁপ্পা দাড়ি, বাপ্ !'

মিটীয়ুহা একবার তার টুপীটায় শুধু একটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিলে। ঘোড়া বাঁধবার গরম লোহার দাণ্ডা থেকে লাগাম দুটো সড়াক করে টেনে নিলে।

নিকোলাই পেত্রভিচ চেঁচিয়ে বললেন—তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, শীগগির নে বাবা ! মিলবে, মিলবে, আমাদের স্বাস্থ্য পান করার জন্যে তোদের মিলবে পানীয়, মিলবে পানীয় তোদের।

কিছুক্ষণ পরেই ঘোড়া জোতা হয়ে গেল। বাপ আর ছেলে দু'জনে বসল গাড়ীতে। পিয়ত্রে গিয়ে বসল ক্যোচবাক্সে। ব্যাজরভ লাফিয়ে উঠল ক্যোচে। চামড়ার গদিতে

আরাম করে মাথাটা রাখলে। তারপর দু'খানা গাড়ীই এক সঙ্গে ঘর্ঘর করে চলতে সুরু করল।

[তিন]

—'এতদিনে তবে তুই গ্র্যাজুয়েট হয়ে এলি, এতদিনে বাড়ী ফিরে এলি।' নিকোলাই পেত্রভিচ একবার আর্কাডির কাঁধে হাত দিয়ে আবার একবার তার জানুতে হাত রেখে বললেন—'এতদিন পরে শেষে!—'

'জ্যাঠা-মশাই কেমন আছেন—ভাল?' আর্কাডি জিজ্ঞাসা করলে। আর্কাডির ছেলেমানুষের মত আহ্লাদে বুক যেন ভ'রে উঠেছিল। সে আনন্দ তার কাছে সত্যি হলেও, সে কিন্তু চাইছিল কথাবার্ত্তাটা বদলে, এই সব স্নেহের ভাব-বিলাস থেকে, সাদা-মাটা সোজা কথায় একবারে সহজ ভাবে ফিরে আসে।

—'হ্যাঁ, বেশ ভাল আছেন। তিনি ত' মনে করেছিলেন, আমার সঙ্গেই আসবেন তোকে দেখতে, তারপর কি জানি কি ভেবে আবার মতটা বদলে ফেললেন।'

আর্কাডি জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'বাবা! কতক্ষণ ধরে তুমি আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিলে?'

—'ওঃ—তা, প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক।'

—'বাবা! আমার বাবা!'

আর্কাডি তাড়াতাড়ি মুখ তার পিতার দিকে ফিরিয়েই পিতার গালে চুমু দিলে। নিকোলাই পেত্রভিচ ছেলের সে আদরে একটা অস্পষ্ট আদরের শব্দ করতে লাগলেন। তিনি বলে যেতে লাগলেন—'তোর জন্যে আমি একটা এমন চমৎকার ঘোড়া কিনেছি, দেখবি এখন। হ্যাঁ, আর তোর ঘরখানা নতুন করে কাগজ দিয়ে মোড়া হয়ে গেছে।'

—'আর ব্যাজারভের জন্যে ঘর ঠিক করেছ বাবা?'

—'তাঁর জন্যে আমরা একখানা ঘর ঠিক করব এখন।'

—'বাবা, তার জন্যে একটু ভাল রকম করে ব্যবস্থা কর, তার বন্ধুত্ব যে আমি কি রকম আদরের মনে করি, তা তোমায় আর কি বলব।'

—'তোর সঙ্গে বুঝি খুব অল্পদিন হল আলাপ হ'য়েছে?'

—'হ্যাঁ, এই খুব অল্পদিন।'

—'ও, গেল বছর শীতকালে ত' তাঁকে আমি তোর ওখানে দেখিনি, তিনি কি বিষয়ে পড়াশোনা করছেন?'

—'তার আসল বিষয় হ'ল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কিন্তু তার সব বিষয়েই বেশ জানা-শোনা আছে। আসছে বছর সে তার ডাক্তারী ডিগ্রী নেবে।'

নিকোলাই বললেন, 'ও, তা হলে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করছেন।' তারপর

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর পথের দিকে হাত বাড়িয়ে পিয়ত্রেকে বললেন, পিয়ত্রে! ওই যে চাষারা সব গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছে ওরা আমাদেরই সব প্রজারা, না?

—'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর'—পিয়ত্রে উত্তর দিলে।

—'ওরা সব কোথায় যাচ্ছে রে, সহরে, না?'

—'সহরে যাচ্ছে বলেই ত' মনে হচ্ছে।' অত্যন্ত ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে সে বললে—'সরাবের দোকানে।' ক্যোচম্যানের দিকে মুখখানা একটু ফিরালে, যেন এই কথাটার সায় তার কাছ থেকে পাবে বলে, কিন্তু ক্যোচম্যান লোকটার মুখের পেশী কোথায় একটু কোঁচকালও না। সে হল সেকালের বুড়োটে ছাঁচের মানুষ, আধুনিক যুগের ছেলে-ছোকরার হাবভাব ও মতামতের সঙ্গে তার কোন সহানুভূতি নেই।

নিকোলাই পেত্রভিচ তখন তার ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—

—'এই সব চাষাদের নিয়ে, এই সব আমার প্রজারা, এদের নিয়ে এ বছর আমার ভয়ানক ঝঞ্ঝাট চলেছে। ওরা কিছুতেই খাজনা দেবে না। এখন লোকে এতে করে কি বল্?

—'কিন্তু তুমি তোমার এই সব ভাড়াটে মজুরদের পছন্দ কর?'

'হ্যাঁ'—নিকোলাই পেত্রভিচ কথাটা যেন দাঁতের ভিতর থেকে চিবিয়ে বললেন—'মুস্কিল হচ্ছে এই যে, আমার বিরুদ্ধে লোকে তাদের লাগিয়েছিল, তারা কিছুতেই যতটা ভাল কাজ করতে পারে, তা করবে না, যন্ত্রপাতিগুলো সব নষ্ট করবে। তবে জমিটা তারা একরকম চষেছে মন্দ নয়। এ সব বিষয় আবার থামা-থুমি পড়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। চাষ আবাদে এখন তোর মন লাগে?'

—'তোমার একটা বেশ ঢাকা জায়গা নেই, এটা বড়ই লজ্জার কথা।' বাপের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে আর্কাডি হঠাৎ এই রকম মন্তব্য প্রকাশ করে বসল।

—'কেন সেই জানালার ধারে বাইরে, আমি, একটা খুব বড় তেরপল দিয়ে ঢেকে তৈরী করেছি, এখন চাই কি আমরা খোলা জায়গায় বসে খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত করতে পারি।' নিকোলাই বললেন।

'ওঃ সে যেন একটা গরমকালের থাকবার জায়গার মত।'...তা হলেও, ওসব বাজে ব্যাপার। আঃ এখানের কেমন বাতাস! কি চমৎকার একটা গন্ধ। সত্যি, আমার মনে হয়, এই মাঠের হাওয়ার গন্ধের মতন এমন স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। আর আকাশ, সেও কেমন!'

আর্কাডি হঠাৎ থেমে গেল, তার পিছন দিয়ে একবার আড়ে আড়ে তাকিয়ে দেখলে, তারপর আর কিছু বললে না।

নিকোলাই পেত্রভিচ বললেন—'তাত' হবেই, এইখানে তুই জন্মেছিস, কাজেই এখানকার যা কিছু তা যে একটা বিশেষ রূপ নিয়ে তোর চোখে লাগবে,—'

—'কি বলছ বাবা, মানুষ যেখানে জন্মায় বলে বিশেষ কোন তফাৎ হবে, তার কোন মানেই নেই।'

—'তবুও।'

—'না, একেবারেই নয়, তাতে কিছুই তফাৎ করে না।'

নিকোলাই পেত্রভিচ একবার আড়ে আড়ে, ছেলের মুখের দিকে চাইলেন, গাড়ীখানা যখন প্রায় আরও আধ মাইল গেল চলে, তখন আবার তাদের মধ্যে কথা-বার্ত্তা সুরু হ'ল।

নিকোলাই বলতে লাগলেন, 'আমার ঠিক মনে পড়ছে না, চিঠিতে আমি তোকে সে কথা লিখেছিলাম কি না? তোর সেই বুড়ী ধাই ইয়েগোরোভ্না মারা গেছে।'

—'সত্যি? আহা, বেচারী বুড়ী! আচ্ছা সেই প্রোকোফিচ বেঁচে আছে?

—'হ্যাঁ, বেঁচে আছে। সে একটুও বদল হয় নি। ঠিক যেমন আগে বকর-বকর করত তেমনিই, আসলে এই মেরি-ইনোতে তুই বিশেষ কিছু বদলই দেখতে পাবিনি।'

—'তোমার সেই আগেকার তশীলদারই ত' আছে?'

—'তবে, হ্যাঁ, সে বিষয়ে নিশ্চয় কিছু বদল হয়েছে। আমি ঠিক করেছি যে-সব দাস স্বাধীনতা পেয়ে গেছে, তাদের আর আমি আশ-পাশে রাখব না, বা বাড়ীর কোন কাজে, অথবা কোন বিশেষ দায়িত্বের কাজ দিয়ে তাদের ওপর নির্ভরও করব না। (আর্কাডি একবার পিয়ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলে)—নিকোলাই পেত্রভিচ একটু চাপা গলায় ফরাসী ভাষায় বললেন, 'সে এখন স্বাধীন।'

—'কিন্তু তুই ত' বুঝতে পাচ্ছিস, সে ত' শুধু খানসামা বই ত' নয়। এখন আমি একজন তশীলদার রেখেছি, সে এই সহরেরই একজন লোক। লোকটা বেশ কাজের বলেই মনে হয়। বছরে তাকে আমি আড়াইশ রুবল দিই। কিন্তু'—নিকোলাই পেত্রভিচ তাঁর কপালে একবার ভুরুর ওপর তাঁর হাতটা বুলিয়ে নিলেন। যখনই তিনি কোন কথা বা ভাবটা প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করেন, তখনই তাঁর ওই রকম ভাব হয়। তিনি বললেন, 'কিন্তু, তোকে যে বলেছি না, যে, মেরি-ইনোতে বিশেষ কিছু বদল তুই দেখতে পাবিনি, সেটা একেবারে ঠিক সত্যি নয়! আমি মনে করি যে, এটা আমার কর্ত্তব্য তোকে সব বিষয়ে গোড়া থেকেই বলে' প্রস্তুত করে নেওয়া, যদিও তবে···'

প্রথমে তিনি একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, তারপর ফরাসী ভাষায় বলে যেতে লাগলেন—

—'একজন খুব কড়া রকমের নীতিবাগীশ বা ধার্ম্মিক লোক, হয়ত আমার এই সব বিষয়ে খুলে খোলসাভাবে বলাটাকে ঠিক নয় বলবে, কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে যে, এ জিনিষটা লুকোন যেতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ, তুই ত' বরাবর জানিস যে, বাপ-ছেলের সম্পর্কের মধ্যে আমার কতকগুলো বিশেষ রকমের ধারণা আছে। যদিও, হয়ত, আমাকে দোষ দেওয়াটা তোর পক্ষে ঠিকই হবে, ন্যায়সঙ্গতই হবে, তবে, মোটের ওপর কথাটা হচ্ছে এই যে.. সেই যে···মেয়েটা, যার কথা হয়ত তুই এতদিন শুনেও থাকবি···

আর্কাডি বেশ সহজ ভাবেই বললে, 'কে, সেই ফেনিচকা?'

নিকোলাই পেত্রভিচের মুখখানা লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল। 'তার নামটা অমন জোরে

বলিস নি···তবে কথাটা হচ্ছে···যে···যে···সে এখন আমার সঙ্গেই থাকে। আর আমি এখন তাকে বাড়ীতেই স্থান করে দিয়েছি···ওখানে দু'খানা বেশ ছোট ঘর আছে। তবে ওসব বদল করা যেতে পারে।'

—'কি আশ্চর্য্য বাবা! কিসের জন্যে বদল করতে হবে?'

—'তোর ওই বন্ধুটী যখন আমাদের ওখানে থাকছেন: তখন, তখন সেটা দেখতে বড় কেমন-কেমন হবে।'

—'বাবা! ব্যাজারভের জন্যে তুমি একটুও অস্বস্তি বোধ কর না। সে ও-সবের পারে।'

—'বটে, কিন্তু তুই হয়ত কিছু'—নিকোলাই পেত্রভিচ বললেন—'সেই ছোট বাড়ীটা এমন বিশ্রী, এমন, এমন অব্যবস্থার...সেইটেই হ'ল সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার।'

আর্কাডি বাপের কথার মাঝেই বলে উঠল—'কি আশ্চার্য্য, বাবা! তুমি যেন কেমন! কি কাজের জন্যে, মাপ চাইছ; কি মুস্কিল, এ কথা বলতে তোমার লজ্জা বোধ হচ্ছে না।'

নিকোলাই পেত্রভিচের আরো বার বার মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল। তিনি বললেন, 'অবশ্য, অবশ্য, আমার ত' লজ্জা হওয়াই উচিৎ।

—'আহা, থাক্ থাক্ কি যে তুমি যে বলছ বাবা, তার মানেই হয় না, আর ও-সব কথা, আমায় বলতেও হবে না।' আর্কাডি খুব স্নেহের ভঙ্গীতে অল্প-অল্প হাসির সঙ্গে বললে—'মাফ চাইবার, বা ও ভাবে কথা বলবার তোমার কি আছে বলত'? কি এমন করেছ···যার জন্যে···না-না।' সে মনে মনে ভাবছিল যে, এতে এমন লজ্জারই বা কি আছে। তার মনটা তখন, তার স্নেহময় কোমল-হৃদয় পিতার জন্য সব কিছু মানিয়ে-নেওয়ার মত স্নেহে ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের ভেতর নিজের বেশ একটু ব্যক্তিত্বও অনুভব করলে। সে আবার তার পিতাকে ফিরে বললে, 'বাবা থাক, ও সব থাক।' সামাজিক রীতি-নীতির বাঁধন থেকে নিজেকে সে বেশ অগ্রসর ও মুক্ত মনে করে—এতে সে বেশ একটু আনন্দই লাভ করলে।

নিকোলাই পেত্রভিচ লজ্জায় নিজের হাত দিয়ে মুখখানা ঢেকে রেখে কপালটা সেই হাত দিয়ে রগড়াচ্ছিলেন। তিনি তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে সেই ভাবে চকিতের মধ্যে একবার ছেলের মুখখানা দেখে নিলেন। তার বুকের ভেভর যেন কেমন একটা ব্যথা জেগে উঠল।··· তার জন্যে তিনি নিজেকেই মনে মনে দুষলেন!

অনেক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন—'এই বার সব আমাদেরই মাঠ এসে পড়ল।'

আর্কাডি জিজ্ঞাসা করলে, 'আর ওই যে সামনে, ও আমাদের সেই জঙ্গল, তাই না?

—'হ্যাঁ। আমি শুধু গাছগুলো বেচে দিয়েছি। এই বছরে তারা কাঠ কাটবে।'

—'ও বিক্রী করলে কেন?'

—' টাকার বড় দরকার হয়েছিল বাবা! তা ছাড়া ও জমিগুলো চাষাদের হাতেই ত' দিতে হবে।'

—'ওরাত' তোমায় খাজনাই দেয় না?'

—'তাদের কাজ তারা বুঝবে, আর তা ছাড়া, খাজনা তারা একদিন দেবেই।'

আর্কাডি তার চার দিকে দেখতে দেখতে বললে, 'জঙ্গলটার জন্যে আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে কিন্তু –'

যে প্রদেশের মধ্য দিয়া তারা চলেছিল, সে জায়গাটা দেখতে যে বেশ সুন্দর, তা নয়। মাঠের পর মাঠ দিকচক্রের শেষ সীমারেখা পর্য্যন্ত মিলিয়ে গেছে। কোথাও বা জমি উঁচু, কোথাও বা নাবাল জমি, ঢলে নীচু হ'য়ে নেমে গেছে। স্থানে স্থানে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। এখানে-সেখানে ছোট ছোট বন-ঝোপ, আঁকাবাঁকা ঘুরণ-খাওয়া ছোট গভীর পাহাড়ে নদী—ঠিক যেন রাণী ক্যাথারাইনের সময়ের আঁকা পুরোনো মানচিত্র। তারপর তাদের পথে পড়ল ছোট-ছোট নদী, নীচু পাড়, ছোট-ছোট ঝিল, তারও বাঁধ নীচু, ছোট গ্রাম, ভেঙে-পড়া চালা, কুঁড়ে ঘর, অন্ধকার—ছাদ প্রায় পড়েছে ঝুলে, কঞ্চির বেড় দিয়ে বাঁধা বাঁকা টলে-পড়া গোলাঘর, পাশের গায়ে দরজাগুলো খোলা পড়ে—শস্য আছড়াবার পাটাতন মেঝেয় কাৎ হয়ে পড়ে আছে। গির্জ্জেগুলো ইঁট বার-করা, রঙিন প্ল্যাষ্টার যা ছিল, ঠাঁই ঠাঁই তা খসে পড়ে গেছে। কোথাও বা কাঠের গির্জ্জের ক্রুশটা পড়েছে হেলে—গোরস্থানগুলোয় মধ্যে বুনো ঘাসের বড় বড় জঙ্গল। এ দেখে আর্কাডির বুক যেন কেমন ভার হয়ে উঠল। এই দৃশ্যের ওপর শেষ তুলির রঙের আঁচড় হ'ল ছোট-ছোট রুগ্ন হাড়-জির-জিরে ঘোড়ার ওপর চড়ে চলেছে ছেঁড়া-কুটি-কুটী পোষাক-পরা চাষার দল। তাদের সঙ্গে তাদেরও দেখা হ'ল। বড় বড় উইলো গাছগুলোর গুঁড়ি থেকে গায়ের ছাল খুলে পড়েছে, ডালগুলো শুকনো ভাঙ্গা পথের ধারে যেন ছেঁড়া-ন্যাকড়া-পরা ভিখারীর মত আছে দাঁড়িয়ে। গরুগুলো রোগা হাড় পাঁজরা বার করা। দেখলেই মনে হয় ক্ষিধেয় হাঁ-হাঁ করছে—পথের পাশে নালার গায়, যে ঘাসগুলো গজিয়েছে সেইগুলো হাঁই হাঁই করে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তাদের চেহারা দেখলে মনে হয়, যেন কোন ভয়াবহ রাক্ষসের হাত থেকে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এই এমন তাজা বসন্ত কালের মাঝখানে এই সব দুর্গতি, দুর্ব্বল রুগ্ন মূর্ত্তি, এই না-খেতে-পাওয়া জন্তুদের দেখে মনে হতে লাগল যেন দারুণ শীতের দিন, অশ্রান্ত ঝড় আর বরফ পড়ছে, কিছু নেই, সব ফাঁকা, কোন স্বস্তি নেই, সব যেন প্রেতের মত খাড়া হ'য়ে রয়েছে।

আর্কাডি ভাবতে লাগল—'না, এ দেশের শ্রী নেই। এ দেশ দেখে কার' মনে হয় না যে, দেশে কোন প্রাচুর্য্য আছে। কোন রকম কলকারখানার ব্যবস্থা আছে, না এ চলতে পারে না, না, না—এ কখনো চলতে পারে না, এরকম—এর সংস্কার নিশ্চিত প্রয়োজন··· কিন্তু কেমন করে তার ব্যবস্থা হবে, এ কাজ আরম্ভ করতে হ'লে কি করে তার সুরু হবে?

আর্কাডি এই সব বিষয়ে চিন্তা করছিল—যখন সে দেশের এই সব ভাবছিল বসন্ত তার রাজত্ব সমানেই বিস্তার করে চলেছে। চারিদিকেই একটা সোনালী-সবুজ রঙ, সব গাছপালা ঝোপ-ঝাপ, সবুজ ঘাস ভরা মাঠ সব ঝক্ ঝক্ করছে, বসন্তের মৃদুল বাতাসের দোলায় তারা দুলে দুলে উঠছে। চারিদিক হ'তে চাতক পাখীর অজস্র সুরধারা আকাশ বাতাস প্লাবিত করে দিচ্ছে! নাবাল জমির মাঠের ঘাসের

ভেতর টুনটুনির ঝাঁক ডাকছে, কখন কখন হাওয়ায় দোলা চাপড়া ঘাসের মাথার উপর দিয়ে যেন ভেসে চলেছে। কাল-কাল দাঁড়কাকগুলো বাসন্তিক শস্য যেখানে অর্দ্ধেক গজিয়ে উঠেছে, তার উপর দিয়ে খুব গ্রাম ভারি চালে চলেছে। ক্ষেতের সেই কোমল সবুজ রঙের উপর কাল-কাল দাগের মত দেখাচ্ছে। তারপর আবার যেখানে পাকা রাইয়ের ক্ষেতে বাতাসে ঢেউ তুলছে, তার মাঝে গিয়ে লুকিয়ে পড়ছে, আর এক একবার করে কাল মাথাটা তুলছে। আর্কাডি অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে তার সেই আগের সংস্কার করার চিন্তা মন থেকে মুছে গেল···গায়ের ক্লোকটা খুলে ফেলে রেখে সে তার পিতার দিকে ফিরে তাকালে। তার মুখে এমন একটা শিশুর মত সারল্য ও উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল যে, তার পিতা তাকে কোলের কাছে টেনে নিলেন।

নিকোলাই পেত্রভিচ বললেন—'আর খুব বেশী দূর নেই। এই পাহাড়টা ছাড়ালেই আমাদের বাড়ী দেখতে পাওয়া যাবে। এইবার আর্কাসা, আমরা বেশ একরকম গুছিয়ে উঠব, যদি তোর তাতে বিরক্তি না আসে, তা হলে এইবার ভাল ক'রে চাষ-আবাদ করতে তোর সাহায্য পাব। এখন আমরা কাছা-কাছি থাকব, দু'জনে দু'জনকে জানবার বোঝবার এবার বেশ সুবিধা হবে, কেমন তাই না?'

—'নিশ্চয়ই'। আর্কাডি বললে—'কিন্তু আজকের এ দিন, কি চমৎকার!'

—'তোকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। হ্যাঁ, সারা বসন্তের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য যেন চারিদিকে হেসে উঠেছে। পুশ্‌কীনের সঙ্গে কিন্তু আমার একই মত—তোর মনে আছে সেই—ইয়েভজিনি ওনিয়েজিন—'

—'তোমার এ আগমন, কত যে দুখের মোর কাছে,
হে বসন্ত! হে বসন্ত! প্রেমের এ মধুময় কাল,
কিবা···'

অন্য গাড়ী থেকে ব্যাজারভের গম্ভীর স্বর শোনা গেল—'আর্কাডি, আমাকে একটা দেশলাই পাঠিয়ে দাও। আমি আমার পাইপ ধরাতে পাচ্ছি নি।'

নিকোলাই পেত্রভিচ তখনই থেমে গেছেন, ওদিকে আর্কাডি এতক্ষণ অবাক হয়ে তার পিতার কথা শুনছিল যদিও খুব সহানুভূতির সঙ্গে; তাড়াতাড়ি কোটের পকেটের ভেতর থেকে একটা রূপোর দেশলাইয়ের বাক্স বার করে পিয়েত্রেকে দিয়ে ব্যাজারভের কাছে পাঠিয়ে দিলে।

ব্যাজারভ ঠিক আবার তেমনি চীৎকার করে বললে—'একটা সিগার নেবে না কি?'

আর্কাডি বললে—'ধন্যবাদ!'

পিয়েত্রে গাড়ীতে ফিরে এসে আর্কাডির হাতে একটা কাল মোটা সিগার দিয়ে দিলে। আর্কাডি তখনি চুরুটটা ধরিয়ে টানতে সুরু ক'রে দিলে। সস্তা দরের তামাকের ভয়ানক কটু গন্ধ, ধোঁয়া গল্‌-গল্‌ ক'রে বার ক'রে তার চারিদিকে এমন ছড়াতে লাগল যে, নিকোলাই

পেত্রভিচ, ছেলেবেলা, থেকে কখন তার তামাক টানা অভ্যাস নেই, বাধ্য হয়ে মুখটা এমনি ভাবে ফিরালেন ধীরে ধীরে, পাছে মুখ ফেরান টের পেয়ে ছেলের মনে আঘাত লাগে।

প্রায় সওয়া একঘণ্টা পরে, দু'খানী গাড়ী একখানা নতুন কাঠের বাড়ীর সিঁড়ির ধাপের সামনে এসে থামল। ধূসর রঙ মাখান বাড়ী, লাল রঙ করা লোহার ছাদ। এই হল মেরি-ইনো, একে নিউ-উইকও বলত অথবা চাষারা তার নাম দিয়েছিল দারিদ্দিরের খামার।—Bobili Chuton.

[চার]

'ভদ্রলোকদের অভ্যর্থনা করার জন্য বাড়ীর কোনও দাস বা দাসীরা এলনা ছুটে, শুধু বারো বছরের একটি ছোট মেয়ে একলা এসে দাঁড়াল। তার পিছনে পিছনে বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ছোকরা অনেকটা পিয়ত্রেরই মতন। গায়ে তকমা-আঁটা ধূসর রঙের একটা কোট, তাতে সৈন্যবিভাগের চিহ্নিত সাদা বোতাম লাগান। সে হ'ল প্যাভেল পেত্রভিচ কীরষানোভের আরদালী। কোন কথা না বলে, সে গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে, গাড়ীর চামড়ার ঢাকার বোতামগুলো দিলে খুলে। নিকোলাই পেত্রভিচ, তাঁর ছেলে ও ব্যাজারভকে সঙ্গে ক'রে একটা অন্ধকার খালি 'হলে'র মধ্যে দিয়ে, খুব আধুনিক ধরণের আসবাব দিয়ে সাজান একটা ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলেন। তার পিছনের দরজার পাশ দিয়ে চলে আসবার সময় তারা একটী যুবতীর মুখের আবছা যেন দেখতে পেলে।

নিকোলাই পেত্রভিচ, মাথার টুপি খুলে, চুলগুলো পিছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে বললেন—'এইবার আমরা বাড়ীতে এসে পড়লাম। মোটের ওপর সেইটেই হ'ল বড় কথা, এখন চাই তবে আমাদের খাবার, আর বিশ্রাম।'

ব্যাজারভ একট সোফার ওপর বসে পড়ে পা-টা ছড়িয়ে দিয়ে বললে—'এখনি খাবারটা পেলে মন্দ হবে না নিশ্চয়ই।'

নিকোলাই পেত্রভিচ অকারণে পা-টা ঠুকতে ঠুকতে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখুনি তবে খাবারের ব্যবস্থা হোক্, এখুনি, এখুনি। আরে এই যে, ঠিক সময়েই প্রোকোফিচ্ এসে হাজির হয়েছে!'

প্রায় বছর ষাটেক হবে বয়েস, একটা লোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে। চুল সব সাদা—পাতলা; কাল গায়ের রঙ, দারুচিনি রঙের একটা কোট গায়ে, পিতলের বোতাম, গলার রুমাল কালচে লাল। শুকনো-কাঠ হাসিমুখে আর্কাডির হাতে চুমু দিতে গেল। অতিথিকে মাথা নত করে অভিবাদন করে দরজার দিকে সরে গিয়ে, পিছনের দিকে হাত রেখে দাঁড়াল।

নিকোলাই পেত্রভিচ বললেন,—'এই এসেছে, এতদিন পরে সে আমাদের কাছে ফিরে এল, প্রোকোফিচ···তারপর, একে কেমন দেখছ?—কেমন দেখতে হয়েছে?

'যেমন হওয়া উচিত, বেশ—ঠিক তেমনি' বৃদ্ধ এই কথা বলে, আবার তার স্বাভাবিক

দেঁতো হাসি হাসলে, 'কিন্তু তখনি তাড়াতাড়ি তার থুবো-থুবো জ্যাবড়া ভুরু কুঁচকে নিয়ে, ভঙ্গীর সঙ্গে বললে—'তা হ'লে এখুনি খাবার ইচ্ছা করেন ?—খাবার সাজাই তবে ?'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখুনি দাও। কিন্তু ইয়েভজেনি ভ্যাসেলিইচ, তোমার ঘরে আগে একবার যাবে না।

'না, ধন্যবাদ ; সে সব যা হয় হবে এখন। শুধু আমার এই ছোট বাক্সটা ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখতে বলুন, আর এই পোষাকটাও,' এই বলে তার গায়ের মোটা পশমের ধোকড়া কোটটাও খুলে দিলে।

'নিশ্চয়ই ! প্রোকোফিচ ভদ্রলোকের পোষাকটাও নিয়ে যাও। (প্রোকোফিচ একটু কেমন ভ্যাবা-চাকার ভাব দেখিয়ে, দু'হাত দিয়ে ব্যাজারভের কোটটা প্রায় মাথার উপর তুলে ধরে পা-টিপে-টিপে চলে গেল)—'আর আর্কাডি, তুই কি তোর ঘরে একবার যাবি নাকি ?'

'হ্যাঁ, আমি হাত-মুখ ধুয়ে নেব' এই কথা বলে আর্কাডি যেমন দরজার দিকে এগিয়ে গেছে, ঠিক সেই সময়ে একজন মাঝারী লম্বা লোক ড্রয়িংরুমে এসে প্রবেশ করলেন। কালরঙের ইংরেজী-স্যুট পরা, নীচু ধরণের হাল-ফ্যাসানের গলার-টাই, পায়ে কিড-জুতা—তিনি হলেন,—প্যাভেল পেত্রভিচ। দেখতে বছর পঁয়তাল্লিশের মতই দেখায়—মাথার চুল সাদা, ছোট করে ছাঁটা, তলায় কাল ছায়া পড়ে সে যেন নতুন রূপের মত ঝক্ ঝক্ করছে। মুখখানির রঙ হলদে, একটিও কোঁচকানি রেখা পড়ে নি। পরিষ্কার মানান-সই মুখের কাট, যেন বাটালী দিয়ে ছিলে বার করা হয়েছে। অতি চমৎকার মুখের ছাঁচ, বিশেষতঃ তাতে কাল বাদামী-গড়নের দু'টো উজ্জ্বল গভীর চোখ। আর্কাডির জ্যাঠামশাইয়ের সমস্ত ভঙ্গীটাই পুরো-দস্তর আভিজাত্য মাখান। যৌবনের যে সহজ মাধুর্য্য ও ধারা ধরণ, মুখ তুলে উপর দিকে চেয়ে চলা, মাটীর দিকে একেবারে না তাকিয়ে,—বিশের কোঠা পার হলেই, আভিজাত্যের আর প্রায় সে ভঙ্গী থাকে না। এঁকে দেখে মনে হয় প্যাভেল পেত্রভিচ এখনও সে ভাবটী বেশ ভাল করে বজায় রেখেছেন।

প্যাভেল পেত্রভিচ তাঁর জামুত্রাণের জেবের ভিতর থেকে সুন্দর হাত দু'খানি বার করে তাঁর ভাই-পো আর্কাডির দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। আঙুলগুলি ঠিক যেন চাঁপার কলির মত ডগা-সরু। জামার গলার কফ যা'তে একটা খুব বড় 'ওপ্যাল' বসান বোতাম দেওয়া, তারই মত সাদা ধব-ধবে দু'খানি হাত। যথারীতি ইউরোপীয় ধরণে করমর্দ্দনের পর রুশীয়নীতির অনুসরণে ভাই-পোটিকে তিনবার চুমু দিলেন—অর্থাৎ তাঁর সেই সুবাস মাখা গোঁফ-জোড়াটি তিনবার আর্কাডির গালে ছোঁয়ালেন, তারপর বললেন—'স্বাগতম্'।

নিকোলাই পেত্রভিচ তাঁর সঙ্গে ব্যাজাভের পরিচয় করে দিলেন। প্যাভেল পেত্রভিচ একটু গাল-কাৎ-করা হাসি হেসে তাঁর সেই কমনীয় নমনীয় দেহ, বেশ একটু ভঙ্গীর সঙ্গে দুলিয়ে তাকে অভিবাদন করলেন। কিন্তু তার দিকে হাত বাড়িয়ে ত' দিলেনই না, বরং আবার জামুত্রাণের জেবের মধ্যে হাত দু'টো পুরে' দিলেন।

তারপর, তাঁর সেই সুরেলা-কথা-বলবার ঢঙে বললেন—'আমি ত' মনে করেছিলাম,

তুমি বুঝি আজ আর এলেই না।' কাঁধটা ঝাঁকি দিয়ে তুলে সমস্ত দেহটায় একটু দোল দিয়ে, ধব-ধবে সাদা দাঁত দেখাতে দেখাতে বললেন—'পথে কিছু বিশেষ ঘটেনি ত' ?'

আর্কাডি বললে—'না কই বিশেষ কিছুই নয়, আর আমরা খুব আস্তে আস্তেই এসেছি। কিন্তু হন্যে নেকড়ে বাঘের মত ক্ষিধে পেয়েছে। প্রোকোফিচ শীগগির, তাড়াতাড়ি। বাবা! আমি আসছি এখনি।'

ব্যাজারভ তাড়াতাড়ি সোফা থেকে হঠাৎ উঠে পড়ে বললে—'দাঁড়াও আমিও তোমার সঙ্গেই আসছি।' তারপর দু'জনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'এ আবার কে?' প্যাভেল পেত্রভিচ জিজ্ঞাসা করলেন। 'আর্কাসার একজন বন্ধু; সে ত' বলে খুব চমৎকার চালাক লোক!'

'ও লোকটা কি আমাদের এখানে থাকবে না কি?'

'হ্যাঁ'

'ওই অসভ্য চাষাড়ে লোকটা?'

'হ্যাঁ, কেন?'

প্যাভেল পেত্রভিচ টেবিলের উপর আঙ্গুলের ডগা দিয়ে বাজিয়ে নিলেন। তারপর ফরাসীভাষায় বললেন—আমার মনে হচ্ছে আর্কাডি যত ইতরদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছে। সে যে ফিরে এসেছে এতে আমি খুব সুখী।

রাত্রিতে খাওয়ার সময় খুব সামান্য, অল্প কথাবার্ত্তাই হ'ল। ব্যাজারভ প্রায় একটা কথাও কয় নি, কিন্তু খেলে বেশ প্রচুর। নিকোলাই পেত্রভিচ তাঁর এই চাষ আবাদের জীবনের নানা রকম ঘটনার উল্লেখ করে গল্প বলতে লাগলেন। রাজসরকার, কমিটি বা ডেপুটেশন সম্বন্ধে কি-সব তাড়াতাড়ি আইন কানুন করতে চাইছেন—দেশে কলকারখানার প্রচলন করার প্রয়োজনীয়তা—এই রকম নানা কথা হ'ল। প্যাভেল পেত্রভিচ খাবার ঘরের মধ্যে একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারী করতে লাগলেন। তিনি রাত্রে কখনো খাওয়া-দাওয়া করেন না—কখন কখন মদের গেলাসে লাল-মদ একটু একটু চুমুক দেন, আর কদাচিৎ ওই রকম অবস্থায় কোন একটা মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে 'আঃ! আহাহা—হুম!' এই রকম সব শব্দ উচ্চারণ করলেন, আর্কাডি পিটার্সবার্গের দু'চারটা খবর কিছু দিলে, কিন্তু সর্ব্বক্ষণই সে তার এই কথা বলার মধ্যে যে একটু কেমন বাধা মনে করছিল সে বিষয়ে সে খুব সাবধানও হচ্ছিল। সে বাধাটা হ'ল কি রকম?

ঠিক যখন কৈশোর থেকে যৌবনে আসবার সময়, যখন সে আর ঠিক ছেলে মানুষ নয়, অথচ যেখানে সে ফিরে এসেছে, সেখানের সবাই তাকে সেই ছোট্টটিই মনে ক'রে, সেইখানে কথা বলবার সময় যেমন একটা বাধা হয়, ঠিক সেই রকম। কথা বলতে গিয়ে পদগুলোকে অকারণে টেনে টেনে লম্বা করে বলে যেতে লাগল। 'বাবা' কথাটা বলতে দশবার দাঁতের ভিতর দিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল। যতটা মদ খাওয়া তার দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী মদ গেলাসে ঢালতে লাগল আর একেবারে চোঁ ক'রে নিঃশেষে চুমুক দিতে

লাগল। প্রোকোফিচ তার মুখ থেকে একবারও চোখ ফেরাইনি, সে কেবলই ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই তখনি যে-যার ঘরে আলাদা চলে গেল।

ব্যাজারভ একটা ড্রেসিং-গাউন জড়িয়ে আর্কাডির বিছানার ধারে বসে, ছোট একটা পাইপে তামাক টানতে টানতে বললে, 'তোমার জ্যেঠামশাইটি একটী অদ্ভুত লোক! একবার ভেবে দেখ, এই রকম জায়গায়, এই রকম সাজ পোষাক! তাঁর হাতের নখ, হাতের নখগুলো—ও গুলো তোমার উচিত একজিবিশনে পাঠান।'

আর্কাডি উত্তর দিল, 'কেন, আরে তুমি জান না। তাঁর বয়স কালে তিনি বেশ এক-জন নামকরা হোমরা চোমরা লোক ছিলেন, জান? তাঁর গল্প একদিন তোমায় বলব। তুমি দেখতেই পাচ্ছ,—তিনি কি রকম সুপুরুষ ছিলেন। এক দিন তাঁকে দেখে আমাদের মুণ্ডু ঘুরে যেত।'

'ওঃ, তাই বটে। তা ঠিক! তাই বুঝি তিনি অতীতটাকে স্মৃতি দিয়ে বেশ করে আঁকড়ে ধ'রে রেখেছেন? তাই ত' বড়ই দুঃখের কথা যে, এখানে এমন একজনও নেই যদিও, যাকে এখন মজান চলে! আমি ত' অবাক হ'য়ে তাঁর জামার কলারের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। যেন ধব-ধবে মার্ব্বেলের মত চকচকে, কি পরিষ্কার করে কামান দাড়ি!—একেবারে নিখুঁত। দেখ আর্কাডি, এটা হাসির কথা নয় কি?'

'তা হয়ত হতে পারে, কিন্তু তিনি একজন চমৎকার লোক সত্যিই।'

'সেই সেকেলে ঠাট বজায় আছে। কিন্তু সত্যি তোমার পিতা অতি চমৎকার মানুষ। তিনি শুধু কবিতা পড়ে সময়টা নষ্ট করেন, এই যা; চাষ-আবাদের ব্যাপার বিশেষ কিছুই জানেন না বটে, কিন্তু অতি চমৎকার হৃদয়বান লোক!'

'আমার পিতা হলেন, হাজারের মধ্যে একজন।'

'কিন্তু তুমি, লক্ষ্য করেছ, কি রকম যেম একটা জড়-সড় ভাব তাঁর?'

আর্কাডি তার মাথাটা নাড়লে এমন ভাবে, যেন সে নিজে একটুও জড়-সড় ভাব দেখায় নি। ব্যাজারভ বলে যেতে লাগল, 'এ একটা অদ্ভুত আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সব সেকেলে ভাবুকদের দল, তাদের ভাবের ঘোরে এমন ভাবে নিজেদের তৈরী করে যে, শেষকালে তারা দুর্ব্বল স্নায়ু হয়ে একেবারে ভেঙে পড়ে···তাল ঠিক রাখতে পারে না। কিন্তু এখন শুভরাত্রি, বিদায়। আমার ঘরে একটা বালতী মুখ ধোয়ার জায়গায় আছে, কিন্তু দরজাটা বন্ধ করা যায় না। যাক্—যা করেই হোক্ এ সব বিষয়ে উৎসাহ দিতেই হবে—বিলাতী মুখ-ধোয়ার জায়গা—উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার বিশেষ পরিচয় বটে।'

ব্যাজারভ তার ঘরে চলে গেল। একটা মহা-স্বস্তির ভাব আর্কাডির বোধ হ'তে লাগল। নিজের বাড়ীতে নিজের ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমোন, কি আরামের! সেই পরিচিত শয্যা, বালিশের উপর কত প্রিয়-হাতের স্পর্শ রয়েছে, হয়ত কত স্নেহ, কত মমতা, কত আত্মীয়তায় ভরা স্নেহময়ী দাইয়ের স্নেহ-কোমল হাতের অক্লান্ত সেবার স্পর্শ তাতে রয়েছে। আর্কাডির মনে পড়ে গেল, সেই বুড়ী দাই ইয়েগোরভনার কথা। তার নিঃশ্বাস পড়ল।

'স্বর্গে সে যেন শান্তি পায়—' এই ভাবে প্রার্থনা করলে·· নিজের জন্যে সে কোন প্রার্থনাই করলে না।

সে আর ব্যাজারভ বিছানায় শুতেই দু'জনে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু বাড়ীর অন্যান্য লোক, তাদের ঘুমের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত জেগে ছিল। ছেলের ফিরে আসায় নিকোলাই পেত্রভিচ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন বটে, কিন্তু বাতি নিভিয়ে দেন নি। মাথার তলায় হাত দু টো রেখে তিনি কেবলই নানা কথা ভাবছিলেন। দ্বিপ্রহর রাত্রির পরেও তাঁর দাদা প্যাভেল নিজের বসবার ঘরে, একটা খুব বড় হাতল-ওয়ালা চেয়ারে, আগুন-রাখার জায়গার পাশে বসেছিলেন—আগুনের-জায়গায় কাঠগুলো তখনও একটা অল্প লাল আভা ছড়িয়ে নিভ-নিভ ভাবে জ্বলছিল। প্যাভেল পেত্রভিচ তখনও পোষাক খোলেন নি, শুধু কিড জুতোর বদলে পায়ে তখন চীনের লাল চটি পরা। হাতে গত মাসের 'গ্যালিগ্‌নানি' পত্রিকা কিন্তু·তা তিনি পড়ছিলেন না। এক দৃষ্টিতে শুধু সেই আগুনরাখা জায়গায়টার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। একটা নীলাভ আগুনের শিখা লিক্ লিক্ করছে; একবার করে নিভ-নিভ হয়ে আসছে, আবার জ্বলে উঠছে।··· ভগবান শুধু জানেন তাঁর চিন্তা তখন কোথায় বেড়াচ্ছিল। কিন্তু এটা ঠিক, সেটা যে শুধু অতীতের পথেই বেড়াচ্ছিল, তা নয়! তাঁর মুখের ভাব দেখলে মনে হয়, যেন কোন একটা বিষয়ে অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্ত, অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সে ভাব মানুষ যখন শুধু তাঁর অতীতের স্মৃতির ভেতর ডুবে থাকে, ভাবে, তখন কিন্তু মুখের সে রকম ভঙ্গী কখনো হয় না। পিছনের দিকে একটা ছোট ঘরে, একটা বড় সিন্ধুকের ওপর একটী যুবতী বসে আছে। একটা নীল রঙের ড্রেসিং জ্যাকেট-পরা, মাথায় এক গাদা কাল চুলের ওপর সাদা রুমাল বাঁধা—ফেনিচকা। অর্দ্ধেক জেগে কি যেন শুনছে, অর্দ্ধেক তন্দ্রায় যেন ঢুলে পড়ছে, বারবার কেবল খোলা দরজায় ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখছে, যেখানে একটা দোলনায় একটী শিশু ঘুমুচ্ছে। তার—সেই ঘুমন্ত-ছেলের নিঃশ্বাসের শব্দ তালে তালে উঠছে পড়ছে, বেশ শোনা যাচ্ছে।

(পাঁচ)

তার পরদিন সকালে ব্যাজারভ সকলের চেয়ে আগে ঘুম থেকে উঠে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। চারিদিক বেশ করে তাকিয়ে দেখে বললে: 'হা কপাল, জায়গাটার গর্ব্ব করার কিছুই নেই দেখছি।' যখন নিকোলাই পেত্রভিচ চাষাদের সঙ্গে জমি ভাগা-ভাগি করে নিলেন, তখন তাঁকে নতুন করে কাছারী বাড়ী তৈরী করতে হ'ল—চার একর জমির ওপর—জমিটা সম্পূর্ণ সমতল আর উষর। তিনি একটা বাড়ী, কর্ম্মচারীদের জন্যে কাছারী-বাড়ী, খামার-ঘর করে, বাগান পত্তন করে, দু টো কূয়া আর একটা পুকুর কাটালেন। কিন্তু ছোট ছোট গাছগুলো তেমন সুবিধামত বেড়ে উঠল না, পুকুরেও বেশী জল হ'ল না, আর কুয়োর জল কেমন যেন বোদা-বোদা হয়ে গেল। কুঞ্জ-বাড়ীর গাছগুলো,

ফুলগাছগুলো বেশ একরকম ভালভাবে বেড়ে উঠল, লীলাক ও অ্যাকেসিয়া ফুলও তাতে বেশ ফুটতে লাগল। তাঁরা মাঝে মাঝে সেইখানে বসে চা পান করতেন, কখন কখন ভোজও খেতেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাজারভ বাগানের সরু পথ দিয়ে সবটা ঘুরে এল, তারপর গেল গোয়ালের দিকে, তারপর আস্তাবল। পথে দু'জন খামারবাড়ীর ছোকরাদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে নিয়ে, বাড়ী থেকে মাইলখানেক দূরে একটা জলা-জমির দিকে চলল—ব্যাঙের সন্ধানে।

একটী ছোকরা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাঙ নিয়ে আপনি কি করবেন হুজুর।'

ব্যাজারফের একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল, কথা বলে মানুষের বিশ্বাস আনাতে, বিশেষতঃ এই সব ইতর লোকেদের। যদিও সে তাদের সঙ্গে খুব কমই কথা-বার্তা বা মেলামেশা করত। ব্যাজারভ বললে—'আমি বলব—ব্যাঙ দিয়ে কি হবে। এই ব্যাঙগুলোকে আমি কেটে দু-ফাঁক করব, তারপর দেখব ওদের ভেতরে কি সব হচ্ছে, কি ভাবে ভেতরের কল-কব্জা চলে। তারপর, তুমি আমি ঐ ব্যাঙেরই মতন সব, একই রকম ত'। শুধু আমরা কেবল পায়ে হেঁটে চলি। আর ওই থেকে আমাদের ভেতরে যা সব হচ্ছে, তাও বেশ জানতে পারব!'

'আচ্ছা, তা' জেনে আপনার কি কাজে লাগবে?'

'যাতে, আর কোন ভুল না হয়,—যদি তোমাদের কোন অসুখ করে, আমি সহজে সে অসুখ তখন সারাতে পারব।'

'আপনি তবে একজন ডাক্তার, না?'

'হ্যাঁ।'

'ভাসকা, শুনছিস তুই ভদ্রলোক বলছেন, আমি, তুই সবাই, ওই ব্যাঙেরই মতন একরকম;—কি মজার কথা!'

ভাসকা বল্লে 'ব্যাঙ দেখলে আমার বড় ভয় করে কিন্তু।' ভাসকার বয়েস বছর সাতেক হবে, রেশমের মত সাদাটে-কটা চুল মাথায়, খালি পা, খাড়া কলার-ওয়ালা একটা ধূসর রঙের ফ্রক-কোট গায়ে।

'ওদের ভয় করবার কি আছে? তারা কি কামড়ায়?'

'তারা জলের ভেতর জল কেটে ভেসে চলে, দার্শনিক পণ্ডিত সব!'

ইতিমধ্যে নিকোলাই পেত্রভিচ উঠিলেন। তিনি গেলেন আর্কাডিকে দেখতে। দেখলেন তার পোষাক-টোষাক পরা হয়ে গেছে। পিতা-পুত্রে তখন গেলেন সেই তেরপল ঢাকা ছায়ার জায়গায়, থামওয়ালা বারান্দার সামনে। সেখানে টেবিলের ওপর ইতিমধ্যে সামোভারে জল গরম হচ্ছে। টেবিলটা লীলাক্ ফুলের গুচ্ছ দিয়ে সাজান। গতদিন সন্ধ্যাকালে যে ছোট বালিকাটি সিঁড়ির ধাপের কাছে অগ্রসর হয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করেছিল, এখনও সেই মেয়েটীই এসে দাঁড়াল। খুব সরু খনখনে আওয়াজে বললে:—

"ফেডোসিয়া নিকোলায়েভনার শরীরটা ভাল নেই, সেই জন্যে তিনি আসতে পারলেন

না ; তিনি আমাকে আদেশ করলেন বলতে যে, আপনারা কি নিজেরা চা ঢেলে নেবেন? না, দুনিয়াসাকে তিনি পাঠিয়ে দেবেন?"

নিকোলাই পেত্রভিচ বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমি নিজেই চা ঢেলে নেবো, আমরা নিজেরাই নেবো, আর্কাডি, তুই কি দিয়ে চা খাবি, নেবু দিয়ে, না দুধের সর দিয়ে ?

আর্কাডি বললে, 'সর দিয়ে।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে তার পিতাকে প্রশ্ন করলে, 'বাবা' ?

নিকোলাই পেত্রভিচ থতমত খেয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

'কি বল্ ?'

আর্কাডি চোখের পাতা নত করলে।

তারপর আরম্ভ করলে, 'বাবা! আমাকে মাপ কর, যদি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা তোমার ভাল না লাগে, তবে তুমি নিজে কাল যে রকম খোলাখুলি ভাবে আমার কাছে সব কথা বললে, আমাকেও যে রকম সহজ হতে বললে···তুমি বোধ হয় রাগ করবে না···?'

'বলে যা।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করে জিজ্ঞাসার অধিকার দিয়েছ···এই কি কারণ নয় যে, ফেণি···এই কি কারণ নয় যে, সে এখানে এসে চা ঢেলে দেবে না ; কেননা আমি এখানে আছি বলে ?'

নিকোলাই পেত্রভিচ মুখটা একটু ফেরালেন!

তারপর বললেন, হয়ত সে মনে মনে করছে···তার হয়ত লজ্জা বোধ হচ্ছে।

আর্কাডি একবার চকিতের মধ্যে তার পিতার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিলে। "তার লজ্জা করবার ত' দরকার নেই! প্রথমতঃ তুমি জান—এ সব বিষয়ে আমার কি মতামত (এই কথাগুলি বলতে আর্কাডির কাছে ভারি মিষ্টি লাগল), আর দ্বিতীয়তঃ আমি কি তোমার জীবনযাত্রার পথে বাধা দেব? তা ছাড়া এ আমি নিশ্চিত জানি যে, তোমার পছন্দ কখন খারাপ হ'তে পারে না। যদি তুমি তাকে এক বাড়ীতে, এক ঘরেই বাস করতে দাও, তা'লে নিশ্চয়ই সে, সে সম্মানের উপযুক্ত, আর যাই কেন হোক না কেন, ছেলে কখন বাপের বিচারক হ'তে পারে না।···সব চেয়ে কথা, আমি ; আর তার চেয়েও কথা এমন একজন বাপ, তোমার মত, যে, কখন আমার কোন বিষয়ে, কোন স্বাধীনতায় কখন তুমি কোন—কোন রকম বাধা দাওনি।'

কথা বলবার সময় আর্কাডি গলার স্বর গোড়ার দিকে একটু যেন কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল। আর্কাডি নিজেকে খুব মহানুভব মনে করলে, যদিও সঙ্গে সঙ্গে তার এও মনে হ'ল যে, সে তার পিতাকে যেন উপদেশ দিচ্ছে। কিন্তু তারও নিজের গলার স্বর স্বভাবতঃ নিজের উপরই অনেকখানি প্রভাব ছড়িয়ে নিজেকেই যেন অভিভূত করে দিলে। শেষে দিকের কথাগুলো খুব দৃঢ়তার সঙ্গে, খুব জোর দিয়েই সে বললে।

নিকোলাই পেত্রভিচ একটু ভারি গলায় বললেন, 'আর্কাসা! ধন্যবাদ।' আবার তাঁর

আঙ্গুলগুলো নিয়ে তেমনি কপাল আর ভুরুর ওপর ঢেকে রইলেন। 'তোর সন্দেহটা খুবই ঠিক। যদি এই মেয়েটি না এ সব বিষয়ের উপযুক্ত হ'ত।···এ একটা একেবার বাজে খেয়ালের ব্যাপার নয়। তোর কাছে এ সব নিয়ে কথাবার্ত্তা কওয়া আমার পক্ষে খুব সহজ নয়, তবুও তুই হয় ত' বেশ বুঝতে পাচ্ছিস যে, এখানে আসা তার পক্ষে কতখানি শক্ত, বিশেষত: তোর সামনে, আরও, তোর ফিরে আসার প্রথম দিনেই।'

'তা যদি হয়, তবে আমি তার কাছে যাব' আর্কাডি আবার নতুন ক'রে তার মনে সেই মহানুভবতার ভাব বোধ করলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল। "আমি তাকে বুঝিয়ে বলব যে, আমার সামনে তাঁর লজ্জা করবার কোন কিছু কারণই নেই।"

নিকোলাই পেত্রভিচও উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন, 'আর্কাডি, কেমন করে···তুই সেখানে···আমি তোকে এখনও সকল কথা বলিনি।'

কিন্তু আর্কাডি তাঁর সে কথা কিছুই কানে না তুলে, ছুটে চলে গেল দালানের দিকে। নিকোলাই পেত্রভিচ তার দিকে শুধু তাকিয়ে থেকে, হতভম্ব হয়ে তার চেয়ারের মধ্যে বসে পড়লেন। তাঁর বুকের ভেতর কেমন ঢিব্-ঢিব্ করতে লাগল। ভবিষ্যতে, তাঁর আর ছেলের মধ্যে যে একটা অবশ্যম্ভাবী পৃথক অবস্থা হবে, সে কথা কি, সে মূহুর্ত্তে তাঁর মনে উদয় হচ্ছিল? একথা কি কখন তাঁর মনে জেগেছে যে, যদি তিনি আর্কাডিকে এ সকল কথা না জানাতেন, এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করতেন, তা হ'লে আর্কাডি তাঁর উপর আরো গভীর শ্রদ্ধা দেখাত? তিনি কি তাঁর এ দুর্ব্বলতার জন্যে নিজেকে কখন কোনরূপ ভৎ´সনা করেছেন?···এ সব কথা বলা খুবই শক্ত; তবে এ সব মনোভাব তাঁর মনের মধ্যে যে না হয়েছিল তা নয়, একটা অস্পষ্ট আবছায়া ভাবের মত—কিন্তু সমস্তক্ষণের মধ্যেই তাঁর মুখ লাল হওয়াও থামেনি—আর বুকের মধ্যেও অবিরাম ঢিব্-ঢিব্ করছিল।

তাড়াতাড়ি খর-পায়ে চলার শব্দ শোনা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আর্কাডি দালানের ধারে এসে দাঁড়াল। সে চেঁচিয়ে বললে, বাবা! আমাদের দু'জনের ভাব হয়ে গেছে'। আর্কাডির মুখে একটা স্নেহ-কোমল মধুর ভাবের সঙ্গে সদবুদ্ধির বিজয় উল্লাসের ভাব ফুটে উঠল। ফেডোসিয়া নিকোলায়েভনার সত্যিই শরীরটা আজ এখন ভাল নেই, সে একটু পরেই আসবে। কিন্তু তুমি কেন আমাকে আগে বল নি যে, আমার একটী ভাই হয়েছে? আমি আগেই কাল রাত্রিতে তাকে চুমু খেতাম, যেমন এখনি আমি তাকে চুমু দিয়ে এলাম।'

নিকোলাই পেত্রভিচ কথা বলবার জন্যে চেষ্টা করলেন, উঠতে গেলেন, দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। আর্কাডি তাঁর গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করলে।

পিছন থেকে প্যাভেল পেত্রভিচের গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'ব্যাপারটা কি? আবার যে খুব আলিঙ্গন হচ্ছে?'

তাঁর সেই ঠিক সময়ে এসে পড়ায় পিতা-পুত্র উভয়েরই খুব আনন্দ হ'ল। মানুষের

কখন কখন এমন অবস্থা ঘটে, যে অবস্থা থেকে যত তাড়াতাড়ি সরে যেতে পায়, তত শীগ্‌গিরই সে চায়।

নিকোলাই পেত্রভিচ খুব উল্লাসের সঙ্গে বললেন, 'তুমি এতে এমন আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন, দাদা? ভেবে দেখ, কত কাল ধরে আমি আর্কাসার জন্যে এমন ভাবে অপেক্ষা করছি! কাল থেকে ভাল ক'রে তাকে দেখবার ফুরসুৎ আমি পাই নি।'

প্যাভেল পেত্রভিচ বললেন, আমি একটুও আশ্চর্য্য হইনি ভাই, বরং আমার নিজেরই আর্কাডিকে আবার আলিঙ্গন দিতে সাধ হচ্ছে।'

আর্কাডি তখনি তার জ্যাঠামশায়ের কাছে গেল, আবার তাঁর সেই গন্ধ মাখা গোঁফ তার গালে আদর ছুঁইয়ে দিলে। প্যাভেল পেত্রভিচ টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন। বিলাতী ধরণের খুব বাবুয়ানীর সকালের-স্যুট পরা, মাথায় ছোট বাহারে ফেজ্‌টুপী। এই ফেজটুপী আর একটু অযত্নের সঙ্গে বাঁধা গলার টাই, গ্রাম্য জীবনের মধ্যে একটা যেন স্বাধীনতার ভাব এনেছিল। কিন্তু তাঁর সেই শক্ত গলার কলার···এখন আর সাদা নয়, এটা সত্যি, কিন্তু ডোরা-কাটা,—সেটা সকালের পোষাকেরই নিয়ম—তাঁর সেই নিখুঁত ক'রে কামান গালের ধারে—খাড়া হ'য়ে রয়েছে।

আর্কাডিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর বন্ধু গেল কোথায় রে?"

'সে বাড়ীতে নেই, সে খুব ভোরে উঠে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়ে। আসল কথা, তার দিকে আমাদের অত লক্ষ্য করবার কিছু নেই, সে অত-শত আদব-কায়দা ভাল-বাসে না। রুটীর ওপর মাখন মাখাতে মাখাতে প্যাভেল পেত্রভিচ বললেন, 'হ্যাঁ, সেটা বেশ পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে। সে কি বেশী দিন আমাদের এখানে থাকবে না কি?'

'তা হয়ত থাকবে। সে তার বাপের ওখানে যাবার পথে এখানে থেকে যাচ্ছে।'

'ওর পিতা কোথায় থাকেন?'

'আমাদেরই এ প্রদেশের, এখান থেকে চৌষট্টি মাইল দূরে। সেখানে তাঁর বিষয়-আশয় আছে। তিনি আগে সৈন্যবিভাগের ডাক্তার ছিলেন।'

'বটে, বটে, বটে! নিশ্চয়ই, আমি কেবল মনে মনে ভাবছি, কোথায় আমি এই ব্যাজারভ নাম যেন শুনেছি! নিকোলাই, তোমার মনে আছে, মনে পড়ছে, আমাদের পিতার সৈন্যবিভাগে একজন সার্জ্জন ছিলেন, ব্যাজারভ।'

'হ্যাঁ! হাঁ! নিশ্চয়ই, ও সেই সার্জ্জনই তবে এর পিতা। হুম্!' প্যাভেল পেত্রভিচ বেশ করে একবার গোঁফে চাড়া দিয়ে নিলেন। 'তা ত' হ'ল। এখন মিঃ ব্যাজারভ নিজে কি করেন'—তিনি বেশ একটু রস করেই জিজ্ঞাসা করলেন।

'ব্যাজারভ কি করে?' আর্কাডি একটু হাসলেন। 'জ্যাঠামশাই! আপনি সত্যি জানতে চান যে, ব্যাজারভ কি করে?'

'তা' যদি বল ত' ভালই হয় বাপু।'

'সে হ'ল 'নিহিলিষ্ট'।'

নিকোলাই পেত্রভিচ জিজ্ঞাসার সুরে বললেন, 'অ্যাঁ'। আর প্যাভেল পেত্রভিচ ছুরির ডগায় খানিকটা মাখন তুলে নিয়ে শূন্যে তুলে আড়ষ্ট হ'য়ে চেয়ে রইলেন।

আর্কাডি আবার বললে, 'সে একজন নিহিলিষ্ট।'

নিকোলাই পেত্রভিচ বললেন, 'একজন নিহিলিষ্ট। ওটা হ'ল লাতিন শব্দ, নিহিল অর্থাৎ কিছুই না। যতদূর আমি ও বিষয়ে বিচার করে বলতে পারি, ও শব্দটার মানে হচ্ছে, একজন লোক যে···যে কোন কিছুই মানে না।'

প্যাভেল পেত্রভিচ বললেন, 'তার চেয়ে বল, যে কোন কিছু বিষয়ে কোন শ্রদ্ধাই রাখে না।' তিনি আবার রুটিতে মাখন মাখাতে লাগলেন।

আর্কাডি বললে, 'না, সে সব জিনিষকে একটা বিচারের দৃষ্টি দিয়ে দেখে।'

প্যাভেল পেত্রভিচ বললেন, 'ও ঠিক একই মানে হ'ল না কি?'

'না তা' ঠিক এক নয়। নিহিলিষ্ট হ'ল একজন মানুষ, যে কোন শক্তির কাছে তার মাথা কিছুতেই নত করে না, যে বিশ্বাসের কোন সূত্রকেই কখন গ্রহণ করে না, সে সূত্র যত শ্রদ্ধা দিয়েই মোড়া হোক না কেন, সে কিছুতেই তা' মানতে পারে না, মানেও না।'

প্যাভেল বাধা দিয়ে বললেন, 'ভাল, তা' সেটা কি খুব ভাল জিনিষ নাকি?'

'সেটা লোক বিশেষের উপর নির্ভর করে, জ্যাঠামশায় কার' কার' পক্ষে এতে ভালই হয়, আবার কার' কার' পক্ষে এতে ভুগতে হয়।'

'বটে, তাই নাকি। ভাল, কিন্তু আমি দেখছি এ ঠিক আমাদের ধাতের নয়। আমরা সেকেলে ধাতের মানুষ আমাদের ধারণা, কোন একটা নিয়ম না মেনে চলা, কোন কিছুর ওপর কোন বিশ্বাস না রাখা আমরা ভাল বলিনি। কিছু না মেনে আমরা ত' এক পা চলতেও পারিনি, নিঃশ্বাস ফেলতে পারিনি। তোরা দেখছি আকাশ-পাতাল তফাৎ ভগবান তোকে অটুট স্বাস্থ্য দিক্, সেনাপতির পদলাভ কর, আমরা তাতেই খুব সুখী হব, তারই প্রশংসা করব, সেইটেই আমরা খুব উপযুক্ত মনে করব···হ্যাঁ, কথাটা কি?'

'নিহিলিষ্ট' আর্কাডি খুব পরিষ্কার করে শব্দটা উচ্চারণ করলে।

'হ্যাঁ' আগে ছিল সব, বলত, হেগেলিষ্ট, আর এখন হ'ল সব নিহিলিষ্ট। আমরা দেখতে চাই তুমি কেমন করে শূন্যে, ফাঁকায় বেঁচে থাকতে পার! আহা, নিকোলাই ভাই, ঘণ্টাটা দাও, আমার কোকো খাবার সময় হয়েছে।'

নিকোলাই পেত্রভিচ ঘণ্টা দিয়ে ডাকলেন, 'দুনিয়াশা!' কিন্তু দুনিয়াশার বদলে ফেনিচ্‌কা নিজেই এল সেই দালানের কাছে। বছর তেইশ হবে বয়েস, যুবতী, ধব-ধবে সাদা রং, ঢল-ঢলে গা, কাল চুল, কাল চোখ, ছেলেমানুষের মত লাল টকটকে একটু টেনে বার করা পাতলা ঠোঁট, ছোট দু'টী চমৎকার সুন্দর নরম-নরম হাত। ছাপান একটা চমৎকার ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার পোষাক পরা, বেশ সুডৌল ভরাট কাঁধের উপর নীল রঙের রুমাল জড়ান রয়েছে। একটা বড় পাত্রে কোকো নিয়ে এসে প্যাভেল পেত্রভিচের সামনে বসিয়ে দিলে। সে যেন কেমন জড়সড় হয়ে থতমত খেয়ে গেল। তার সুন্দর মুখখানিতে লজ্জায়

রক্ত ঠেলে মুখখানিকে লাল করে দিলে। চোখের পাতা নত করে সে টেবিলের একধারে আঙুলের ডগা ঠেকিয়ে একটু কাৎ হয়ে দাঁড়াল। মনে হল যেন সে এখানে আসতে বিশেষ লজ্জা পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এও যেন সে বোধ করলে যে, তার ত' এখানে আসার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

প্যাভেল পেত্রভিচ অতি কঠিন ভাবে ভুরু কুঞ্চিত করলেন, আর নিকোলাই যেন কেমন বেয়াকুবের মত আড়ষ্ট হয়ে গেলেন।

দাঁতের মধ্যে দিয়ে চিবিয়ে যেন তিনি বললেন, 'সুপ্রভাত ফেনিচকা।'

ফেনিচকাও উত্তর করলে, 'সুপ্রভাত।' তার গলার স্বর বেশ জোরাল, একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য্য ধ্বনি সব যেন একসঙ্গে বেজে উঠলো। আর্কাডির দিকে সে একটু চোখের একপাশ দিয়ে তাকালে, আর্কাডিও একটু স্নেহের ভঙ্গীতে হাসলে। তারপর সে ধীরে ধীরে চলে গেল। একটু কেমন বেশ দুলতে দুলতে শরীরটা দুলিয়ে সে চলে গেল, কিন্তু তাও তাকে বেশ যেন ভালই দেখালে।

কিছুক্ষণ সেই দালানটায় সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। প্যাভেল পেত্রভিচ তাঁর কোকো একটু একটু করে চুমুক দিতে লাগলেন। হঠাৎ মুখ তুলে একটু চাপা গলায় বললেন, 'এই যে আমাদের 'নিহিলিষ্ট' মহোদয় আসছেন, আমাদের এই দিকেই।'

সত্য সত্যই দূরে তখন ব্যাজারভ আসছিল। বাগানের পথ দিয়ে, ফুলের গাছ ঘেঁসে সে এই দিকেই আসছিল! তার ছিটের কোট, ট্রাউজার সব একেবারে কাদায় মাখা, তার মাথার গোল পুরোনো টুপির গায়ে জলাজমির ঘাস-কুটো জড়িয়ে আছে। ডান হাতে তার একটা ছোট থলে, সেই থলের ভিতর জ্যান্ত কি যেন নড়ছে। তাড়াতাড়ি সেই দালানের কাছে এসে মাথাটা নীচু করে অভিবাদন করে বললে, 'সুপ্রভাত মশায়গণ! আমি দুঃখিত, চায়ের সময় দেরী করে ফেলেছি; আমি এখনি ফিরে আসছি, এলুম বলে, আমি এখন আগে আমার এই বন্দীদের ঠিক জায়গায় রেখে আসি।'

'তাতে কি আছে—জোঁক নাকি?' প্যাভেল পেত্রভিচ জিজ্ঞাসা করলেন।

'না, ব্যাঙ।'

'ও কি তুমি খাবে, না—রেখে দেবে?'

'ও সব পরীক্ষার জন্যে, ব্যাজারভ একটু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলে, বাড়ীর ভেতর চলে গেল। প্যাভেল পেত্রভিচ বললেন—'ও' তাহলে ওইগুলো এখন ও কাটা-কুটি করতে গেল। লোকটারা নিয়ম সূত্রের ওপর কোন শ্রদ্ধাই নেই, শ্রদ্ধা বিশ্বাস তার শুধু ওই ব্যাঙের ওপর।'

আর্কাডি তার জ্যাঠামশায়ের দিকে একটু করুণার ভাবে চাইলে, নিকোলাই পেত্রভিচ অলক্ষ্যে কাঁধটা একটু ঝাঁকি দিয়ে উঠলেন। প্যাভেল পেত্রভিচ দেখলেন যে, তাঁর ওই খোঁচা মেরে হাস্যরসের কথাটা, একেবারেই কাজে লাগল না। তখন চাষ-আবাদের কথা সুরু করলেন। নতুন তশীলদারের কথা, সে এসেছিল একজন চাষী-মজুর, নাম ফোমা,

তার বিরুদ্ধে নালিশ করতে—সেটা গেছে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে, কিছুতেই তাকে আর বাগ-মানানো যাচ্ছে না! অন্যান্য কথার সঙ্গে আরো সে বললে, সেটা এমন গাধা যে, সব জায়গায়ই যে, সে অকর্ম্মণ্য লোক নয়, কেবল তারই প্রতিবাদ করে জানিয়ে দিতে চায়। কিছুতেই সে তার নিজের কাজ বজায় করতে পারছে না; দেখ্‌ছি একদিন সে হাঁদা-গঙ্গারামের মত ঠিক চলে যাবে।'

(ছয়)

ব্যাজারভ ফিরে এসে টেবিলের কাছে 'বসে তাড়াতাড়ি চা খেতে লাগল। দু'ভাই নিস্তব্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর আর্কাডিও প্রথমে তার পিতার মুখের দিকে তারপর তার জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে আড়ে-আড়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

নিকোলাই পেত্রভিচ শেষ জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কি এখান থেকে অনেক দূরে গিয়েছিলে?'

'ওই যেখানে ঝাউবনের কাছে আপনাদের একটা ছোট জলা-জমি আছে। গোটা কয়েক বাল-হাঁস উড়িয়ে দিলাম। আর্কাডি তুমি ওখানে ওকটাকে ত' বেশ মারতে পার?'

'সে কি তুমি শিকার করতে জান না?'

'না।'

প্যাভেল পেত্রভিচ তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বিশেষভাবে বিজ্ঞানই শুধু অধ্যয়ন কর?'

'বিজ্ঞান? হ্যাঁ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় তা সবই।'

'লোকে বলে, টিউটনরা না কি বিজ্ঞানের ওই দিকটায় খুব উন্নতি করেছে।'

'হ্যাঁ, ও-বিষয়ে জার্ম্মাণরা আমাদের গুরু বললেই হয়।' ব্যাজারভ কথার উত্তরটা একটু অগ্রাহ্যভাবেই দিলে।

জার্ম্মাণ কথার বদলে টিউটন কথাটা, প্যাভেল পেত্রভিচ একটু কড়া-রহস্যের ভঙ্গীতেই বলেছিলেন, তা সেটা বিশেষ কেউ লক্ষ্য করে নি।

প্যাভেল পেত্রভিচ একটু বেশী ভনিতার সঙ্গেই বললেন, 'জার্ম্মাণদের সম্বন্ধে তোমার খুব উচ্চ ধারণা আছে দেখছি, না?' তিনি মনের ভিতর গোপনে বেশ একটু বিরক্তি অনুভব করছিলেন। ব্যাজারভের এই রকমভাবে, এই তাচ্ছিল্য ভাবের ভঙ্গীতে তাঁর আভিজাত্যের প্রকৃতিগত অহঙ্কারে বেশ একটু আঘাত লাগছিল, মন বিদ্রোহ করে উঠছিল। এই সার্জ্জনের ছেলেটা শুধু অসভ্য নয়, এমন কি হঠাৎ অগ্রাহ্যভাবে এমন একটা-একটা জবাব দেয়, তার গলার স্বরই যেন কেমন চাষার মত একেবারে উৎপ্রেক্ষা রকমের অহঙ্কারী লোক।

'তাদের মধ্যে বেশ ভাল ভাল বৈজ্ঞানিক লোক অনেক আছেন।'

'আহাঃ! দেখছি রুশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে তুমি ওরকম বিশেষ ভাল ধারণা পোষণ কর না, এ কথা জোর করে বলতে পারি।'

'তা কতকটা সেই রকমই বটে।'

'তা হলে দেখছি নিজের এই আত্ম-বিলয় খুব একটা সম্মানেরই ব্যাপার'-প্যাভেল পেত্রভিচ নিজেকে খাড়া করে তুলে ঘাড়-মাথা পিছনের দিকে একটু হেলিয়ে দিয়ে কথাটা বললেন। 'কিন্তু এটা কি কথা শুনছি? আর্কাডি এখনি বলছিল যে, তুমি নাকি কোন শক্তি, কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম, কোন নিয়মের সূত্রই মান না। তুমি কি সত্যিই কিছু বিশ্বাস কর না?

'আর তা কি করেই বা আমি মানতে পারি বলুন? আর কি-ই বা আমি বিশ্বাস করব। তারা যেটা বলে সেটা সত্যিত বটেই, আর আমার মনের সঙ্গেও সেটা ঠিক মেলে, এই পর্য্যন্ত।'

'ও তা হলে সব জার্ম্মাণরাই প্রায় সত্যি বলে ব'লে মনে কর?' এই কথাটা বলবার সময় প্যাভেল পেত্রভিচের মুখখানার এমন একটা রূঢ় ভাব, এমন একটা নিজেকে সরিয়ে-নেওয়া ভাব ফুটে উঠল যেন তিনি একেবারে মেঘলোকের মত ঊর্দ্ধে উঠে গিয়েছেন।

ব্যাজারভ একটা ছোট রকমের হাই তুলে বললে, 'না সবাই তা নয় বটে।' বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল যে, সে এ তর্ক বেশী দূর চালাতে বড় রাজি নয়।

প্যাভেল পেত্রভিচ একবার আর্কাডির দিকে তাকালেন, যেন বলতে চাইলেন যে, তার বন্ধুটী বেশ ভদ্র দেখছি, এ কথা বলতেই হবে। তারপর একটু চেষ্টা করেই বললেন, 'আমার নিজের দিক থেকে, আমি এমনই মানুষ যে, ও জার্ম্মাণদের আমি একেবারেই পছন্দ করি না। যে সমস্ত রুশীয় জার্ম্মাণ আছে, তাদের কথা আমি বলছি নি, তারা যে কি জীব তা আমরা সবাই-ই জানি। কিন্তু এমন কি জার্ম্মাণীয় জার্ম্মানকেও আমার ভাল লাগে না। আগের দিনে দু-একজন, হেথায় সেথায় ছিল বটে, এই যেমন শীলার, হ্যাঁ নিশ্চয়ই গ্যয়টে...আমার ভাই—বিশেষ করে এদের সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণাই রাখে...কিন্তু এখন দেখছি, তারা এখন সবাই হয়ে পড়েছে রাসায়নিক তত্ত্ববিদ, আর বস্তুবাদী।'

'একজন ভাল রাসায়নিক একজন ভাল কবির চেয়ে মানুষের পক্ষে বিশগুণ কাজে লাগে'—ব্যাজারভ বেশ জোরেই বললেন।

'ও তাই নাকি!' প্যাভেল পেত্রভিচ টিপ্পনী কাটলেন। যেন প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন এই ভাবে ভুরুটা একটু তুলে বললেন, 'তুমি তা হ'লে এসব শিল্প-কলাগুলোকে বিশেষ কোন আমলই দাও না দেখছি, কেমন?

ব্যাজারভ একটা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে হেসে বললে, 'টাকা তৈরীর শিল্পকলা অথবা ওষুধের বড়ির বিজ্ঞাপনের শিল্প।'

'আহা তুমি দেখছি এ সব বিষয়ে রহস্য করে বেশ আনন্দ পাও। তা হলে, তুমি এ সবই বাতিল করতে চাও, নিশ্চয়ই? ভাল কথা। তবে তুমি শুধু বিজ্ঞানকেই বিশ্বাস কর কেমন?

'আমি আগেই আপনাকে বুঝিয়ে বলেছি যে, আমি কোন কিছুই বিশ্বাস করি না। আর বিজ্ঞান কাকে বলে—অবাস্তব বিজ্ঞান কি কিছু আছে, বিজ্ঞান আছে, যেমন, ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপার, জিনিষপত্র তৈরীর ব্যাপার কিন্তু অবাস্তব বিজ্ঞান বলে কিছুই নেই।'

'ভাল কথা, বুঝলাম। তারপর, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে, মানুষের সভ্যতা এতদিন ধরে যে সমস্ত ধারণা, নিয়মসূত্র, ধর্ম্মাধর্ম্ম ঠিক ক'রে এসেছে, তাদের সম্বন্ধেও কি তুমি ওই একই রকম না-মানা, সব-বাতিল করে দিতে চাও নাকি ?'

ব্যাজারভ বলে বসল, 'এ সব কি ব্যাপার ? আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে নাকি ?

প্যাভেল পেত্রভিচের মুখখানা একবারে যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল···নিকোলাই পেত্রভিচ তখন তাড়াতাড়ি মনে করলেন এ তর্ক-বিতর্কের ভেতর এখন বাধা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

'ইয়েভজেনি ভাসিলিইচ, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার অন্যদিন কথাবার্ত্তা আলোচনা হবে। আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করব এবং তোমার বিশেষ মতামত নিশ্চয় শুনব। আমরা নিজের দিক থেকে বলছি, তুমি যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও আলোচনা করছ, এতে আমি খুবই আনন্দিত জানবে। আমি শুনেছি লাইবিগ, মাটীর যাতে উর্ব্বরা শক্তি বাড়ে সে সম্বন্ধে তিনি একটা কি আবিষ্কার করেছেন। আমার এই চাষ-আবাদের কাজে তুমি আমায় যথেষ্ট সাহায্য করতে পার তুমি বিশেষভাবে আমায় উপদেশ দিতে পার যাতে এ-সকলের উন্নতি হয়।'

নিকোলাই পেত্রভিচ আমি সর্ব্বদাই আপনার কাজের জন্য যা কিছু করতে হয় আহ্লাদের সঙ্গে করব। কিন্তু লাইবিগের সে ব্যাপার—সে বহু দূরের কথা। প্রথমে তার ক-খ-গ শিখতে হয়, তারপর পড়তে-শিখতে হয়। এখন সে বিষয়ের অক্ষর-পরিচয়ই যে আমাদের হয় নি।'

নিকোলাই পেত্রভিচ ভাবলেন তুমি দেখছি নিশ্চয়ই নিহিলিষ্ট। 'তাহলেও যদি দরকার পড়ে তুমি নিশ্চয়ই আমার আবেদন অগ্রাহ্য করবে না।' তিনি একটু জোর গলায় এই কথা বললেন। এখন দাদা আমার বোধ হয় আমাদের তশীলদারের সঙ্গে সে সব বিষয়ে কথা-বার্ত্তা কওয়ার দরকার, চল যাই।'

প্যাভেল পেত্রভিচ তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

কারদিকে না তাকিয়েই তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'হ্যাঁ পাঁচবছর এইরকম পাড়াগাঁয়ের ভেতরে জীবন কাটান আর মহা-মহা মনীষীদের কাছ থেকে দূরে থাকা বিশেষ দুর্ভাগ্যের কথাই বটে। এতে দেখছি একটা আস্ত গাধাই বনে যাওয়া গেছে! তুমি যতই চেষ্টা কর যে, যা কিছু তুমি শিখেছ তা না ভুলতে, কিন্তু—এক তুড়িতে—তারা প্রমাণ করে দেবে যে, সব বাজে কথা, আর বলবে যে, বুদ্ধিমান লোকদের আর এ সব বোকামি নিয়ে চলতে পারেই না, আর তোমরা হলে যদি হ'তে চাও তবে সেই সেকেলে পুরোণো জরাগ্রস্ত মানুষ। কি আর করা যায় বল ভাই ? আজকালকার ছেলে-ছোকরারা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান!'

প্যাভেল পেত্রভিচ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন। নিকোলাই পেত্রভিচ তাঁর পিছনে পিছনে চলে গেলেন।

দুই ভাই চলে যাবার পর দরজা বন্ধ হলে ব্যাজারভ আর্কাডিকে একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ইনি কি বরাবরই এই রকমই নাকি ?'

আর্কাডি বললেঃ দেখ ইয়েভজেনি একথা আমাকে বলতেই হবে যে, তুমি ওঁর সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করনি। তুমি ওর মনে আঘাত দিয়েছ।'

ভাল সে কথা আমি পরে ভেবে দেখে বিচার করছি। এই সব গেঁয়ো আভিজাত্যের দল!—কেন? এ সব মিথ্যা অহঙ্কার, সহুরে অব্যেশ কাপ্তেনী ঢঙ, বেয়াকুবী শুধু! এই যদি ওঁর মনের ধরণ, তবে তাঁর উচিত ছিল পিটাস-বার্গের জীবনই কাটান। কিন্তু যাক গে তাঁর কথা, ঢের হয়েছে। আমি একটা নতুন ধরণের এরা সচরাচর মেলে না, জোলো-পোকা পেয়েছি (*Dytiscus marginatus*) তুমি কখন দেখেছ? আমি তোমাকে দেখাব।'

আর্কাডি বলতে আরম্ভ করলে আমি তোমাকে তাঁর গল্প বলব বলেছি না।'

'কি ওই পোকার গল্প?'

• না-না ইয়েভজেনি, ওরকম ক'র না। আমার জ্যাঠামশায়ের গল্প। তুমি ওকে যে ধরণের মানুষ ভাবছ, সে রকম লোক উনি নন। তাঁকে রহস্য করার চেয়ে সহানুভূতিই বেশী করা উচিত।'

তা নিয়ে ত তোমার সঙ্গে আমি তর্ক-ঝগড়া করছিনি। আরে তুমি তাঁর কথা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

'দেখ ইয়েভজেনি ন্যায় বিচার করা উচিত।'

'এ থেকে তার কি মানে এল?'

'না—না শোন…'

তারপর আর্কাডি ব্যাজারভের কাছে তার জ্যাঠামশায়ের গল্প বলে যেতে লাগল। পরের পরিচ্ছেদেই পাঠক সে গল্প পাঠ করতে পারবেন।

(সাত)

প্যাভেল পেত্রভিচ কীরষানোভ তাঁর ছোট ভাইয়েরই মত আগে বাড়ীতেই লেখা-পড়া শিখতেন, তারপর সৈন্য বিভাগের দলে কোরে (Corps) ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি রূপের জন্যে বিখ্যাত। আর নিজের খুব আত্মবিশ্বাসও ছিল। খানিক ঝাল দিয়ে তামাসা করা ছিল তাঁর অভ্যাস, একটু কেমন যেন তাঁর রহস্যের ভেতর সব সময় একটা খোঁচা থাকতই। কিন্তু কাকেও সন্তুষ্ট করতে তিনি কখন ব্যর্থ হতেন না। সৈন্য বিভাগে কমিশন পাওয়ার পর, তাঁকে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যেত। সমাজে লোকে তাঁকে খুব প্রশংসা ও আদর করত। যত রকমের খেয়াল যত রকমের খেয়ালী মনের খেলা, যত রকমের কাজ সবই করে বেড়াতেন কিন্তু এমন একটা তার আকর্ষণ ছিল যে সবই তাঁকে মানিয়ে যেত। মেয়েরা ত' তাঁকে দেখে প্রায় পাগল হয়ে যেত। লোকে তাঁকে ঈর্ষাও করত। তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে এক জায়গাতেই বাস করতেন, আগে সে কথা বলাই হয়েছে। যদিও ভাইয়ের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর কোন মিল নেই তবু তিনি ছোট ভাইকে সত্য সত্যই প্রাণের সঙ্গে ভালবাসতেন। নিকোলাই পেত্রভিচ একটু খুঁড়িয়ে চলতেন। তাঁর চেহারাটা একটু

কেমন যেন দুঃখ মাখা, করুণ অথচ মিষ্টি ভাবের। ছোট কাল চোক, পাতলা নরম চুল। তিনি একটু আলস্যই বেশী ভালবাসতেন। কিন্তু বই পড়ায় তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। আর সমাজের মধ্যে মিশতে একটু লাজুকই ছিলেন। প্যাভেল পেত্রভিচ কোন দিনই সন্ধ্যার পর বাড়ীতে থাকতেন না। তাঁর এই সহজভাবে বেড়ানর জন্য বেশ গর্ব্ব করতেন। সমাজে যুবকদের মধ্যে ব্যায়ামের প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। আর মোটের উপর খান পাঁচ-ছয় ফরাসী কেতাবও পড়েছিলেন। আটাশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি কাপ্তার্ন হয়ে যান, ভবিষ্যৎ তাঁর তখন খুবই উজ্জ্বল। অকস্মাৎ সব একেবারে পরিবর্ত্তন হয়ে গেল।

সেই সময়ে, পিটার্স্‌বার্গ-সমাজে কখন কখন একটি মহিলাকে দেখা যেত, যাঁর কথা এখনও লোকে একেবারে ভুলে যায় নি, তাঁর নাম হ'ল প্রিন্সেস—অব···বেশ উচ্চ শিক্ষিতা, সুসভ্য কিন্তু বেশ বোকা রকমের তাঁর স্বামী ছিলেন, আর ছেলে-মেয়ে তাঁর কিছুই হয় নি। তিনি হঠাৎ বিদেশে যেতেন বেড়াতে, হঠাৎ ফিরে আসতেন রুশিয়ায়, একটা সাধারণ নিয়মের বাইরে ছন্নছাড়া জীবন যাপন করতেন। চপলা-চটুলা ব্যাপিকা রমণী বলে তাঁর বিশেষ খ্যাতিও হয়েছিল। সকল রকমের আমোদ-আহ্লাদে আগ্রহের সঙ্গে মেতে উঠতেন, নৃত্য ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, যুবক বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা নানা রকম রসিকতা করে বেড়াতেন, কখন কখন ড্রয়িং রুমের চাপা নিভ-নিভ আলোয় যুবক বন্ধুদের নিয়ে রহস্যালাপ করতেন, আবার ওদিকে রাত্রি হলে, কিছুতেই শান্তি পেতেন না, কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন, প্রার্থনা করতেন। সারারাত ঘরের মধ্যে পায়চারী করতেন। যন্ত্রণায় হাত দুমড়ে-মুচড়ে কাতরাকাতরি করতেন। ঠাণ্ডার মধ্যে আড়ষ্ট ফ্যাকাশে হয়ে, বাই-বেলের নাম-গানের কেতাবের ওপর হাত চেপে ধরে সারারাতই বসে থাকতেন। তারপর আবার যেই দিনের আলো হ'ত আবার তখন একজন বিশিষ্ট সামাজিক মহিলারূপে পরিণত হয়ে উঠতেন। আবার তেমনি বাইরে বেড়াতেন, আবার তেমনি হাসি ঠাট্টা রসিতা করে বেড়ান, সামান্য কিছুমাত্র যাতে নতুন ধরণের কোন আমোদের আমেজ পেতেন, অমনি ঘাড়-মুড় গুঁজড়ে তাতে পড়তেন ঝাঁপিয়ে। অতি আশ্চর্য্য রকমের সুগঠিত দেহের ভঙ্গী, মাথার চুল একেবারে সোনার মত রঙ, তেমনি গোছা-ভরা সোনার মত, যা তাঁর জানুর নীচে পর্য্যন্ত পোষাকের উপর লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু কেউ কখন তাঁকে কিছুতেই সুন্দরীও বলত না। তাঁর সমস্ত মুখখানির মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছিল চোখদুটী কিন্তু সেও এমন কিছু সুগঠিত নয়, রঙ কটা, চোখ বড় নয়—তাকানি ছিল কিন্তু বিদ্যুতের মত চঞ্চল, আবার গভীর—এমন আনমনা যেন কিছুতেই দৃক্‌পাত নেই, এমন চিন্তার ভঙ্গী, যেন, করুণায় একেবারে বিগলিত হয়ে পড়ছে—সে এক অপূর্ব্ব রহস্যময় দৃষ্টি! সে চোখে এক আলোর দেশের আলো ছিল, এমন কি যখন তিনি অবিশ্রান্ত নানা বাজে কথা বলে যেতেন তখনও। পোষাক-পরিচ্ছদ অতি সতর্ক যত্নের সঙ্গে করতেন। প্যাভেল পেত্রভিচের সঙ্গে একটা নৃত্যের নিমন্ত্রণে তাঁর প্রথম দেখা হয়, তাঁর সঙ্গে এক ফর্দ্দ মাজুরকা নাচ নাচেন! সেই নাচের মধ্যে প্রিন্সেস একটাও সংযত বুদ্ধির কথা কন নি, আর প্যাভেল পেত্রভিচ

একেবারে তাঁর সঙ্গে অমনি প্রেমে পড়ে গেলেন। নারীর সঙ্গে খেলায় প্যাভেল পত্রভিচ বিজয় করতেই ছিলেন অভ্যস্ত, তিনি অতি স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর প্রার্থিত বস্তু লাভ করতেন—এ ক্ষেত্রেও। কিন্তু এত সহজে সে বস্তুটা পেয়েও তাঁর আগ্রহ দমে গেল না! বরং দেখা গেল বিপরীত, এই নারীর সঙ্গে যত তাঁর চরম ঘনিষ্ঠতা হতে লাগল ততই তাঁর যন্ত্রণাও বাড়তে লাগল। 'এমন কি যখন সে নারীর কাছে যতদুর যা পাবার তা পেয়েও তাঁর কিছুতেই হ'ল না তৃপ্তি; যখন সে নারী তাঁকে সম্পূর্ণভাবে দান করলেন, তখনও তাঁর মধ্যে কি এক রহস্যজনক অভাব রয়ে গেল, যেন কি-যেন-কি পেয়েও পাওয়া গেল না, যার ভিতরের সে রহস্যকে কেউ-ই নিরাকরণ করতে পারে না। কি যে সে মানুষটীর—সেই নারীটীর গোপন হৃদয়ের অন্তঃপুরে লুকান ছিল—সে কেবল একমাত্র ভগবানই বলতে পারেন। মনে হত, দেখে বোধ হত, যেন কোন এক রহস্যময় শক্তির মুঠোর ভিতরে থেকে সে খেলা তিনি খেলেছেন, যা তিনি নিজেও জানেন না তারা যেন তাঁকে তাদের ইচ্ছামত খেলার পুতুল তৈরী করে নিয়ে খেলাচ্ছে, তাঁর অতবড় প্রখর বুদ্ধি-শক্তির কোন ক্ষমতাই নেই যে, তাদের সেই খেলা, সে খেলার খেয়ালকে তিনি কোন রকমে সংযত করেন। তাঁর সারাজীবনের চাল-চলন ভাবভঙ্গী সবই কেমন খাপছাড়া কতকগুলো শুধু ধারাবাহিক রকমে এলো-মেলো ব্যাপার। শুধু যে চিঠিগুলো পেয়ে তাঁর স্বামীর সন্দেহটা সত্য বলে মনে হয়, ঈর্ষা হয়, সে চিঠিগুলো তিনি লিখেছিলেন একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে। তাঁর এই প্রণয়-ভঙ্গীর মধ্যে একটা যেন চির-বেদনা ও দুঃখের সমাবেশ ছিল। যাকে তিনি প্রণয়ীরূপে গ্রহণ করলেন, তার কাছে এলে তাঁর হাসি ঠাট্টা রসিকতা সব যেত থেমে, তিনি শুধু অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে থাকতেন চেয়ে। কখন কখন সেই বিস্ময়ের ভাব এমন একটা ভীষণ ভয় দেখার মত হঠাৎ কেমন কাঁপুনি এনে দিত, তখন তার মুখের ভাব হত অস্বাভাবিক, যেন মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে। ঘরের ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে থাকতেন, তার দাসী দরজার চাবির ফুটোর কাছে কান পেতে শুনতে পেত যে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি কেবলই কাঁদছেন। প্যাভেল কীরষানোভের এমন অনেক বার ঘটেছে যে, বেশ স্নেহ ভালবাসার সঙ্গ সুখের দেখা-শোনার পর মনের ভিতর কি একটা বুক ভাঙ্গা বেদনা, কি একটা নির্ম্মম গ্লানি হত, যাতে মনে হত যেন সবই বিফল, নিরাশ। এর কোন মূল্য নেই, সবটাই শুধু যেন একটা তিক্ত জ্বালাময়।

একদিন নিজের মনকে নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, আর এর চেয়ে বেশী আমি কি চাই?—অথচ মনটা তাঁর ক্লান্ত ও বিষাদ ভরা। তিনি একবার তাঁকে একটি আঙটী দিয়েছিলেন, তার পাথরের উপর স্ফিনিক্সের মূর্ত্তি খোদাই করা ছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি? স্ফিনিক্স?'

প্যাভেল বললেন', 'হ্যাঁ, আর ওই স্ফিনিক্সই হলে, তুমি।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'কি রকম, আমি?' ধীরে ধীরে তার সেই নির্ম্মম রহস্যভরা চাহনি দিয়ে প্যাভেলের মুখের দিকে তাকালেন। 'তুমি জান যে, আমাকে এতে কি রকম

খোষামোদ করা হচ্ছে ?' তারপর এমন একটা অর্থহীন হাসি হাসলেন, অথচ সকল সময়ই সেই রহস্যভরা বিস্ময় দৃষ্টি।

প্যাভেল পেত্রভিচকে প্রিন্সেস-আর যখন ভালবাসতেন, তখনও প্যাভেল অত্যন্ত যাতনা সহ্য করতেন, কিন্তু যখন তাঁর সেই প্রেমের তাপ নিভে এল, প্রিন্সেস যখন তাকে একরকম ত্যাগ করলেন—আর সেও খুব শীগগিরই ঘটল, তিনি প্রায় একেবারে তখন পাগলের মত হয়ে গেলেন। এদিকে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলেন, আর ওদিকেও নিজের ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এমনই হতে লাগল যেন তাঁকে কেউ র‍্যাকে ফেলে যাতনা দিচ্ছে। তিনি প্রিন্সেসকে একদিনও কোথাও শান্তিতে তিষ্ঠুতে দিতেন না। যেখানে তিনি যেতেন, সেইখানেই তিনি তাঁর অনুসরণ করতেন। তাঁর এই পিছু ছোটায় প্রিন্সেস একেবারে উৎপীড়িত হয়ে উঠলেন, তিনি বিদেশে চলে গেলেন। ইনিও দিলেন সৈন্যবিভাগের কাজ ছেড়ে। বন্ধুবান্ধবেরা কত বোঝালেন, তাঁর উপরিতন কর্ম্মচারীরা কত বোঝালেন, কারও কথা কানে শুনলেন না, সেই প্রিন্সেসের পিছু-পিছু ছুটলেন। এমনি করে বারটা বছর বিদেশে বেড়ালেন ঘুরে ঘুরে। কখন বা তাকে চোখের উপর রেখে তারই অনুসরণ করতেন, কখনও বা ইচ্ছা করেই তার চোখের আড়ালে সরে গিয়ে চলে যেতেন। নিজেই নিজের কাজের জন্য শেষে লজ্জাবোধ করতে লাগলেন। নিজের এই রকম মানসিক অবস্থায় নিজেই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন···কিন্তু কি হবে, কিছুতেই কিছু হল না। তাঁর সেই মূর্ত্তি, সেই দুর্ব্বোধ্য, অর্থহান, কিন্তু সেই পাগল-করা চেহারা, তাঁর হৃদয়ের ভেতর অতি গভীর ছাপ দিয়ে এঁকে দিয়েছিল। বেডেনে আবার তাঁর সঙ্গে সেই পুরাণো ভাবের সুযোগ হয়ে উঠল, আবার সেই পুরাণো প্রেমের জমিতে দু'জনে এক হয়ে গেলেন; মনে হ'ল প্রিন্সেস বুঝি তাঁকে এত বেশী ভাল আর কখন বাসেন নি।···কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সে প্রেমের শেষ হয়ে গেল; দীপের শিখা একেবারে নিভে যাবার জন্যেই শেষবার এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বিচ্ছেদ যখন চিরদিনের জন্যই অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হ'ল, তখন সেই নারীর সঙ্গে শুধু অন্ততঃ বন্ধুত্বের ভাবটাও রাখবার চেষ্টা করলেন। যেন সেই রকমের নারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব কখন সম্ভব!···প্রিন্সেস গোপনে বেড়ান ত্যাগ করলেন, তারপর থেকেই তিনি সকল রকমে কীরবানোভকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। প্যাভেল রুশিয়ায় এলেন ফিরে। তারপর আগের মত আবার জীবন যাপন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু আগেকার সেই পুরোণো বাঁধা বাধি ধরণের মধ্যে আর ফিরে যেতে পারলেন না। যেন ভূতে পাওয়া মানুষের মত এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সমাজে তখন মিশতে লাগলেন, আগেকার যত রকমের অভ্যাস তাঁর ছিল তখন ও তাই রয়ে গেল। দু'চারটে নূতন বিজয়ের গর্ব্বও এর পর তিনি করতে পারতেন, কিন্তু কি নিজের কাছে, কি পরের কাছে তিনি আর কিছু আশা করতেন না। আর নূতন করে কিছুর ভারও তিনি আর নিলেন না। ক্রমে বুড়ো হতে লাগলেন, মাথার চুল সাদা হয়ে গেল। সকাল সন্ধ্যে কেবল ক্লাবে কাটান, বিরক্ত ভাব,

সব তা'তেই ঈর্ষার ভাব,—যত ভাবুকেদের সমাজে গিয়ে তর্ক বিতর্ক করা যেন তাঁর দরকার হয়ে পড়েছিল। বুঝতেই পার—লক্ষণটা একেবারেই ভাল নয়। বিবাহের কথা, একেবারে কোনদিন আর ভাবেন নি নিশ্চয়। এমনি করে কাটল দশটা বছর—কাটল এমন ভাবে, তাতে জীবনের কোন রঙ নেই, সবই নিষ্ফলা। দশটা বছর এমনি করে কাটল অতি ত্বরায়। সে এক অতি ভয়াবহ ভাবেই বছরগুলো দ্রুত চলে গেল। রুশিয়া ছাড়া সময় এত শীগগীর আর কোন দেশেই কাটে না। লোকে বলে জেলের ভিতর সময়টা অতি শীগগীর নাকি কেটে যায়। একদিন একটা ক্লাবের ভোজে প্যাভেল পেত্রভিচ শুনলেন যে, প্রিন্সেস-আর মারা গেচেন। প্যারীতে একরকমে উন্মাদের অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। টেবিল ছেড়ে উঠে সেই ক্লাব ঘরের ভিতর অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করলেন, যারা ক্লাবে বসে তাস খেলছিল মাঝে মাঝে আড়ষ্ট হয়ে তাদের পিছনে এসে দাঁড়ালেন—তারপর যেমন ভাবে সচরাচর রাত্রে ক্লাব থেকে যে সময়ে বাড়ী ফিরতেন, তার চেয়ে সকাল সকালও ফেরেন-নি। কিছুদিন পরে ডাকে একটা তাঁর নামে প্যাকেট আসে, তার ভিতরে সেই যে তিনি স্ফিনিক্স খোদাই করা আঙটীটা দিয়েছিলেন উপহার প্রিন্সেস-আরকে—সেই আঙটী তার ভেতর করে ফিরে এল। তাতে প্রিন্সেস ক্রুসের আকারে স্ফিনিক্সের ওপর দাগ কেটে দিয়েছেন। তাতে যেন এই ভাষা লেখা রয়েছে, সব রহস্যের মীমাংসা—ওই ক্রুস চিহ্ন!

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের বছরের প্রথম দিকেই এই ঘটনা ঘটে, ঠিক সেই সময়েই নিকোলাই পেত্রভিচ তাঁর পত্নীকে হারিয়ে পিটার্স-বার্গে আসেন। প্যাভেল পেত্রভিচ তাঁর ভাই যতদিন এই গ্রামে এসে বাস করতেন তার ভিতর নিকোলাইয়ের সঙ্গে তাঁর খুব কম দেখা-শোনাই হত; প্রায় সে দেখা-শোনা না হওয়ারই মত। নিকোলাই পেত্রভিচের বিবাহ ঠিক প্যাভেল পেত্রভিচের সঙ্গে যে দিন প্রিন্সেসের প্রথম পরিচয় হয়, ঠিক সেই একই দিনে। যখন নিকোলাই এই গ্রামে এসে বাস করতে লাগলেন তখন প্যাভেল সেখানে মাস দুই থাকবেন এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু মোটে একটা সপ্তাহ সেখানে থাকতে পেরেছিলেন। দুই ভায়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিষম। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে এই পার্থক্যের ভাব ক্রমশঃ কমে আসতে লাগল। নিকোলাই পেত্রভিচ তার স্ত্রীকে হারালেন, প্যাভেল পেত্রভিচের মাথা খারাপ হয়ে প্রায় স্মৃতি বিলোপ হয়ে ছিল। প্রিন্সেসের মৃত্যুর পর যাতে তাঁকে আর মনে করতে না হয় তার চেষ্টা অবশ্য তিনি করেছিলেন। কিন্তু নিকোলাই পেত্রভিচের পক্ষে খুব সুন্দর স্বস্তিতে জীবন যাপন করবার স্মৃতি, বেশ ভাল রকম করেই মনের ভেতর পেয়ে বসে ছিল। তাঁর ছেলে তাঁর চোখের সামনে বড় হয়ে উঠেছে। অপর পক্ষে প্যাভেল নিঃসঙ্গ অবিবাহিত লোক, নিরাশা ও আশা দু'য়ের গোধুলি-ধূসর দেশের মধ্যে তখন প্রবেশ করেছেন, আশা, যা, তা কেবল দুঃখতেই উঠছে ভরে, তখন যৌবন গেছে চলে, বার্দ্ধক্য তখনও ঠিক এসে পৌঁছায় নি—তখন আশা-নিরাশা দুই-ই দুঃখ-ভরা।

প্যাভেল পেত্রভিচের পক্ষে এই সময়টা যত কষ্টে কেটেছে, অন্য কা'র হয়ত এমন না হতেও পারত। তাঁর সেই অতীতকে হারানো মানে, তাঁর একেবারে সব হারানো।

নিকোলাই পেত্রভিচ একদিন বলে পাঠালেন, এখানে এই মেরিইনোতে—তাঁর স্ত্রীর নামের সম্মান রক্ষার জন্য নিকোলাই এই জমিদারী—এই গ্রামের নাম দিয়ে ছিলেন মেরিইনো —এখানে, আমার স্ত্রী জীবিত থাকতেই, এ জায়গাটা তোমার ভাল লাগেনি; এখন আমার বোধহয় তোমার আরো হয়ত ভাল লাগবে না, অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

"আমি তখন ছিলাম বোকা, আর অতিশয় অস্থির চিত্ত" প্যাভেল পেত্রভিচ উত্তর দিলেন, 'এখন আমি যথেষ্ট শান্ত হয়েছি, বুদ্ধিমান হয়ত না হতে পারি। অন্য পক্ষে যদি তুমি আমাকে ওখানে থাকতে দাও, তবে চিরকালের জন্যেই ওইখানে আমি বসবাস করি, আর ঘুরে বেড়াবার স্পৃহা আমার নেই।'

এ সকলের উত্তরে নিকোলাই পেত্রভিচ তাঁকে একেবারে বুকে করে নিলেন, কিন্তু এই কথাবার্ত্তার প্রায় দেড় বছর পরে প্যাভেল পেত্রভিচ তাঁর এই প্রস্তাব কাজে পরিণত ক'রার ব্যবস্থা করলেন। একবার তিনি এই গ্রামে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করার পর আর তিন বছরের ভিতর তিনি এখান থেকে নড়েন নি। এমন কি তিনটে শীত নিকোলাই পিটার্স-বার্গে—ছেলের সঙ্গে কাটালেন, প্যাভেল মেরিইনো থেকে একদিন ও কোথা যান নি। এখানে তিনি কেবল ইংরেজী কেতাবই বেশী পড়তেন, মোটের উপর বলতে গেলে জীবন যাত্রার ভঙ্গী পুরোদস্তুর ইংরেজী ধরণেই করে নিলেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে কদাচিৎ কখন দেখা করতেন। শুধু যখন সেনাপতিদের নির্ব্বাচনের সময় হত তখন একবার গিয়ে দাঁড়াতেন বটে, কথাবার্ত্তা বড় বেশী কিছুই বলতেন না। কখন কখন সেকেলে যে সব জমিদার আছেন, তাঁদের বিরক্তি উৎপাদন করে',—তাঁর সব নানা রকম নব্য-মত প্রকাশ করে ভয় দেখিয়ে বেড়াতেন। আবার ওদিকে যুবক সম্প্রদায় যারা নতুন যুগের লোক তাদের সঙ্গেও মিশতেন না।

পুরোনো সেকেলে জমিদার আর এ যুগের যারা উভয় দলই তাঁকে মনে করত, 'অহঙ্কারী' অথচ উভয় দলই তাঁর সেই সুচারু ভঙ্গীর আভিজাত্যকে সম্মান করত! কারণ হ'ল এই যে, এ কথা সত্য তিনি সর্ব্বদাই খুব খোস-পোষাকী ছিলেন খাওয়া-দাওয়া খুব বড়মানুষী ধরণেরই ছিল। তিনি একবার নাকি লুই ফিলিপের ডাইনিং টেবিলে ওয়েলিংটনের সঙ্গে ভোজ খেয়েছিলেন। এও একটা কথা যে, তিনি রূপার পোষাকের-বাক্স আর ভাঁজ-করা স্নানের-জায়গা সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যখনই কোথাও যেতেন তখনি, সব সময়েই বিশেষ রকমের সুগন্ধ তাঁর গা থেকে বেরুত। একথা সত্যি যে, তিনি খুব ভাল তাস খেলতে নাকি পারতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে হারতেনও খুব। সব চেয়ে আসল কারণ হ'ল, তাঁর অতি অপূর্ব্ব সততার জন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। মেয়েরা ত' তাঁকে দেখলেই মনে করত, অতি মনোহর সুপুরুষ; কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে যে খুব বেশী পরিচয় বা আলাপ-সালাপ করতেন, তা নয়।'...

প্যাভেলের গল্প বলা শেষ হলে আর্কাডি বললে, 'এখন তুমি বেশ বুঝতে পাচ্ছ ইয়েভজেনি, তুমি অতি অন্যায়ভাবে আমার জ্যাঠামহাশয়ের সম্বন্ধে বিচার করচ। তুমি বোধ হয় জান না

যে, বিষয়-আশয় দুই ভায়ের মধ্যে কিছুই ভাগ হয় নি—আমার পিতার কতবার অর্থাভাবের সময় তিনি যে টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করেছেন, সে কথা ছেড়ে দিয়েই বলছি, যে কোন লোককে কোন বিষয়ে সাহায্য করতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, শুধু তাই নয়, তিনি তাতে যথেষ্ট আনন্দও পান, তা ছাড়া তিনি সকল সময়ই, চাষীদের জন্যে, সকল সময়েই তাদের পক্ষ হয়ে কথা কন, যদিচ এটাও সত্যি—যখন তিনি তাদের সঙ্গে কথা কন, তখন ভুরু কুঁচকে মুখ সিঁটকে থাকেন বটে, আর মাঝে মাঝে ওডিকোলনের গন্ধও ব্যবহার করেন ··

ব্যাজারভ বললে, 'নিশ্চয়ই তাঁর স্নায়ুর ধাতটা···'

'হয়ত,—কিন্তু হৃদয়টা তাঁর অতি চমৎকার। তা ছাড়া তিনি একটুও বোকা নন। তিনি যে-সব দরকারী উপদেশ আমায় দিয়েছেন, বিশেষতঃ···বিশেষতঃ মেয়েদের সঙ্গ সম্পর্কে।'

'আহা! মার-খাওয়া-কুকুর ঠাণ্ডা জল দেখলেই ডরায়, ও আর নতুনটা কি?'

আর্কাডি তখনও বলে' যেতে লাগল, 'তুমি বিশ্বাস কর ব্যাজারভ, মোট কথা, তিনি অত্যন্ত দুঃখী, তাঁকে ঘৃণা তাচ্ছিল্য করা মহাপাপ।'

'আরে! কে তাঁকে ঘৃণা করছে, বাঃ!' ব্যাজারভ তখনি উত্তর করলে। 'তবুও একথা আমি বলব যে-লোক তার সারাটা জীবন শুধু একখানা তাসের পড়তার জন্যে বাজী রাখে—নারীর প্রেম—আর যখন সে-তাসখানা না পায়, তখন তার জীবনটা হয়ে যায় বিস্বাদ, নিজেকে এমন করে' তোলে যে, আর সে জগতের কোন কাজেই লাগে না—সে মানুষ নয়, একটা পুরুষ জীব হতে পারে। তুমি বলছ, যে তিনি দুঃখী, তুমি অবশ্য সে বিষয়ে ভাল জান, আর জানাই উচিত। নিশ্চয়ই যখন তিনি এখনও তাঁর সেই পুরোনো খেয়ালের হাত থেকে ছাড়ান পাননি। আমি সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ। বিশ্বাস করি, তিনি বেশ গভীর ভাবে নিজেকে কল্পনা করেন যে, সাধারণ মানুষ থেকে তিনি অনেকখানি ওপরে; কারণ তিনি সেই বদখদ 'গ্যালিগ্‌নানি' কাগজ পড়েন, আর মাসে একবার করে একটা চাষীকে চাবকান থেকে বাধা দেন বা রক্ষা করেন—এইত' তাঁর কাজ।

'কিন্তু তোমার মনে রাখা উচিত, তিনি কি ভাবে শিক্ষা পেয়েছিলেন, যে যুগে তিনি মানুষ হয়েছেন,' আর্কাডি বললে।

ব্যাজারভ জোর করে তখন বললে, 'শিক্ষা? প্রত্যেক লোক তার শিক্ষার ভার নিজে নেবে, এই যেমন আমি নিজের শিক্ষা নিজের হাতে নিয়েছি। যুগের কথা বলছ, যুগের উপর আমরা নির্ভর করব কেন? যুগই বরং আমারই উপর নির্ভর করুক। না-না হে বন্ধু! ওসব হ'ল ছোট চোখের হাল্‌কা দৃষ্টির কথা, মেরুদণ্ডহীনের কথা। আর এদের এই সব ব্যাপারের মধ্যে আছে কি বাপু, এই যে নরনারীর সম্বন্ধের মধ্যে আছে কি? আমরা শরীর-বিজ্ঞানবিদ্, জানি, এ সব সম্পর্কের অর্থ কি? তুমি চোখের গড়ন নিয়ে আলোচনা কর, এই যে সব নানা রহস্যের দৃষ্টি কোথা থেকে আসে, কোথা থেকে আসে

জান? ওসব নভেলি, পাগলামি, ও-সব রসের কথা হ'ল বাজে ব্যাপার, ও রূপায়নের তথ্য, বাজে কথা। তার চেয়ে চল আমরা যাই দেখিগে, ওই যে জলৌকাটা—তাকে পরীক্ষা করিগে।'

তখন দুই বন্ধুতে গেল ব্যাজারভের ঘরে। ঘরটা আগে থেকে কেমন যেন হাঁসপাতালের কাটাকুটির ঘরের ওষুধের গন্ধে ভরা, তার সঙ্গে সস্তা দরের তামাকের কটু গন্ধ মিশে আছে।

[আট]

প্যাভেল পেত্রভিচ অনেকক্ষণ ধরে তাঁর ভাই আর তশীলদারের সঙ্গে দেখা-শোনা ও কথা-বার্ত্তার মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন না। তশীলদার লোকটা লম্বা পাতলা চেহারা, যক্ষ্মারোগীর মত, মিষ্টি-মিহি আওয়াজ, একেবারে বদমায়েশ-মাখা চোখ। নিকোলাই পেত্রভিচ যে-কোন প্রশ্ন করেন, তাতেই সে জবাব দিয়ে বলে, 'অতি অবিশ্যি, হুজুর, সে আর কথা কি'—আর কেবলই বোঝাতে চেষ্টা করে যে, চাষীরা সব চোর-জোচ্চোর আর নেশাখোর। জমিদারীর ব্যবস্থা নতুন রকম সংস্কার করে নতুনতর রীতি-নীতি দিয়ে চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে বটে, কিন্তু সে নতুন ব্যবস্থা প্রণালী—সে যন্ত্রটা চলছে যেন চর্ব্বি-না-দেওয়া চাকা, কেবলই ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করচে—যেমন বাড়ীর তৈরী কাঁচা কাঠের আসবাব-পত্র কেবলই ক্যাঁচ-কোঁচ করছে! নিকোলাই পেত্রভিচ কিন্তু তাতে নিরাশ হন নি, কিন্তু প্রায়ই নিঃশ্বাস ফেলতেন, আর ভাবনায় তাঁর মুখ কালি হয়ে যে'ত। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন যে, এমন করে' বিনা টাকায় আর চলতে পারে না, আর এদিকে টাকাও সব গেছে খরচ হয়ে। আর্কাডি সত্য কথাই বলেছিল, যে, প্যাভেল পেত্রভিচ বহুবার তাঁর ভাইকে অর্থ-সাহায্য করেছেন। অনেকবার টাকার জন্য প্রায় মাথা-মুড় খোঁড়বার মত অবস্থা দেখে, প্যাভেল পেত্রভিচ ইচ্ছা করেই জানালার ধারে সরে গিয়ে, দু'টো হাত পকেটের মধ্যে পুরে, ঠোঁট চেপে দাঁতের মধ্যে দিয়ে ফরাসী ভাষায় বলতেন—'কিন্তু টাকার যখন এত জরুরী দরকার তখন আমিই দিচ্ছি'—আর টাকা দিয়ে দিতেন। কিন্তু আজ তাঁর নিজেরই টাকা নেই, তার চেয়ে সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন। চাষ-আবাদের সব খুঁটি-নাটি ও বিলি-ব্যবস্থা দেখতে তাঁর বড়ই অস্বস্তি হ'ত। তাছাড়া একথা তাঁর সব সময়েই মনে হ'ত যে, নিকোলাই পেত্রভিচের যতই আগ্রহ আর করিত-কর্ম্মার খাটুনীর ভাব থাকুক না কেন, তিনি কোন কাজই ঠিকমত সুশৃঙ্খলায় চালাতে পারেন না, যদিও কোথায়, কোন জায়গাটায় নিকোলাই-য়ের যে ভুল হচ্ছে সেটা তিনি ঠিক ধরে দিতেও পারেতেন না। 'আমার ভাই ঠিক করিত-

কর্ম্মী মানুষ নয়' ;—তিনি মনে মনে বিচার করতেন—'এরা সবাই মিলে আমার ভাইকে পুরোদস্তুর ঠকাচ্ছে।' নিকোলাই পেত্রভিচের কিন্তু ধারণা যে, দাদার কার্য্যকরী বুদ্ধি খুবই বেশী, আর সেই জন্যে যখন-তখন তাঁর কাছে—মতামত জিজ্ঞাসা করতেন, উপদেশ নিতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন—'আমি কেমন একটু নরম, দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক—আমি ত' জীবন কাটালাম এই জঙ্গলে, কিন্তু পৃথিবীর অনেক স্থান দেখেছ, অনেক কিছু দেখছ যা বাজে নয় ; তুমি মানুষের ভেতর পর্য্যন্ত দেখতে পাও, তোমার চোখ ঈগল পাখীর মত তীব্র।' উত্তরে প্যাভেল পেত্রভিচ শুধু মুখটা ফিরিয়ে চলে' যেতেন, কিন্তু তাঁর ছোট ভাইয়েব এ-সব কথার কোন প্রতিবাদ করতেন না।

নিকোলাই পেত্রভিচকে তার পড়বার ঘরে রেখে, প্যাভেল করিডর দিয়ে বরাবর চলে এলেন। এই করিডর বাড়ীর সামনের দিক থেকে পিছন দিককে অলাদা করে' রেখেছে। একটা নীচু দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে, একটু যেন ইতস্ততঃ ভাবে দাঁড়ালেন ; তারপর গোঁফে একবার চাড়া দিয়ে নিয়ে, সেই দরজায় আঘাত করতে লাগলেন।

'কে! ওখানে ? এস ভিতরে।' ভিতর থেকে শোনা গেল ফেনিচকার গলার স্বর। প্যাভেল পেত্রভিচ উত্তর দিলেন 'আমি।' তারপর দরজা টেনে খুললেন।

ফেনিচকা যে চেয়ারে তার ছেলে কোলে ক'রে বসে ছিল, তা থেকে একেবারে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছেলেটীকে তাড়াতাড়ি, পাশে যে দাসী-মেয়েটী দাঁড়িয়েছিল তার হাতে দিলে, সে তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফেনিচকাও তার মাথায় রুমাল খানা টেনে দিলে।

প্যাভেল প্রেত্রভিচ তার দিকে না তাকিয়েই বলে' যেতে লাগলেন 'যদি তোমায় বিরক্ত ক'রে থাকি, তবে ক্ষমা করো। আমি শুধু তোমায় জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম···আজ কি ওরা সহরে যাচ্ছে, আমার বোধ হয়···তাহ'লে আমার জন্যে কিছু সবুজ চা যদি কিনে আনে।'

'নিশ্চয়ই আনবে' ফেনিচকা বললে ;—'কতটা চা কিনে আনতে বলব তবে ?'

'ও'—তা আধ পাউণ্ড হ'লেই ঢের হয়ে যাবে। আমার যেন বোধ হচ্ছে, তুমি এখানে অনেক বদল করেছ, না ? তাই দেখছি'—তিনি একবার চারিদিকে চকিতের মত চোখটা বুলিয়ে নিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে ফেনিচকার মুখখানাও ভাল করে' দেখে নিলেন। 'এই যে সব পর্দ্দা এখানে···এই যে'—বুঝতে পারলেন যে, ফেনিচকা বদলানর ব্যাপারটী ঠিক বুঝতে পায়েনি।

"ও, হ্যাঁ, পর্দ্দাগুলো, বটে, নিকোলাই পেত্রভিচ এত ভাল যে, আমাকে এগুলো উপহার দিয়েছেন, কিন্তু এগুলো ত অনেক দিন ধরেই টাঙ্গান হয়েছে।"

"হ্যাঁ, তা হবে, অনেক দিন হয়ে গেল বটে, আমি এখানে তোমাকে দেখতে এসেছিলাম। এখন এখানটা বেশ সুন্দর হয়েছে।"

'ফেনিচকা একটু গুনগুন্ স্বরে বললে, 'নিকোলাই পেত্রভিচ দয়া করে' সব করে' দিয়েছিলেন, তাঁকে ধন্যবাদ।'

প্যাভেল পেত্রভিচ অত্যন্ত ভদ্র ও মধুর ভাবে,—কিন্তু মুখে একটু হাসি ছিল না—বললেন,—'তুমি আগে যে সেই ছোট ঘরে ছিলে, তার চেয়ে এখানে অনেকটা আরাম পেয়েছ, না?'

'নিশ্চয়ই, এখানে বেশ স্বস্তিতে আছি।'—

'তোমার সে ঘরখানায় এখন কে রইল তবে?'

'সেখানে এখন কাপড়-কাচা-মেয়েরা থাকে?'

'আহাঃ'!

প্যাভেল পেত্রভিচ চুপ করে রইলেন। ফেনিচকা ভাবলে, এইবার বোধ হয় ইনি যাবেন। কিন্তু কই, তিনি ত' চলে গেলেন না। আর ফেনিচকা তাঁর সামনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্যাভেল পেত্রভিচ শেষ কালে বললেন, "তোমার ছেলেকে বাইরে পাঠিয়ে দিলে কেন? ছোটছেলে আমি বড় ভালবাসি; নিয়ে এসো তাকে দেখি।"

আনন্দে ফেনিচকার মুখখানি উৎফুল্ল ও আরক্ত হয়ে উঠল। প্যাভেল পেত্রভিচকে ফেনিচকা বড় ভয় করত, সে কদাচিৎ কখন হয়ত তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছে।

সে তখন ডাকলে—'দুনিয়াশা, মিটিয়াকে একবার নিয়ে এসো না (ফেনিচকা বাড়ীর কাকেও খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মত কথা বলত না।) দাঁড়াও, দাঁড়াও, তাকে একটা ফ্রক পরিয়ে দিই।' ফেনিচকা তখন দরজার দিকে গেল।

প্যাভেল পেত্রভিচ বললেন —'তার দরকার নাই। অমনিই নিয়ে এসো।'—'আমি এখনই আসছি এখনই'—এই কথা বলে সে তাড়াতড়ি চলে গেল।

প্যাভেল পেত্রভিচ তখন ঘরে শুধু একলা রইলেন, এইবার তিনি ঘর খানা বেশ ভাল করে দেখতে লাগলেন। সেই ছোট নীচু ঘরখানি, যেমন পরিস্কার তেমনি বেশ আরামের বলে বোধ হ'ল। টাটকা রঙ দেওয়া মেঝে, দেওয়ালে গন্ধফুলের রঙের গন্ধ। দেওয়ালের ধারে লায়ারের গড়নে পিঠ দেওয়া চেয়ার। পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে সেনাপতি সে সব জিনিষ এনেছিলেন ঘরের একধারে একখানা খাট, ওপরে মসলিন সাটিনের চাঁদোয়া টানান, তার পাশে একটা লোহার পতকমারা সিন্ধুক, তার ডালাটা ওপর দিকে ঢালু করা। তার অন্য ধারে সেণ্ট নিকোলাইয়ের খুব বড় একখানা অন্ধকার ছবি, সেই ছবির সামনে একটা ছোট আলো জ্বলছে, একটা লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা পোরসিলেনের ডিম ঝুলছে, তাতে গায়ে গায়ে উঁচু করা সোনা লাগান—সেই সোনার পাতের ওপর আলো পড়েছে, সেই আলোর আভা আবার সেণ্ট নিকোলাইয়ের বুকের উপর খেলছে। জানালার সবুজ আভার কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে গেল-বছরের জ্যামের কাঁচের জারগুলো বেশ যত্নের সঙ্গে কশে বাঁধা রয়েছে তার ঢাকনির ওপর ফেনচিকার হাতের লেখা রয়েছে—'গুসবেরি' নিকোলাই পেত্রভিচ এই জাগান ফলগুলো খুব ভালবাসেন। ঘরের ভেতরের ছাদ থেকে একটা খাঁচা ঝুলছে, তাতে একটা ল্যাজ-ছোট দয়েল পাখী রয়েছে। সেটা কেবল এদিক ওদিক করে ওলট-পালট খাচ্ছে, আর ডাকছে। খাঁচাটা কেবল কাঁপছে আর নাচের মতন

ঝুলছে। তা থেকে মাঝে মাঝে কাঁকনি দানা খুব আস্তে টিপ করে মেঝেতে পড়ছে। দেওয়ালের ধারে একটা আলমারীর টানার ঠিক ওপরে কতকগুলো ফটোগ্রাফ সাজান। ফটোগ্রাফগুলো ভাল না। নিকোলাই পেত্রভিচের অনেক রকমের ভঙ্গীর ছবি, একখানাও পরিস্কার নয়। ছবিগুলো একটা ঘুরে বেড়ান ফোটোগ্রাফার দিয়ে তোলা। ফেনিচকারও একখানি ছবি সেখানে ঝুলছে—সেখানা একেবারেই কিছু হয় নি। ছবিখানায় চোখ ত' নেই-ই তার ওপর জোর করে একটা হাসির ভঙ্গী। একটা ময়লা গোছের ফ্রেমে বাঁধান। তাতে আর কিছু বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। ফেনিচকার ছবিখানার ঠিক মাথার ওপর সেনাপতি ইয়ারমোলোভের ছবি ঝুলছে। গায়ে একটা সার্কেসিয়ান ক্লোক। ককেসিয়ার পাহাড়ের দিকে ভয়ানক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল, ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ আর পোষাকের খসর-খসর শব্দ পাশের ঘর থেকে আসছে। ড্রয়ারের ওপর থেকে প্যাভেল পেত্রভিচ একখানা ময়লা মলাট বই মাসালাস্কির 'মাস্কেটিয়ার'—তুলে নিয়ে তার কয়েক পৃষ্ঠা ওলটাতে লাগলেন···

দোর খুলে গেল, ফেনিচকা মিটিয়াকে কোলে করে ঘরে ঢুকল। সে তাকে একটা জরির কাজ-করা লাল জামা পরিয়ে নিয়ে এসেছে, তার চুল আঁচড়ে দিয়েছে, মুখখানি বেশ করে ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে। সে খুব জোরে জোরে যেন নিঃশ্বাস ফেলছিল। তার সমস্ত শরীরটাই যেন কাজ করছে, তার ছোট হাত দুখানি শূন্যে ছুঁড়ছে। সুস্থ সবল স্বাস্থ্যবান ছেলেরা যেমন হাত-পা ছোঁড়ে। কিন্তু লাল জামাটা পরে তার যে খুব আহ্লাদ হয়েছে এ ভাব মুখ-চোখে—তার সমস্ত বেশ পুষ্ট দেহে যেন ফুটে উঠছে। ফেনিচকাও তার চুল বেশ করে আঁচড়ে ঠিক করে নিয়ে তার উপর রুমালখানা বেশ ভাল করে টেনে দিয়েছে। কিন্তু সে যেমন ভাবে ছিল ঠিক তেমনি ভাবে থাকিলেই হয়ত পারত। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, সুস্থ সবল যুবতী মায়ের কোলে সুস্থ সবল ছেলের সৌন্দর্য্যের মত জগতে আর কিছু তার চেয়ে সুন্দর আছে কি ?

—'কি গোল-গাল সুন্দর ছেলেটী'! প্যাভেল পেত্রভিচ এই কথা বলে, মিটীয়ার থুতির নীচে তাঁর সেই চাঁপার কলির মত আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ধীরে ধীরে টোকা মারতে লাগলেন। শিশু পাখীটার পানে অবাক হ'য়ে দেখতে লাগল, আর মুখে শব্দ করতে লাগল।

ফেনিচকা মুখখানি নীচু করে তাকে একটু দোল দিতে দিতে বললে—'জ্যাঠামশায়, দেখছিস্‌, আর দুনিয়াশা আস্তে আস্তে জানালার ধারে একটা সুগন্ধী ধূপ জ্বেলে দিয়ে, তার তলায় একটা হাফ পেনি রাখলে।

প্যাভেল পেত্রভিচ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক' মাসের হল ?'

—'ছয় মাসের, এই এগারই তারিখে সাত মাসের হবে।'

দুনিয়াশা যেন একটু ভয়ে ভয়ে বললে, 'ফেডোসিয়া নিকোলায়েভনা, এই আট মাস হ'ল না ?'

—'না, সাত মাস, কি যে বলিস্‌!' শিশু আবার মুখে শব্দ করতে লাগল। সিন্ধুকটার

দিকে তাকালে, হঠাৎ মায়ের নাকটা হাত দিয়ে ধরে ফেললে, তারপর মুখখানা তার পাঁচটা আঙ্গুল দিয়ে। ফেনিচকা তার মুখখানা না সরিয়ে বললে, 'দুষ্টু, পাজি!'

প্যাভেল পেত্রভিচ বললেন, 'এ দেখতে ঠিক আমার ভাইয়েরই মত হয়েছে?'

ফেনিচকা মনে মনে ভাবলে—সে ছাড়া আর কার মতনই বা হবে।

প্যাভেলও যেন নিজে মনে মনে বলে যেতে লাগলেন 'হ্যাঁ, ঠিক অবিকল তারই মত!' তারপর খুব লক্ষণার সঙ্গে অথচ যেন বিমর্ষভাবে ফেনিচকার মুখের দিকে তাকালেন।

'এই যে, জ্যাঠামশাই, দেখছিস্' ফেনিচকা যেন আস্তে ফিস্‌ফিস্ করে আবার বললে।

'এই যে, প্যাভেল, তুমি এখানে!' হঠাৎ নিকোলাই পেত্রভিচের গলার স্বর—সহসা শোনা গেল। প্যাভেল পেত্রভিচ তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালেন, ভুরু কুঁচকে উঠলেন। তিনি তাঁর ভাই নিকোলাই এমন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার ভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন যে, প্যাভেল তাঁর এই আনন্দের ভঙ্গী দেখে—একটু আনন্দের হাসি না হেসে থাকতে পারলেন না।

'তোমার এ ছেলেটী চমৎকার, দেব-শিশুর মত।' তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি এখানে এসেছিলাম কিছু চায়ের কথা বলতে।'

তারপর একটা কি রকম অন্যমনস্কের ভাবের ভঙ্গীতে তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

নিকোলাই পেত্রভিচ ফেনিচকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি কি আপনি নিজেই এখানে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ, তিনি দরজায় টোকা দিয়ে, ঘরে এলেন।'

'আচ্ছা, আর্কাডি আর তোমার এখানে দেখা করতে এসেছিল?'

না, আচ্ছা নিকোলাই পেত্রভিচ, আমি সেই আগেকার বাসাটায় গিয়ে থাকলে হত না?'

'কেন একথা বলছ?'

'না, আমি জিজ্ঞাসা করছি অমনি, যে প্রথম থেকে এটা না করলেই বোধ হয় ভাল হত!'

নিকোলাই তাঁর কপালটা একবার রগড়ে নিয়ে, একটু কেমন জড়-সড়ভাবে বললেন, 'না…আ'। এ ব্যবস্থা আমাদের আগেই করা উচিত ছিল।…'কিরে মোটকা, কি করছিস?' এই কথা বলে, সহসা উল্লাসের সঙ্গে ছেলেটির কাছে গিয়ে তার গালে চুমু খেলেন। তারপর একটু নত হয়ে, মিটিয়ার লাল জামাটার উপর ফেনিচকার ধব-ধবে সাদা হাতের ওপর চুমু দিলেন।

'কি করছ, নিকোলাই?' চোখ দু'টি নত করে, সে অতি আস্তে ওই কথা বললে; তারপর ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকালে। সে যখন চোখ তুলে চাইলে তখন তার সে তাকানি অতি মধুর, যেন সে তার চোখের পাতার ভিতর থেকে চাইছে। মুখে অতি মধুর স্নেহের হাসি মাথান, আবার যেন একটু বোকার মত।

ফেনিচকার সঙ্গে নিকোলাই পেত্রভিচের যে ভাবে পরিচয় হয়েছিল, সেই কথা পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে বলছি—

সে আজ বছর তিনেক আগের কথা। তাঁকে একবার একটা মফঃস্বলের ছোট সহরে এক রাত্রি একটা পান্থনিবাসে কাটাতে হয়। তিনি সেখানকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর, আর ধব-ধবে বিছানার চাদর—সব দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই এ নিবাসের যে কর্ত্রী সে জার্ম্মান হবে!—এই ভাবটা তার মনে জেগেছিল। কিন্তু শেষকালে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সে রুশীয় স্ত্রীলোক। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক, বেশ সুন্দর মুখশ্রী, বুদ্ধিমতীর মত ভাব। আর কথাবার্ত্তা অতি পরিষ্কার। চা পান করিবার সময় তিনি আলাপ করতে লাগলেন। তাকে তাঁর খুব পছন্দ হ'ল। নিকোলাই পেত্রভিচ তখন সবে তাঁরা নতুন বাড়ীতে এসেছেন। বাড়ীতে আর আগের মত জমি-দেওয়া-দাস রাখবার ইচ্ছা ছিল না। তার বদলে মাইনের চাকর তিনি খুঁজছিলেন। পান্থনিবাসের স্ত্রীলোকটা দুঃখ জানাচ্ছিল যে, এই ছোট সহর, লোকজনের আসা-যাওয়া কম, দিনকালও ভারি মন্দা পড়েছে। তিনি তখন তাকে বললেন যে, তুমি আমার বাড়ীর সব কাজকর্ম্ম দেখা-শোনার ভার যদি নাও। সেও তখনি সম্মত হ'ল। তার স্বামী অনেকদিন হ'ল মারা গেছেন কেবল ওই একটী মেয়ে ফেনিচকা। তারপর একপক্ষ কালের মধ্যেই আরিনা সার্ভিসনা (ওই ছিল তার নাম) তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মেরিইনোতে এসে পৌছিল আর বাড়ীর কাজকর্ম্মের সব ভার নিয়ে, সেই ছোট ঘরে রইল। নিকোলাই পেঃভিচের পছন্দ কাজেও ঠিক লেগে গেল। আরিনা বাড়ীতে এসে সব বেশ গুছিয়ে ফেললে। সব বেশ ভাল রকম বিলি-ব্যবস্থা করলে। আর ফেনিচকা তখন সতের বছর হবে বয়েস, তার কথা বড় একটা কেউ কইতও না। আর কদাচিৎ লোক তাকে দেখতে পেত। সে অতি শান্ত ও নিরীহ ভাবে বাস করত। শুধু কেবল রবিবার দিন নিকোলাই পেত্রভিচ গির্জ্জের উপাসনার সময় কোন একধারে সেই সুন্দর মুখের আধাখানা-কাট দেখতে পেতেন। এইভাবে গেল কেটে একটা বছর।

একদিন ভোরবেলা আরিনা নিকোলাই পেত্রভিচের পড়বার ঘরে মাথা নত হয়ে অভিবাদন করে' জানালে যে, যদি তিনি এই মেয়েটার জন্যে কিছু করতে পারেন,—উনান থেকে একটা গরম কয়লার ফুলকি তার চোখের ভিতর ঠিকরে কি করে পড়েছে। নিকোলাই পেত্রভিচ যেমন বেশীরভাগ বাড়ী-বসে থাকা লোকের মতন কিছু কিছু ডাক্তারী শিখে রেখেছিলেন। এমন কি, একখানা হোমিও-প্যাথির ওষুধ দেবার বিধিব্যবস্থার কেতাবও সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তখনি আরিনাকে বললেন রোগিণীকে নিয়ে আসতে। প্রভু তাঁকে ডাকলেন শুনে ফেনিচকার মহাভয় হয়ে গেল, তবু সে মার পিছনে এল। নিকোলাই পেত্রভিচ তাকে জানালার ধারে নিয়ে গিয়ে, দু'হাত দিয়ে তার মাথাটা ধরে দেখতে লাগলেন। তারপর, তার সেই লাল ফুলো চোখ ভাল ক'রে পরীক্ষা করে, একটা ওষুধ দিয়ে সেঁক দেবার ব্যবস্থা করলেন। আর তখনি তাঁর নিজের একখানা রুমাল টুকুরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে তাকে বেশ

করে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, কি করে' ওষুধটা চোখে লাগিয়ে সেঁক দিতে হবে। তাঁর যা বলবার সব বলা হয়ে গেলে, সে বেশ করে শুনে নিয়ে চলে গেল। আরিনা বললে, "বোকা মেয়ে মনিবকে সম্মানের জন্য হাতে চুমো দাও ?' নিকোলাই পেত্রভিচ তাকে তাঁর হাত দিলেন না, কি একটা গোলমালে থতমত খেয়ে, ফেনিচকার মাথার সিঁথির যেখানে দাগ সেইখানে তিনি চুমা দিলেন! ফেনিচকার চোখ খুব অল্প' দিনেই সেরে উঠল, কিন্তু নিকোলাই পেত্রভিচের মনে সেদিনের সেই ফেনিচকার রূপ এমন ছাপ দিয়েছিল যে, সহজে তা যায়নি। সদাসর্ব্বদা সকল ক্ষণই তার সেই পবিত্র, কোমল, সেই ভয়-ভয় মাখা মুখ, একটু তুলে থাকা, তাঁকে ক্ষণে ক্ষণেই অনুভব করাত'। তার সেই কোমল রেশমের মত চুল তাঁর হাতে যে কোমল স্পর্শ দিয়ে ছিল, তা কেবলই যেন পেতেন। তিনি যেন চোখে সব সময় দেখতে পেতেন, সেই সরল মুখখানি, একটুখানি ফাঁক দুখানি ঠোঁট, তার ভেতর দিয়ে ছোট ছোট মুক্তার মত দাঁতগুলি, একটা সজল চকচকানি—সূর্য্যের আলো পড়ে'। গির্জ্জাঘরে তিনি তাকে বিশেষ করে' লক্ষ্য করতে লাগলেন। তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। প্রথম প্রথম সে তাকে দেখে লজ্জায় জড়ো-সড়ো হয়ে পালাত। একদিন সন্ধ্যার সময় রাইয়ের মাঠের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পায়ে-চলা রাস্তায় দু'জনে সামনা-সামনি হওয়াতে, সে ছুটে পালাল। যেখানে রাইগাছগুলো সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে সেইখানে, যাতে তার সঙ্গে সামনা-সামনি না হয়। তিনি সেই সোনার জালের মত রাইয়ের ঝোপের আড়াল থেকে মুখখানি যেন ছোট্ট একটা জন্তুর মত উঁকি মারছে দেখতে পেলেন। তাকে আদরের সুরে বললেন, 'শুভ-সন্ধ্যা ফেনিচকা!' আমি ত' কামড়াব না, ভয় কি ?'

সে তার সেই ঝোপের ভেতর থেকে বাইরে না এসেই, আস্তে অস্তে ফিস-ফিস করে বললে—'শুভ সন্ধ্যা!'

ক্রমে ক্রমে সে তাঁর কাছে একটু সহজ ভাবের হয়ে এল। কিন্তু একেবারে তাঁর সামনে সেই লজ্জা ও জড়ো-সড়ো ভাব। এমন সময় তার মা আরিনা কলেরায় মারা গেল। এখন ফেনিচকার কি হয়, সে যায়ই বা কোথায় ? সে তার মায়ের কাছ থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সব গোছান ভাব–সবই পেয়েছে। নিয়মে চলা শিখেছে, সভ্যতা-ভব্যতা সবই পেয়েছে, কিন্তু ছেলেমানুষ বয়স, আর নিছক একলা। নেকোলাই পেত্রভিচও নিজে এত ভাল এবং বিশেষ বিবেচক লোক·· তার পরের কথা আর বর্ণনা করা সম্ভবতঃ একেবারেই অত্যুক্তি।

"ও, আমার ভাই তবে নিজেই তোমাকে দেখতে এসেছিল ?

নিকোলাই পেত্রভিচ ফেনিচকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে দরজায় এসে টোকা দিয়ে তবে ঘরে এসেছিল ?"

"হ্যাঁ"।

"বেশ, বেশ, খুব ভাল কথা। আমি মিটিয়াকে একটু দোলা দিই।"

তারপর নিকোলাই পেত্রভিচ তাকে এমন জোরে-জোরে দোল দিতে লাগলেন যে, সে একেবারে ছাদের প্রায় কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে দোলনাটা ঠেকতে লাগল। শিশুর তাতে আনন্দ খুব। মায়ের তাতে কিন্তু একটু বেশ অস্বস্তি হ'তে লাগলো, যতবারই দোলাটা উঁচুতে চলে যায়, সে ততবারই ভয়ে-ভয়ে ছেলের খোলা পায়ের দিকে হাত তুলে বাড়িয়ে ধরতে যায়।

প্যাভেল পেত্রভিচ তাঁর পড়বার ঘরে চলে গেলেন। ঘরের দেওয়ালে নীলাভ-ধূসর রঙের পর্দ্দা ঝুলছে, পারস্যের মখমলের র‍্যাগ দেওয়ালের গায়ে আঁটা তার উপর ঝুলছে নানা রকমের অস্ত্র-অস্ত্র, ওয়ালনাটের কাঠের আসবাবপত্র, কালচে-গাঢ় সবুজ রঙের মখমল দিয়ে মোড়া। পুরোনো কালো-ওকের একটা রেনেসাঁস বুককেস—তার পাশে লিখবার টেবিলের উপর ব্রোঞ্জের ছোট ছোট মূর্ত্তি সাজান। আর পাশেই অগ্নি-সম্ভারের জায়গা। ঘরে এসে সোফায় ধপাস করে বসে' পড়ে, মাথার পিছনে হাত দু'টো দিয়ে তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। একটুও নড়লেন না। ছাদের দিকে মুখ করে রইলেন—মুখখানা ঘোর বিষাদ ও নৈরাশ্যভরা। দেওয়াল-গুলো পাছে তার মনের ভাব, যা মুখে ফুটে উঠছিল—তা লুকাবার জন্যে, কি অন্য কোন কারণেই হবে—জানালার পর্দ্দাগুলো টেনে দিয়ে আবার তেমই ভাবেই সোফার উপর চুপ করে বসে' পড়লেন।

[নয়]

সেই একই দিনে ফেনিচ্‌কার সঙ্গে ব্যাজারভেরও পরিচয় হয়ে গেল। আর্কাডির সঙ্গে সে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে বোঝাচ্ছিল, কেন গাছগুলো সব ভাল ভাবে বেড়ে উঠেছে না, বিশেষতঃ ওকগাছগুলো কেন বেশ ভাল বেড়ে ওঠে নি।

'তোমাদের উচিত ছিল, এখানে রূপালী পপলার গাছ বসান, ফ্রস-ফার, নেবুগাছ কিছু পচা সার দিয়ে—সব বসান উচিত ছিল।' তারপর সে বললে, 'কুঞ্জবাড়ীটার গাছগুলো মন্দ হয় নি, কেননা এ্যাকেসিয়া আর লীল্যাক—ওরা বেশ ভাল লোক সবাইকে জায়গা দেয়, ও গাছগুলো অত যত্নের ধারও ধার না। কিন্তু এখানে কে রয়েছে না?'

কুঞ্জবাড়ীর ভিতরে ফেনিচকা, দুনিয়াশা আর মিটিয়াকে নিয়ে বসেছিল। ব্যাজারভ সেখানে খাড়া দাঁড়িয়ে গেল—আর্কাডি পুরানো চেনা-লোকের মত ফেনিচাককে অভিবাদন করলে।

'ওকে—কে হে?' সেইখানে দিয়ে যেতে ব্যাজারভ জিজ্ঞাসা করলে।—'কি সুন্দর, চমৎকার মেয়েটী ত'!'

'কার কথা বলছ ?'

'ও-ই ত' তুমি দেখিতে পাচ্ছ, ওর মধ্যে ত' শুধু একজনই সুন্দরী।'

আর্কাডি খানিকটা কেমন হতভ্রষ্টের মত হয়ে, সংক্ষেপে ফেনিচকা যে কে, তা ব্যাজারভের কাছে বুঝিয়ে বললে।

ব্যাজারভ টিপ্পনী কেটে বললে 'আঃ-হা! তোমার' পিতার ত' বেশ ভালরকম পচ্ছন্দ আছে দেখছি, লোকে এ দেখলে বেশ বুঝতে পারে। তোমার পিতাকে আমার বেশ ভাল লাগে—হা-হা! বেশ আমুদে লোক ত' তোমার পিতা! তা বেশ, আমাদের বন্ধুত্ব হওয়া উচিত।' এই বলে, সে আবার কুঞ্জ বাড়ীর দিকে ফিরল।

'ইয়েভজেনি' আর্কাডি ভয়ে এস্তে ব্যাজারভের পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললে, 'ভেবে দেখ, কোথায় যাচ্ছ, আরে শোন শোন!'

'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন'—ব্যাজারভ বললে—'আরে আমি জানি মানুষের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়—আমি ত' আর একটা বোকা গাধা নই।'

ফেনিচ্‌কার সামনে এগিয়ে ব্যাজারভ টুপী খুলে দাঁড়াল।

খুব ভদ্রভাবে একটা অভিবাদন করে বলতে আরম্ভ করলে—'আপনার কাছে আমার পরিচয় দেবার অনুমতি হোক—আমি একজন অতি নিরীহ ভাল মানুষ এই আর্কাডির বন্ধু।'

ফেনিচকা বাগানে বসবার জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াল, আর কোন কথা না বলে তার মুখের দিকে তাকাল।

ব্যাজারভ বলে যেতে লাগল; 'কি চমৎকার ছেলেটি। অস্বস্তির কোন কারণ নেই, ভাবনা করবেন না। আমার প্রশংসায় কারো কখন কোন বিপদ ঘটেনি। এর গলা এমন লাল হয়ে উঠেছে কেন? দাঁত নতুন বের হচ্ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, ফেনিচকা বললে—'হ্যাঁ চারটে দাঁত এর মধ্যেই বেরিয়েছে, আর মাড়ীগুলো ফুলে উঠেছে।'

'কই দেখান ত' আমাকে, ভয় নেই, আমি একজন ডাক্তার।'

ব্যাজারভ ছেলেটাকে হাতের উপর তুলে নিলে। ওদিকে ফেনিচকা ও ডুনিয়াশা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে উঠল যে, ছেলেটা ভয়ও পেলে না কাঁদলেও না, কোন বাধাও ত' দিলে না।

'এই যে। এই যে···এ কিছু নয়, ঠিক যেমন হয় তেমনিই হয়েছে। এর খুব ভাল সাজান দাঁত হবে। যদি কিছু অসুখ-বিসুখ করে আমাকে বললেন। আপনি নিজে বেশ ভাল আছেন ত?

'হ্যাঁ আমি বেশ ভাল আছি, ভগবানকে ধন্যবাদ!'

'ভগবানকে ধন্যবাদ!—সেইটাই হ'ল বড় কথা। আর তুমি? ব্যাজারভ ডুনিয়াশার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে।

ছুনিয়াশা মেয়েটা মনিবের বাড়ীতে একেবারে সব বিষয়ে ঘড়ির কাঁটার মত কাজকর্ম্ম করে, আর বাড়ীর ফটকের বাইরে গেলেই লোকের সঙ্গে ঝুটো-পুটি ঝগড়া করে—সে শুধু ইতর মেয়েদের মত উত্তর না দিয়ে একটা ভঙ্গী করে হাসলে।

'ভাল, বেশ—বেশ! এই নিন—খুব সাহসী বীর ছেলে।'

ফেনিচকা ছেলেকে কোলে নিলে।

'কেমন ভাল মানুষের মত আপনার কাছে রইল'—সে একটু চাপা-গলায় বললে।

'ছেলেরা সব সময়ই সময় আমার কাছে বেশ ভাল থাকে'—ব্যাজরভ উত্তর করলে। 'আমি যে জানি কি ক'রে তাদের রাখতে হয়।

ছুনিয়াশা বললে—'ছেলেরা বোঝে খুব, কে ভালবাসে।'

'হ্যাঁ, তা ত' সত্যি, তারা বোঝে।' ফেনিচকা বললে, 'কই মিটিয়া কিছুতেই ত' ক'ার কাছে যায় না।'

আর্কাডি জিজ্ঞাসা করলে—'ও আমার কাছে আসবে না?' আর্কাডি কিছুক্ষণ ধরেই একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল, কুঞ্জের কাছে এবার এল।

সে চেষ্টা করলে কত রকম করে ভুলিয়ে মিটিয়াকে কোলে নেবার জন্সে, কিন্তু মিটিয়া তার ঘাড় মাথা পিছন দিকে ঠেলে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠতে লাগল। আর ফেনিচকাও কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'আচ্ছা! আচ্ছা! অন্য দিন হবে, আগে আমার সঙ্গে ভাল ক'রে জানা-শোনা হোক্।' আর্কাডি তখন অন্যমনস্কভাবে এই কথা বললে। তারপর, দুই বন্ধুতে অন্যদিকে চলে গেল।

ব্যাজারভ জিজ্ঞাসা করলে—'ওঁর নাম কি?'

'ফেনিচকা…ফেডোসিয়া'—আর্কাডি উত্তর করলে।

'আর ওঁর বাপের নাম? সেটাও জানা উচিত।'

'নিকোলায়েভনা।'

'ভাল! আমার বেশ ভাল লাগল এইটে যে, সে একটুও থতমত খেলে না। কতক কতক লোক আমার বোধ হয়, তার সম্বন্ধে হয়ত মন্দ বলবে! যত বাজে বেকুফ! তাকে লজ্জা দেবার কি আছে? সে ছেলের মা, বাস্ সব ঠিক—আবার কি?'

আকার্ডি বললে—'তার ত' সব ঠিক—কিন্তু আমার বাবা?

'আর তাঁরই বা অন্যায়টা কি হয়েছে? তাঁরও সব ঠিক! ব্যাজারভ বললে।

'তা না, আমার তা মনে হয় না।'

'আমার বোধ হয় বিষয়ের মধ্যে আবার একজন বাড়্তি ভাগীদার এসে পড়ল, তোমার সেটা ঠিক পছন্দের মতন নয়?

'আশ্চর্য্য, তুমি আমার সম্বন্ধে এই রকম কথা যে বলতে পার, তোমার লজ্জা হ'ল না?' আর্কাডি বেশ একটু উষ্মার সঙ্গেই কথাটার প্রতিবাদ করলে। 'সে দিক থেকে আমার পিতা যে অন্যায় করেছেন—এ কথা আমি কখন মনেই করিনি। আমার মনে হয়, ওকে তাঁর বিয়ে করা উচিত ছিল।'

'বটে বটে, তাই নাকি!' ব্যাজারভ তখন খুব ধীরে ধীরে বলেল; 'ও আমরা সবাই কি রকম মহানুভব ব্যক্তি। তুমি এখনও বিয়ে করাটাকে বেশ একটা বড় কর্ত্তব্যের ব্যাপার বলে ধারণা কর; তাইত, তোমার কাছ থেকে এ জিনিষটা আমি কখন আশা করি নি।'

তারপর দুই বন্ধুতে নিঃশব্দে খানিকটা এগিয়ে গেল।

ব্যাজারভ তারপর আবার বলে যেতে লাগল; তোমার পিতার সব লোক-লস্কর ব্যবস্থা পত্র আমি দেখলাম। গরুবাছুর সব ভাল না, ঘোড়াগুলোর শরীর স্বচ্ছ। বাড়ীখানারও বেশ সব রকমে সুব্যবস্থা হয় নি, যারা এখানে কাজকর্ম্ম করে, তারা সব একেবারে জোচ্চোর, আর তোমাদের এই বিষয়-আসয় যে তদারক করে, হয় সে গাধা নয় ঘোরতর একটা পাজী। তা সে-যে কোনটা, সেটা আমি এখনও ঠিক করতে পারি নি।'

'ইয়েভজানি ভ্যাসিলিইচ্, তোমায় দেখছি আজ, সব তাতেই কেমন যেন তেতে আছ।

'আর একথাও ঠিক যে, এই সব ভাল ভাল চাষীর দল এরাই তোমার পিতাকে মারবে। তুমি জান রুষিয়াতে একটা প্রবাদ আছে যে, রুষিয়ার চাষা ভগবানকেও ফাঁকি দেয়।' আর্কাডি বললে, 'আমি দেখছি জ্যাঠামশায়ের মতের সঙ্গেই আমার সায় দিতে হল, তোমার দেখছি রুষিয়ানদের ওপর খুবই খারাপ ধারণা।

'যেন তাতে বড় এল গেল। একটা মাত্র ভাল কথা এর মধ্যে এই যে, একজন রুষিয়ান নিজের সম্বন্ধে খুব নীচ রকমের ধারণাই রাখে। এতে কি আসে যায় বল, না হয় দু'য়ের দুয়ে হয় চার—কিন্তু বাকীটা ত সবই সেই বেকুবী ছাড়া আর কিছু নয়।'

'আর এই সুন্দর প্রকৃতি, এও কি অর্থহীন?' দূরে আলোয় ঝলমল উজ্জ্বল রঙের মাঠ, সূর্য্যের অতি মধুর আলোক, এখনও আকাশের উপরে ওঠে নি, সে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আর্কাডি ওই কথা বললে।

'প্রকৃতিও অর্থহীন, যেভাবে তুমি প্রকৃতিকে দেখছ বা বুঝছ, প্রকৃতি একটা দেবতার মন্দির নয়, এ একটা কারখানা মাত্র। আর মানুষ হ'ল সেই কারখানার মজুর, বুঝলে বন্ধু!' সেই মুহূর্ত্তে বাড়ীর ভেতর থেকে একখানা বেহালার ধীর আলাপের সুর ভেসে এল। কে যেন (Schubart) সুবার্টের 'আশা' খুব গভীর দরদ দিয়ে বাজাচ্ছে, কিন্তু খুব পাকা হাতের ছড়ির টান নয়—তবুও সে সুর যেন মধু বর্ষণ করছে, বাতাসে সেই সুর ভেসে আসছে।

ব্যাজারভ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, 'ও কি হে?'

'ও আমার বাবা!'

'তোমার বাবা বেহালা বাজান?'

'হ্যাঁ'।

'আচ্ছা, তোমার পিতার বয়স কত?'

'চুয়াল্লিশ বছর।'

ব্যাজারভ হঠাৎ একেবারে হাহা-হাহা করে অট্টহাসিতে যেন ফেটে পড়ল।

'তুমি অমন করে হঠাৎ হেসে উঠলে যে?'

'একজন চুয়াল্লিশ বছরের লোক, এই রকম একটা গেঁয়ো জায়গা—সহর থেকে দূরে, ছেলের বাপ, বাড়ীর কর্ত্তা বাজাচ্ছে বিরাট বেহালা—ভায়লিন-সোলো।'

ব্যাজারভ কেবলই জোরে-জোরে হাসতে লাগল, কি আর্কাডি তার গুরুর অনেক জিনিষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করত বটে, এবারে কিন্তু সে আর সে-হাসিতে যেন একেবারে যোগ দিতে পারলে না।

[দশ]

প্রায় একপক্ষ কাল এমনি কেটে গেল। মেরিইনোতে জীবনধারা যেমন একই বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে দিয়ে চলে, তেমন ভাবেই চলতে লাগল। আর্কাডি কেবল আলস্যতে ভোগের মধ্যে কাটাতে লাগল, আর ব্যাজারভ কাজ ক'রে যেতে লাগল। বাড়ীর প্রত্যেক লোকই তার ব্যবহার ক্রমেই অভ্যস্ত করে নিয়েছে, তার ওই সব বিষয়েই তাচ্ছিল্যের ব্যবহার, তার রূঢ় ও আকস্মিক তিক্ত বাক্য সকলেরই গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বিশেষতঃ ফেনিচকা তার সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশা করতে লাগলে যে, একদিন রাত্রে, মিটিয়ার তড়কার মত হয়, সে নিজে গিয়ে তাকে ঘুম থেকে উঠিয়েছিল। ব্যাজারভ গেল হাই তুলতে তুলতে, খানিকটা ঠাট্টা করতে করতে; সেখানে গিয়ে দু'ঘণ্টা থেকে ছেলেটার অসুখ থেকে সুস্থ ক'রে চলে আসে। অন্যদিকে প্যাভেল পেত্রভিচ যতই দিন যেতে লাগল, ততই মর্ম্মান্তিক ভাবে মনে-প্রাণে ওই ব্যাজারভকে ঘৃণা করতে লাগলেন। তাকে দেখলেই জ্বলে যেতেন, তাকে তাঁর মনে হ'ত, নিষ্প্রভ চাতুর্য্য বুদ্ধি, অবিশ্বাসী, বোকা আর জঘন্য ইতর। তিনি বেশ সন্দেহ করতেন যে, ব্যাজারভ তাঁকে কোন রকম সম্মান ত' করেই না, বরং তাঁকে—প্যাভেল কীরষানোভের প্রতি বেশ ঘৃণার ভাবই শুধু তার আছে, তা ছাড়া প্যাভেল পেত্রভিচের প্রতি তার আর কোন ভাবই নেই! নিকোলাই পেত্রভিচ বরং এই যুবা 'নিহিলিষ্টকে' ভয়ই করতেন আর কেবলই সন্দেহ করতেন যে, এর প্রভাব আর্কাডির ওপর সত্যি কোন ভাল ফল দেবে কিনা; কিন্তু নিজে তার কথা শুনতেন। সে যখন তার বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক গবেষণার মধ্যে নানাবিধ পরীক্ষা করত, তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে

খুব আনন্দ পেতেন। ব্যাজারভ তার সঙ্গে আসবার সময় একটা মাইক্রস্কোপ—অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল, এবং ঘন্টার পর ঘণ্টা সেই কাজে নিবিষ্ট হয়ে অতিবাহিত করত। চাকর-বাকরেরা যখন-তখন তার কাছে যেত, যদিও সে তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত, তারা কিন্তু মনে করত যে, সে তাদেরই মধ্যের একজন, সে তাদের প্রভু নয়। দুনিয়াশা সকল সময়েই তাকে দেখে হাসত, তার দিকে বেশ মানে-করা চোরা-চাহনি চাইত, আবার খরগোসের মত টুক্ ক'রে লাফিয়ে পালিয়ে যেত। পিয়ত্রে একটা বোকা অহঙ্কারী চাকর, সকল সময়ই একটা ভুরু-কোঁচকান সাজা-ভাব নিয়ে থাকত—মানুষটার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, তাকে বেশ ভদ্র দেখাচ্ছে, বইয়ের এক পৃষ্ঠা বানান করে পড়তে পারে—খুব যত্নের সঙ্গে তার কোট ঝেড়ে-ঝুড়ে দেয়—সেও, ব্যাজারভ যদি একবার তার দিকে তাকাত বা একটা নজর করত ত' অমনি হেসে ফেলত আর তার মুখ উজ্জল হয়ে উঠত। খামারের ছোকরাগুলো 'ডাক্তার সাহেবের' পিছনে পিছনে কুকুর-ছানার মত ঘুরে বেড়াত। শুধু কেবল সেই বুড়ো প্রকোফিচ ব্যাজারভকে একেবারেই পছন্দ করত না। সে খাবার সময় 'ডিনার টেবিলে' তার দিকে ডিস্ দিত মুখ গোমড়া করে,—বলত তাকে 'লোকটা কসাই', হঠাৎ একটা উটকো বড়-মানুষ—তার ওই গোঁফ-দাড়ি দেখলে মনে হয় যেন, খোঁয়াড়ের শূয়োর। প্রকোফিচ অনেকটা তার নিজের দিক দিয়ে—প্যাভেল পেত্রভিচের মতই আভিজাত্যের গরব রাখে।

বছরের সব চেয়ে ভাল দিন এল—জুন মাসের প্রথম। চমৎকার বাতাস। যদিও দূরে কলেরা-রোগের প্রকোপ বেশ বেড়ে উঠেছে, তথাপি বাসিন্দারা তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেন বিশেষ পরিচিত হয়েই আছে। ব্যাজারভ খুব ভোরে উঠে বেড়াতে বেরুত' দু'মাইল তিন মাইল পথ, ঠিক যে শুধু বেড়াবার জন্যে, তা নয়—কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া সে কখনো বেড়াতে বেরুত না ; কিন্তু সে বেরুত নানা রকম লতা-পাতা আর পোকা মাকড়ের জন্যে। কখন কখন সে আর্কাডিকেও সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুত। বাড়ী ফিরে আসবার সময় প্রায়ই খুব তর্ক বেধে যেত। আর্কাডি শেষটা তার আসল কথা ছেড়ে যেত, অথচ তার সঙ্গীর চেয়ে সেই বেশী কথা বলত।

একদিন তাদের ফিরে আসতে একটু বেশী দেরী হয়ে গেছে। নিকোলাই বাগানে তাদের সঙ্গে মেলবার জন্যে এগিয়ে গিয়েছেন। যেমন তিনি কুঞ্জের কাছাকাছি গেছেন, তিনি তাড়াতাড়ি পা-ফেলার শব্দ শুনলেন ও সঙ্গে সঙ্গে দু'টী যুবকের গলার আওয়াজ। তারা কুঞ্জের অন্য ধার দিয়ে কথা কইতে কইতে আসছিল। তাঁকে একেবারে দেখতে পায়নি।

আর্কাডি বললে, 'তুমি আমার পিতাকে খুব ভাল ক'রে জান না।'

ব্যাজারভ বললে 'তোমার বাবা অতি চমৎকার মানুষ, আমি জানি। কিন্তু তিনি কালের গতির ঢের পেছনে পড়ে' আছেন, তাঁর দিন ফুরিয়ে গেছে।'

নিকোলাই খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে কানখাড়া করে'—শুনছিলেন।...আর্কাডি তাতে কোন উত্তরই দিলে না।

যে লোকটার দিন ফুরিয়েছে, তিনি কিন্তু কথাটা শুনে দু' মিনিটের জন্তে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইলেন ; তারপব, চুপি চুপি যেন লুকিয়ে-পালিয়ে বাড়ীর ভেতর ফিরে গেলেন।

'এই পরশু আমি দেখলাম তিনি 'পুসকীন' নিয়ে পড়ছেন'—ইতিমধ্যে ব্যাজারভ কিন্তু বলে যেতে লাগল—'তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বল, যে 'পুসকীন' পড়ে পৃথিবীর বিশেষ কোনই কাজে আসবে না। তিনি ত' আর কচি-খোকাটী নন, এ ত বুঝতে পার, এখন ও-সব হাবজা-গোবজা বাজে যত—ছুঁড়ে ফেলে দেবার সময় এসেছে। এই দিনে—অ্যাঁ, কি অদ্ভুত মানুষ, কেউ আবার রোমান্টিক হয়! তাঁকে কিছু ভাল কাজের জিনিষ, বুদ্ধির জিনিষ পড়তে দিয়ো।'

আর্কাডি জিজ্ঞাসা করলে, 'কি তাঁকে তাহ'লে পড়তে দেব ?'

'ও, তা বুস্নারের 'ষ্টফ্ অ্যাণ্ড ক্রাফট' পড়তে আরম্ভ করতে দাও।'

আর্কাডিও সেই কথায় সায় দিয়ে বললে ; 'আমিও তাই মনে করি। 'ষ্টফ্ অ্যাণ্ড ক্রাফট' বেশ সহজ সাধারণ ভাষায় হয়েছে লেখা...'

সেই দিন খাবার পর নিকোলাই পেত্রভিচ তাঁর দাদা প্যাভেলের কাছে বলছিলেন, তিনি তখন তাঁর পড়বার ঘরে বসে—'তাই এখন মনে হয়—তুমি আমি এখন কালের তালের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারছি নে, আমাদের দিন ফুরিয়ে গেছে। ভাল, ভাল, তা ব্যাজারভ যা কিছু বলে তা হয়ত ঠিক। কিন্তু একটা কথা আমাকে বলতে হবে যে, তাতে আমার বিশেষ ব্যথা লাগছে মনের ভেতর। আমি আগে মনে আশা করেছিলাম, আজও সে-আশা এখন করি যে, আর্কাডির সঙ্গে আমি আরো বেশী ঘনিষ্ঠভাবের মধ্যে আসব। কিন্তু এখন দেখছি, আমি পেছনেই রইলাম পড়ে, সে আমায় ফেলে অনেকখানি এগিয়ে চলে গেছে—এখন আর আমরা পরস্পরকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'সে এগিয়ে গেছে কি রকম? আর কিসে সে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হয়ে পড়ল, শুনি ?' প্যাভেল পেত্রভিচ একেবারে অধীরভাবে চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন। 'এ সেই বিরাট শক্তিমান ভদ্রলোকটি, সেই নিহিলিষ্টটা তার মাথায় এই সব ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি ওই ডাক্তারটাকে ঘৃণা করি। আমার মতে, সে একটা বাজে হাতুড়ে বদ্যি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার বেশ বিশ্বাস হয়ে গেছে, তার ওই যত ব্যাঙাচির ব্যাপারই বল, ও সব বাজে! সে ওষুধ-পত্রেও যে বিশেষ কিছু জানে বা শিখেছে, তা একেবারেই নয়।'

'না, দাদা তা বলতে পার না,—না তা নয় ; ব্যাজারভের বিদ্যা আছে, সে তার ডাক্তারী বিদ্যা বেশ ভালই জানে।'

প্যাভেল পেত্রভিচ আবার বললেন 'ওইতেই তার অহঙ্কারের সীমা নেই, সে অহঙ্কার অসহ্য।'

নিকোলাই পেত্রভিচ বললেন, 'লোকটা অহঙ্কারী বটে, হ্যাঁ। কিন্তু তা ছাড়া আমার বোধ হয় কোন কাজও করা যায় না। কেবল ওই জিনিষটা আমি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরিনে। আমি একটা নতুন মডেল খামার আরম্ভ করেছি। নিশ্চয়ই তার আমি খানিকটা ভালই

করেছি, সমস্ত প্রদেশের লোক আমাকে বলে 'রেড র‍্যাডিক্যাল'। আমি পড়া-শোনা করছি,. সময়ের বুকের তালের শব্দের সঙ্গে নিজের বুকের তালের শব্দ সমান মিলিয়ে চলতেই ত' চেষ্টা করছি সকল রকম,—আর তারা বলে কিনা, 'আমার দিন ফুরিয়ে গেছে!' আর দাদা, আমারও মনে হচ্ছে তা কতকটা বোধহয় সত্যিই।'

'কেন, এ মনে হবার কারণ ?'

'কেন, আমি তোমায় বলছি। আজ সকালে বসে আমি 'পুসকীন' পড়ছিলাম··· আমার মনে আছে, সেটা—সেই বইখানা হ'ল 'জিপসিস'···হঠাৎ কোথা থেকে আর্কাডি আমার কাছে এল—কোন কথা না বলে, এমন একটা প্রবল দয়ার ভাব মুখে মাখা, তারপর আমি যেন অতি ছেলেমানুষ,—যেন ছোট্ট বালক, এমনি ভাবে আমার কাছ থেকে বইখানা টেনে নিলে—তার বদলে আর একখানা বই আমার সামনে রাখলে,—একখানা জার্ম্মাণ বই, একটু হাসলে, তারপর চলে গেল, 'পুশকীন' খানা সঙ্গে নিয়ে গেল।

'কি কি···কি বই সে দিয়ে গেল ?'

'এই বইখানা।'

এই কথা বলে নিকালাই পেত্রভিচ তার কোটের পেছনের পকেট থেকে, বুসনারের সেই বিখ্যাত বই—নবম সংস্করণ—বার করে দেখালেন।

প্যাভেল পেত্রভিচ বইখানা নিয়ে উলটে-পালটে দেখে, গর্জ্জনের সুরে বললেন 'হুম্! আর্কাডি নিকোলায়েভিচ দেখছি তোমাব শিক্ষার ভার হাতে নিলে! ভাল কথা, তুমি এখানা পড়তে চেষ্টা করেছিলে ?'

'হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করেছিলাম।'

'ভাল, এ বইখানা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় ?'

'হয় আমি একটা নিরেট গাধা, আর না হয় এর সবটাই বাজে কথা। আমার মনে হচ্ছে—আমিই বোকা গাধা।'

প্যাভেল পেত্রভিচ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার জার্ম্মান ভাষা শেখা ছিল,—ভুলে যাওনি তুমি ?'

'না, তা জার্ম্মান পড়ে আমি বুঝতে পারি।'

প্যাভেল পেত্রভিচ আবার বইখানা নিজের হাতে নিয়ে উলটে-পালটে দেখতে লাগলেন; আর মাঝে মাঝে এক একবার তাঁর ভাইয়ের মুখের দিকে দেখতে লাগলেন। দু-জনেই একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছেন।

নিকোলাই—পেত্রভিচ কথাটা একেবারে অন্য পথে নিয়ে যাবার জন্যে বললেন, 'হ্যাঁ, ভাল কথা, আমি বলতেই ভুলে গেছি, কলিয়াজিনের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি দাদা।"

'মাট্ভি ইলিইচ ?'

'হ্যাঁ, সে এসেছে ওখানে—ওই প্রদেশটা বিশেষভাবে তদারক করতে—সে ত' এখন মস্ত

লোক হয়ে পড়েছে। আমাকে লিখেছে, যেমন কুটুম্ব-আত্মীয়কে লিখতে হয়; তার ইচ্ছে যে, আমরা তার সঙ্গে দেখা করি। সে তোমাকে, আমাকে আর আর্কাডিকে সহরে নিমন্ত্রণ করেছে—তার ওখানে।'

প্যাভেল পেত্রভিচ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি সেখানে যাচ্ছ না কি?'

'না—তবে তুমি যাবে কি?'

'না, আমিত' সেখানে যাচ্ছিনি। শুধু শুধু চাল্লিশ মাইল পথ, মিথ্যে বিনা-কাজে নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। ম্যাথিউ তার গৌরব আর তার গরিমাটা নিজে একবার দেখাতে চায়। জাহান্নমে যাক্ সে! সারাটা প্রদেশ তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসবে;—আমাদের ছেড়ে দিয়েও তার তাতে বেশ চলে যাবে এখন। বিরাট সম্মান নিশ্চয়ই, মন্ত্রী-পরিষদের মন্ত্রী! আমি যদি এতদিন চাকরীতে থাকতাম, যদি এতদিন ঘোড়ায় জিন দিয়ে তেমনি ভাবে জীবনটাকে চাকরীর মধ্যে ঘসড়াতে-ঘসড়াতে নিয়ে চলতাম, আমিও এতদিনে একটা হোমরা-চোমরা সেনাপতি হয়ে যেতাম! আর তা ছাড়া, তুমি আমি এখন কালের গতির অনেক পেছনে পিছিয়ে গেছি ভাই!

'হ্যাঁ দাদা, আর কেন—আমাদের সময় হয়ে গেছে, তাই বোধ হয়, এখন আমাদের 'কফিন' তৈরী করবার ব্যবস্থাই করা সঙ্গত; আর বুকের উপর সেই হাত দু'খানি রেখে 'ক্রুশ চিহ্ন' নেওয়াই উচিত।' নিকোলাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে—এই কথা বললেন।

'তা আমি কিন্তু এত শীগগির ছেড়ে দিচ্ছিনি' তাঁর দাদা একটু যেন দুঃখের সঙ্গে ঠোঁট চেপে কথটা বললেন। 'আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, ওই ডাক্তার-লোকটার সঙ্গে আমরা একটা বেশ ভালরকম ঝগড়া বাধবে—এ আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছি।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় ঝগড়া গেল বেধে। প্যাভেল পেত্রভিচ ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করলেন। উত্ত্যক্ত ও বিরক্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—ঝগড়ার জন্যে একেবারে প্রস্তুত হ'য়ে—তিনি শুধু শত্রুর উপর কতক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তারই অছিলা খুঁজছেন। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল, কিছুতেই আর সে সুযোগ আসছে না। ব্যাজারভ একটা নিয়মই ক'রে ফেলেচিল যে—'বুড়ো কীরষাণোভদের সামনে সে আর বড় বেশী কথা-বার্তা বলত না—('বুড়ো কীরষাণোভ' সে ওই দুই ভাইয়ের নাম দিয়েছিল)—আর সেদিন সন্ধ্যায় তারও মেজাজটা ছিল না ভাল—কোন কথাই সে কইছিল না। সে কেবল পেয়ালার পর পেয়ালা চা ঢেলে-খাচ্ছিল। প্যাভেল পেত্রভিচ ত' একেবারে অধীর হয়ে আগুনের মত জ্বলছিলেন…তারপর তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হল।

একজন প্রতিবেশী জমিদারের কথা হচ্ছিল। ব্যাজারভ তাচ্ছিল্যের ভাবে বললে—'পচা-অভিজাত্যের গুমুরে' পিটার্স বার্গে তাঁর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

'তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে অনুমতি দাও' প্যাভেল পেত্রভিচের কথা বলবার সময় ঠোঁট কাঁপছিল—তিনি বললেন—'তোমার ধারণা-মতে 'পচা' আর 'আভিজাত্য' দু'টোর মানে বোধ হয় একই ?'

আমি বলেছি—'আভিজাত্যের গুমুরে'—ব্যাজারভ আলস্যভরে এক চুমুক চা গলায় ঢেলে কথাটা বললে।

'ঠিক তাই বটে, কিন্তু আমার মনে হয় যে অভিজাতদের সম্বন্ধে তোমার যা মত, 'আভিজাত্যের গুমুরে' সম্বন্ধেও ওই একই কথা। আমার মনে হয় এটা তোমাকে বিশেষভাবে জানান উচিৎ যে, আমি তোমার ও-মতের পক্ষপাতী নই। এটা বোধ হয় আমি সাহস ক'রে বলতে পারি যে, এ সকলেই জানে—আমি একজন খোলা-ভাবের লোক, আর যাতে সংসার ও সমাজের উন্নতি হয়, তারই বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু ঠিক সেই একই কারণে, আমি অভিজাতদের শ্রদ্ধা করি; যারা সত্য-সত্যই অভিজাত। দয়া ক'রে স্মরণ ক'রে রেখ। (এই কথা বলতেই, ব্যাজারভ প্যাভেল পেত্রভিচের দিকে চোখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখলে।) প্যাভেল পুনরায় কথার ভেতর বেশ একটু ঝাল মাখিয়ে বললেন, 'দয়া ক'রে সেটা স্মরণ রাখ যে, ইংরাজের আভিজাত্য—তারা কোন দিন কোন কালে তাদের নিজেদের অধিকার একচুলও ছাড়েনি, ছাড়েও না। সেই জন্যে তারা অন্যের অধিকারের সম্মান যথেষ্ট দেয়। তাদের যেটা প্রাপ্য, সেটা তারা সকল রকমে আদায় ক'রে নিতে চায়, সেই কারণে তাদের যা কর্ত্তব্য তা তারা সকল-রকমে পালন করে। এই অভিজাত্যই ইংলণ্ডকে স্বাধীনতা দান করেছে, এই অভিজাত্যেই তার স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে বজায় ক'রে রেখেছে।

'ও সব গল্প আমরা অনেকবারই শুনেছি, এখনও শুনছি কিন্তু তাতে ক'রে আপনি কি প্রমাণ করতে চান ?' ব্যাজারভ উত্তর করলে।

'এ থেকে আমি প্রমাণ ক'রে নিতে চাই এই যে,—(প্যাভেল পেত্রভিচ যখন রাগতেন, তখন তিনি ইচ্ছা ক'রেই এমনি ভাবে কথা কাট-ছাঁট ক'রে বলতেন, যদিও তিনি বেশ জানতেন যে, সেভাবে কথাবার্ত্তা বলাটা একেবারেই ব্যাকরণ-সঙ্গত নয়। এই যে কথা বলবার ধরণ, এটা সেই আলেকজান্দারের সময় থেকেই ফ্যাসানের একটা খেয়ালের মত, অভ্যাস-বশে চলে আসছে। তখনকার দিনে বাহার ছিল যে, তাদের নিজেদের ভাষা বলবার সময়ও, ওই রকম হঠাৎ কথা বলার একটা ব্যবহার ছিল,—যেমন আমরা বলি না, 'আমরা, অবশ্য, জন্ম থেকে রুষিয়ান। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা হলেম, অহঙ্কারী; ও সব পণ্ডিতদের ভাষার আইন-কানুন অগ্রাহ্য করবার মত স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি'।) 'আমি এর দ্বারা এই প্রমান করিতে চাই, মশায়, নিজের আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মানের উপর প্রতিষ্ঠা—সে দু'টী ভাবই অভিজাতদের মধ্যে বিশেষ ভাবে সজাগ ও পরিপুষ্ট—তা ছাড়া সমাজের কোন নিশ্চিত দৃঢ় ভিত্তিই থাকে না···সাধারণের মঙ্গল···সমাজের টানা-পড়েনের বাঁধন—নিজের চরিত্র, মশায়—সেইটাই হ'ল আসল বড় কথা। মানুষের নিজের চরিত্র

একেবারে পাকা পাথরের গাঁথনির ওপর ভিৎ গাড়ে—কারণ তার ওপরই সব জিনিষ গড়ে তোলা হয়। আমি বেশ ভাল রকমই জানি, যেমন বলা যেতে পারে যে, তুমি আমার নানা রকম অভ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে সন্তুষ্ট হও—আনন্দ পাও, আমার এই ধারা-ধরণ, আমার এই পরিস্কার-পরিচ্ছন্নত্ব, বস্তুত, সবই নাকি হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু ও-সবগুলো আসে নিজের আত্মসম্মানের জ্ঞান থেকে, নিজের প্রতি শ্রদ্ধার জন্যে। একটা চির সজাগ কর্ত্তব্য-বুদ্ধি থেকে—হ্যাঁ কর্ত্তব্য-বুদ্ধি থেকেই। আমি এই পাড়াগাঁয়ে বাস করি, এই জঙ্গলে, কিন্তু তাই ব'লে নিজেকে ছোট করতে যা'ব কেন? মানুষের যে আত্মসম্মান মর্য্যাদা, আমি ত আমার নিজের মধ্যে রেখে তাকে শ্রদ্ধা করি।'

ব্যাজারভ তখন একটু ভঙ্গীর সঙ্গে বললে—'আচ্ছা প্যাভেল পেত্রভিচ মশায়, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে অনুমতি দিন। আপনি নিজেকে শ্রদ্ধা করেন, আপনার হাত দু'খানি হাতের উপর রেখে বেশ বসে থাকেন, তাতে সাধারণের কি এমন মঙ্গল সংসাধিত হয়? আপনি যদি নিজেকে সম্মান না করতেন, তা হলেও ওই একই রকম ফল হ'ত।'

প্যাভেল পেত্রভিচ একেবারে সাদা হয়ে গেলেন। 'এ হ'ল সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন তোলা। এটা সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক যে, তোমার কাছে, কেন আমি এ এমনভাবে হাত মুড়ে বসে বসে থাকি,—তার কৈফিয়ৎ দেওয়া—ওভাবে কথাটা ব'লে তুমি একটু আনন্দ পেলে। আসল কথাটা আমার বলবার এইটে ইচ্ছে যে, অভিজাত্য হ'ল জীবন-যাত্রার একটা পরম সূত্র, আমাদের কালে, কোন দুর্নীতির লোক—কিম্বা বিশেষ বেয়াকুব লোক ছাড়া জীবন-যাত্রার এই পরম সূত্র ছাড়া চলতে পারে না। আর্কাডি যে দিন বাড়ী আসে, তার ঠিক একদিন পরেই আমি একথা তাকে বলেছি এবং এখন পুনরায় তাকে সেই কথা বলছি। নিকোলাই, তাই কি আমি বলি নি?'

নিকোলাই পেত্রভিচ মাথাটা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিলেন।

'আভিজাত্য, লিবার‍্যালিজম, প্রগতি, জীবনের সূত্র' ব্যাজারভ ইতিমধ্যে বলে যেতে লাগল—'এই সব নিয়ে যদি একবার ভেবে দেখেন, যত বিদেশী বুলী···অযথা অর্থহীন কতকগুলো বাক্য। একজন রুষিয়ানের কাছে ওর কোন মূল্য নেই।

'তা হলে তোমার মতে লোকের জন্যে ভাল কোন জিনিষটা শুনি? যদি তোমার কথা মানতে হয়, তাহলে আমরা ত' একেবারে মনুষ্যত্বের বাইরে, মানুষের আইন-কানুনের বাইরে গিয়ে দাঁড়াব।—ভাল—এস, বোঝাও ইতিহাসের একটা বিচার-বিচক্ষণী পদ্ধতি আছে'···

'কিন্তু এসব ইতিহাসের বিচার-বিচক্ষণী পদ্ধতির, আমাদের প্রয়োজনটাই বা কি? ওটাকে বাদ দিয়েও ত' আমাদের জীবন-যাত্রা চলতে পারে বেশ।'

'এ কথার মানে কি?'

'কেন, এত স্পষ্ট? ন্যায়শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই। আমার ইচ্ছা, যখন

তোমার ক্ষিধে পেয়েছে তখন তোমার মুখে এক টুকরো রুটী দিতে। আমাদের ওসব আইন-কানুন বিচার পদ্ধতি ন্যায়শাস্ত্রের দরকারটা কি?'

প্যাভেল পেত্রভিচ ভয়ে তাঁর হাত দুখানা ওপর দিকে তুলে ধরলেন।

'এ কথার পর আমি তোমার কোন কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নি। তুমি সমস্ত রুষিয়ান জাতিকে অপমান করছ। এ আমি বুঝতেই পারিনে, আইন-কানুন, নীতির সূত্র এ সব না মানবার মত বুদ্ধি কেমন ক'রে হয়। তা হ'লে কোন্ বুদ্ধি কি নিয়ম ধরে তুমি চলছ শুনি?'

আর্কাডি বলে বসল তখন—জ্যাঠামহাশয়, আমি তোমাকে ত' বলেছি যে, আমরা কারও কর্তৃত্ব অধিকার মানি না।

'যা করলে মানুষের উপকার হয়, সেইগুলোকেই আমরা কাজ বলে গ্রহণ করি। ব্যাজারভ বললে—'আমারা এখন দেখছি যে, কিছু না-মানাই হচ্ছে—আজের দিনের পক্ষে সব চেয়ে উপকারী—আর সেই জন্য অস্বীকার করি'—

'পৃথিবীর যা কিছু?"

'পৃথিবীর সব কিছুই!'

ব্যাজারভ পুনরায় বললে, 'সব কিছুই—বলবার ভঙ্গীতে তার অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ফুটে উঠল। প্যাভেল পেত্রভিচ অবাক হয়ে তার দিকে চোখ তাকিয়ে রইলেন। এরকম ভাবের কথাটা তিনি একেবারেই আশা করেন নি—ওদিকে আর্কাডির মুখখানা আনন্দের ভাবে কেমন যেন লাল হয়ে উঠল।

তখন নিকোলাই পেত্রচিভ বল্‌তে আরম্ভ করলেন—'আচ্ছা আমায় কিছু বলতে দাও। যদিও তুমি সকল জিনিষই অস্বীকার কর অথবা আরো একটু পরিস্কার ঠিক-ঠিক ভাবে বললে বলতে হয় যে, তোমরা সব জিনিষই ধ্বংস করতে চাও—কেমন ···কিন্তু এটা তোমরা নিশ্চয়ই বোঝ, শুধু ভাঙলেই হবে না, গড়তে হবে।

'ও কাজ এখন আমাদের নয়···আগে সব ভেঙে-চুরে সাফ ক'রে দিতে হবে—জমিটাকে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

আর্কাডি খুব গম্ভীর হয়ে বললে—দেশের লোকের বর্ত্তমান যে অবস্থা, তাতে তাদের যা প্রয়োজন, আমরা সবাই বাধ্য তাদের সে-সব অভাব দূর করবার জন্যে এই সব ব্যবস্থা করতে; তা না ক'রে আমাদের নিজেদের স্বার্থ বা কোন রকম আরাম করবার কোন অধিকার নেই।

শেষ দিকের এই কথা গুলো ব্যাজারভের একটুও ভাল লাগল না। একথার মধ্যে কেমন যেন একটা রোম্যান্টিসিজমের কাল্পনিক দর্শনের গন্ধ আছে। কারণ ব্যাজারভ দর্শনকেও ওই একটা কাল্পনিক (রোম্যান্টিসিজমের) রসের ব্যাপার বলেই মনে করে। কিন্তু তার প্রিয় নবীন শিষ্যটাকে তা থেকে, শুধরে দেওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন বোধ করলে না।

প্যাভেল পেত্রচিভ খুব জোর-গলায় উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন—"না' না, আমি একথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই যে, তোমরা আজকালকার ছোকরারা সমস্ত রুষীয়দের চেয়ে বেশী চেন, তোমরা তাদের সব বিষয়ের প্রতিনিধি, তাদের অভাব-অভিযোগ, তাদের সকল চেষ্টার ব্যর্থতা ও সার্থকতার তোমরাই যে প্রতিনিধি—এ কথা কিছুতেই আমি বিশ্বাস করিনে। না, রুষিয়া জাতটাকে তোমরা যা মনে কর তা একেবারেই নয়। তাদের কাছে, তাদের পুরাকালের সভ্যতার যে ধারা, তা সম্পূর্ণ পবিত্র; এ একটা সেকালের পিতৃকুলগত জাতি, এরা কখনো তাদের সে বিশ্বাস না রেখে বাঁচতেই পারে না'···ব্যাজারভ বাধা দিয়ে বললে, 'আমি ত' সে বিষয়ে নিয়ে কোন তর্ক-বিতর্ক করছিনি, বরং আপনি যা বলছেন তাতে আমিও সম্পূর্ণ একমত···'

'কিন্তু যদি আমার কথাই ঠিক হয়···'

'আর তা হলেই বা কি হল, একই কথা, তাতে প্রমাণটা কি হল—কিছু না।'

আর্কাডি তখন পুনরায় বললে—'তাতে কিছু প্রমাণ হ'ল না'। আর্কাডির কথার ভঙ্গী হ'ল একজন পাকা দাবা খেলোয়াড়ের চাল-দেওয়ার মত—যে তার প্রতিপক্ষের চালটা যে বিষম বদচাল্ তা ধরে ফেলেছে—কাজেই তাতেই যে সে বিশেষ অবাক হয়ে ভীত হবে, তা নয়।

প্যাভেল পেত্রভিচ হতভম্বের মত হয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—'এতে কোন প্রমাণ হ'ল না, মানে? তোমরা তা হলে দেশের লোকের বিরুদ্ধেই চলেছ।

ব্যাজারভ চীৎকার ক'রে উঠল, 'আর তাই যদি আমরা করি তাতেই বা হয়েছে কি? দেশের লোকের ধারণা, যখন বাজ পড়ে, তখন অবতার ইলায়া তাঁর রথ নিয়ে বুক চিরে চলেছে। তাতে হল কি? আমরা কি সেই মতেই মত দেব না, তাতেই সায় দেব, মানবো? তা ছাড়া কথা হচ্ছে, দেশের লোক হ'ল রুষীয়, কিন্তু আমি কি, আমি রুষীয় নই?'

'না, তুমি কখনো রুষীয় নও, তুমি রুষিয়া সমন্ধে যে সব কথা বললে, তারপর আর তুমি রুষীয় নও। আমি তোমাকে রুষীয় বলে কিছুতেই মেনে নিতে পারিনে।'

'আমার ঠাকুরদাদা জমি চাষ করেছে,' ব্যাজারভ তেজ দর্প অহঙ্কারের সঙ্গে উত্তর করলে—'আপনার যে কোন চাষীকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন, আমাদের মধ্যে কে, আপনি না আমি,—কাকে—সে তার নিজের দেশের আপনার লোক বলে মেনে নেয়। আপনি ত' তাদের সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয় তাই জানেন না।

হ্যাঁ, তোমরা তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পার বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘৃণাও কর।

'ভাল কথা, তারা হয়ত ঘৃণার যোগ্য। আপনি আমার ব্যবহারে দোষ দেখছেন, কিন্তু কি'রে আপনি জানালেন যে, ওই ঘৃণা করার ভাব আমার হঠাৎ অমনি জন্মেছে। সেটা যে, সেই একই স্ব-জাতির প্রতি স্নেহ-মমতার ভিতর থেকেই জন্মায়নি —যে জাতীয় ভাব থেকে আমাদের মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, আমাদেরও সে একই দেশাত্মভাব থেকে যে জন্ময়ানি, এ অপনি কি করে বুঝলেন?'

'কি কথার ধরণ! ঠিক যেমন নিহিলিষ্টারা বলে!'

'তারা এই রকম কথা ব্যবহার করে, বলে কি না বলে, সে বিচার করার কথা এখানে ত' হচ্ছে না। কেন-না আপনি যে একটা ফালতো মানুষ, সংসারের বা দেশের কোন কাজেই যে আপনি লাগেন না এ কথা নিশ্চয়ই ভাবেন না।'

'একি! একি! ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্ব-বিশেষ নিয়ে কথা কাটাকাটি কেন, একি! নিকোলাই পেত্রভিচ উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললেন।

প্যাভেল পেত্রভিচ শুধু একটু হাসলেন, তারপর তাঁর ভাইয়ের কাঁধটা চাপড়ে তাকে বললেন...'বোস, বোস,...ব্যস্ত হয়ো না—অস্বস্তি বোধ করছ কেন,—আমি নিজেকে, ভয় নেই, ভুলব না; ভুলব না এই জন্যে যে, আমাদের বন্ধু—এই আমাদের বন্ধু ডাক্তার—যা কিছু সম্মানের তাকে একেবারে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করেছে।' তারপর তিনি ব্যাজারভের দিকে ফিরে আবার বলতে লাগলেন—'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা হয়ত মনে করছ যে, তোমাদের এই মতটা সম্পূর্ণ নাকি নতুন একেবারে অভিনব—কিন্তু তা ত' নয়। সেটা একেবারে ভুল তোমাদের, সে মেটিরিয়ালিজম—সে বাস্তবতার কথা, ও-কথা অনেকদিন ধরেই চলে আসছে, আর তার যে খুব বেশী মূল্য নেই, সে অনেক দিনই প্রমান হয়ে গেছে...

'মেটিরিয়ালিজম! ওই আবার সেই বিদেশী কথা।' ব্যাজারভ বললে। সে মনে মনে যেন বেশ হিংস্রকের ভাব জাগাতে আরম্ভ করেছিল, তার মুখখানা যেন একটা কর্কশ তামাটে রঙে ভরে গেল।—'প্রথমতঃ, আমরা কোন মতকে প্রশ্রয় দিই না,—আমাদের কাজের ধারা তা নয়।'

'তা হলে তোমরা কি কর, সেটা শুনি?'

'আমরা যে কি করি, তা আপনাকে আমরা বলব—কিছুকাল আগে,—আমরা বলতাম যে, রাজকর্ম্মচারীরা ঘুষ নেয়, আমাদের রাস্তা-ঘাট নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য নেই,—ঠিক ঠিক বিচার হয় না আমাদের দেশে...'

'ও দেখছি, তোমরা হলে সব সংস্কারকের দল—আমার মনে হচ্ছে, ওই কথাটাই বোধ হয় বলে না? তোমাদের অনেক সংস্কারের সঙ্গে আমার হয়ত মত থাকতে পারে, কিন্তু...'

'তারপর আমরা দেখলাম, আমাদের বেশ সন্দেহ হ'ল যে, ওসব শুধু বাক্য, শুধু বাক্য ছাড়া আর ও কিছুই নয়—এই যে আমাদের সামাজিক ব্যাধির কথা সব বলা হয় না, ওর কোন মূল্য নেই, ও শুধু ওপর-ওপর ভাসা-ভাসা কথা, আর শুধু বিদ্যে জাহির করার

অহঙ্কার। আমরা দেখেছি, যারা আমাদের নেতা, সমাজের মাথা-ধরা লোক—যাদের আমরা সব অগ্রগামী মহাজন বলি, সংস্কারক বলি, ওসব কোন কাজের নয়, ও শুধু আমরা রাজ্যের বেয়াকুবীর ওপর বাজে কাজের কথা বলে নিজেদের ব্যস্ত করে রাখি, শিল্প-কল্প কলা সম্বন্ধে যত বাজে কথা বসে বসে বকি, মহাভাবের সৃষ্টি শক্তি, পারলামেণ্টারিজম—জুরির বিচার, আর কত কি কথা, সব তাঁরাই জানে, কিন্তু সকল ক্ষণই, সব সময়েই আমাদের যত খেলো বাজে কুসংস্কার তার মধ্যে দম আটকে যাচ্ছে, করছি তবু বাস—যা কিছু চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে, শুধু দুঃখে হচ্ছে পরিণত ; কারণ শুধু তার এই, যে, তেমন সৎলোক কেউই নেই যে কাজ প্রাণ দিয়ে ভাল ক'রে করে। তারপর গবর্ণমেণ্ট আমাদের জন্যে যে স্বাধীনতা দেবার নানা ব্যবস্থা করছেন, আমরা ব্যস্ত হচ্ছি, কিন্তু তা যে আমাদের কোন কালে কাজে লাগবেঁ বা ভাল হবে তার কোন কারণ নেই,—কেননা, চাষারা এমন অসভ্য, নিজেরাই নিজেদের আনন্দের সঙ্গে চুরি-চামারি জোচ্চুরি করে নেবে, নিয়ে তাড়ির দোকানে ঢুকে খুব কসে মদ-ভাঙ খাবে।'

'বেশ, বেশ, তুমি এসব যখন মেনে নিয়েছ'—প্যাভেল পেত্রভিচ তার মধ্যে থেকে বলে উঠলেন—'তুমি এসব বিষয়ে বেশ ভাল ক'রেই জেনেছ, আর স্থির করেছ যে, তোমরা নিজে এসব ব্যাপার নিয়ে অত মাথা ঘামাতে রাজী নও।'

ব্যাজারভ দাঁতে দাঁত দিয়ে অতি রূঢ়ভাবে বললে 'আমরা স্থির করেছি যে, কোন কিছুই করব না'। সে যেন সহসা নিজের ওপর মহা বিরক্ত হয়ে উঠল। অকারণে এই ভদ্রলোকের কাছে নিজেকে এত সরলভাবে—ব্যাপকভাবে সব প্রকাশ ক'রে ফেলার জন্যে।

'কেবল শুধু সব বিষয়ে খুঁত কেটে গালাগালি করার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখবে' ?

'হ্যাঁ, শুধু গালা-গালির মধ্যেই আমাদের আট্‌কে রাখব।'

'অঃ—তাকেই তবে বলে 'নিহিলিজম্' ?'

ব্যাজারভ তখন একটা অসম্ভব রকমের রূঢ়ভাবে আবার মুখ বিকৃত ক'রে বললে—

'হ্যাঁ, তাকেই বলে 'নিহিলিজম্ !'

প্যাভেল পেত্রভিচ তাঁর নিজের মুখখানা একটু কুঁচকে ঠোঁট দুমড়ে বললেন ; 'বটে, তাই তবে, বটে।' একটা অস্বাভাবিক রকমের শান্ত ভাব মুখে এনে, তিনি বলতে লাগলেন ; 'নিহিলিজম হচ্ছে তবে আমাদের যত কিছু দুঃখ দৈন্য, আধি-ব্যাধি আছে, সব সারিয়ে দেবে, কেমন ? আর—আর তোমরা হলে তারই মহাবীর মুক্তিদাতা সব। কিন্তু অন্যলোককে তোমরা গাল দাও কেন, এমন কি, যারা সংস্কারক তাদেরও ? অন্যলোকেও যেমন বাক্য-সর্ব্বস্ব—কেবল কথা নিয়ে গজর-গজর, তোমরাও ত' কি তাই কর না ?'

'যে কোন দোষই আমরা করি না কেন, ও-রকমভাবে আমরা ভুল করিনে।'—ব্যাজারভ একেবারে তার কথাগুলো দাঁতে চিবিয়ে যেন বললে।

'তবে, কি তবে? তোমরা কি কাজ কর, কি, কোন্ ? তোমরা কি সেই কাজের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করছ ?'

ব্যাজারভ তখন আর কোন উত্তর করলে না। প্যাভেল পেত্রভিচের সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে কি যেন একটা বিদ্যুতের কাঁপুনির মত বয়ে গেল, কিন্তু তখনি তিনি নিজেকে সামলে নিলেন।

তিনি বলে যেতে লাগলেন ; 'হুম্…কাজ ধ্বংস করা যায়, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জেনে-শুনে…তার কারণ না জেনে ?'

আর্কাডি তখন বললে,—'আমরা সব ধ্বংস করব ; কারণ, আমরা হ'লাম মহা-শক্তি…'

প্যাভেল পেত্রভিচ তাঁর ভাইপোর দিকে তাকিয়ে একটু শুধু হাসলেন।

আর্কাডি নিজেকে টেনে খানিকটা উঁচু ভাব ক'রে বললে—'হ্যাঁ—সে শক্তিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার কিছুই নেই।'

প্যাভেল পেত্রভিচ তাঁর সেই অচল অটল দৃঢ়ভাব রক্ষা করতে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়লেন। অতি দুঃখের সঙ্গে বললেন—'হতভাগ্য বালক, যদি কোন রকমে তোমরা অনুভব করতে একটুও পারতে যে, দেশের জন্যে তোমরা কি করছ! না, এ দেখছি স্বর্গের দেবদূতেরও ধৈর্য্যকে নষ্ট ক'রে দেয়। যথেষ্ট হয়েছে। শক্তি! শক্তি ত' অসভ্য মোঙ্গলিয়ানদেরও আছে, অসভ্য কাল-মুক্‌দেরও আছে। কিন্তু সে শক্তিতে আমাদের কি হ'বে? আমাদের কাছে সব চেয়ে মূল্যবান হ'ল, সভ্যতা। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ মশায়, সভ্যতার ফলই আমাদের কাছে মহামূল্যবান পদার্থ! আমার কাছে ও-সব কথা শুনিয়ো না যে, তার কোন মূল্য নেই ; সে গুলো একেবারে অকেজো। অতি সামান্য যে পটুয়া un barbouilleus রঙ জেবড়ে রাখে,—যে মানুষটা পাঁচটা পয়সা পেলে সন্ধ্যার সময় নাচ গান ক'রে শোনায়, তাদের তোমাদের চেয়েও দাম আছে, তার দরকার আছে, কারণ সভ্যতার তারা অঙ্গ, তারা সভ্যতার প্রতিনিধি—তারা ঐ মোঙ্গলদের মত পশুশক্তি নয়, বুঝলে। তোমরা মনে কর যে, তোমরা অনেকখানি এগিয়ে গেছ,—একেবারেই নয়! তোমরা ওই কাল-মুক্ অসভ্যদের গুহায় বাস করবারই উপযুক্ত! শক্তি! আর মনে রেখ, ওগো সব মহাশক্তিমান ভদ্রলোক মশায়েরা যে, তোমরা মাত্র সাড়ে চারজন, আর তারা হ'ল কোটী কোটী, যারা কিছুতেই তাদের পবিত্র সম্পদ পুরানো সংস্কারকে পায়ের তলায় দলে' যেতে দেবে না, তারাই তোমাদের মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে শেষ ক'রে দিয়ে তোমাদের বুকের ওপর দিয়ে চলে যাবে।'

'হ্যাঁ, যদি সত্যিই আমাদের গুঁড়িয়ে শেষ ক'রে দেয়,—তবে যা আমাদের পক্ষে ঠিক, তাই হবে, তাতে আর কি, সে তো হ'ল পরিষ্কার কথা। কিন্তু সংখ্যায় যত অল্প বলে আমাদের মনে করেন, তা নয়।'

'কি? তোমরা সত্যিই মনে কর যে, এই সমস্ত জাতির সঙ্গে একটা রফা ক'রে নিতে পারবে?'

'সারা মস্কো পুড়ে শেষ হয়ে গেছে, শুনছেন ত' এক হাত উঁচু ছাই…' ব্যাজারভ উত্তর করলে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! প্রথম হ'ল দম্ভ—অহঙ্কারের চরম, একেবারে শয়তানের মত—তারপর রহস্য,

ঠাট্টা···এই—এই এখন সব ছোক্‌রাদের খুব ভাল লাগে, তাই—শুধু তাই, নয়, অনভিজ্ঞ ছোক্‌রার দলের মনে চেপে বসে আছে, তারই যত গরিমা! এই যে তাদেরই মধ্যের একজন, তোমার পাশে বসে আছে, তোমার পায়ের তলার মাটী পর্য্যন্ত পূজো করতে প্রস্তুত। ওই যে—দেখনা তাকিয়ে! (আর্কাডি মুখখানা ফিরিয়ে নিলে—ভুরু সিঁটুকে তাকাল) এই ভাব এখন যেন একেবারে মড়কের মত ছড়িয়ে গেছে। আমি শুনেছি, আমাদের শিল্পীরা আর রোমের ভ্যাটিসিয়ানে পা দেন না। রাফায়েল তাঁদের কাছে একটা বোকা গাধা। কারণ যদি বল, তিনি হলেন ও-বিষয়ের বড় সমঝদার—অথচ প্রায় সকলেই, সব সময়েই, কোন কিছু সৃষ্টি করতে ত' পারেনই না, যা করেন—তাও কিছু না, এমন সব শিল্পী; যাঁদের বিদ্যের দৌড় হ'ল ওই পর্য্যন্ত, 'ঝরণার ধারে বালিকারা'—যত সাধনাই করুক—ওই অবধি! ওর ওপরে আর কল্পনায় ওঠবার শক্তি নেই। আবার সেই মেয়েটার গড়নের রেখাও ভুল, প্রায়ই ঠিক নয়··· তারাই হ'ল সব চমৎকার কাজের লোক, কেমন, তাই নয়?'

ব্যাজারভ তখনি জবাব দিলে—'আমারও মনে হয়, রাফায়েলের দাম আধলা পয়সাও নয় —তারাও হয়ত ওই একই দরের লোক! ওদের চেয়ে যে বেশী ভাল তা বড় নয়।'

'চমৎকার! চমৎকার! শোন আর্কাডি···আজকালকার ছোকরাদের বলবার ভঙ্গী ওই রকমই হওয়া উচিত। এইভাবেই কথা কওয়া উচিত। আর এ-ভাবে যদি ভাবিত হতে না পার, তাহলে তারা তোমার অনুসরণ করবে না! আগের দিনে সেকালে, ছোকরাদের শিক্ষা করতে হ'ত, সাধন করতে হ'ত, তারা এ চাইত না যে, লোকে তাদের গাধা বলুক, কাজেই তাদের ইচ্ছেয়ই হোক বা অনিচ্ছেয়ই হোক্ তাদের শিক্ষার জন্যে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করতেই হ'ত। তা' তারা সে পছন্দ করুক বা না করুক—আর এখন, তারা শুধু বললেই পারে—'যা-কিছু বিশ্ব-সংসারে দেখছ, ও সব হ'ল বোকা-গাধার বেয়াকুবী। আর কি মজাটা তায় হয়ে গেল! যত ছোকরার দল আহ্লাদে উঠল নেচে। আর এটা নিশ্চয়ই যে, তখনকার তারা ছিল যত বোকা-হাঁস, এখন হঠাৎ সবাই একেবারে বুদ্ধিমান 'নিহিলিষ্ট' হয়ে উঠেছে।

তখন ব্যাজারভ অন্যমূর্ত্তি নিয়ে কথা বলতে লাগল, তার মুখখানা যেন ঘৃণা ও বিরক্তির একটা আলেখ্য; আর আর্কাডি ত' একেবারে আগুন, তার চোখ দু'টো আগুনের মত জ্বলছে। ব্যাজারভ বললে—'আপনার নিজের আত্মসম্মান ও মর্য্যাদার যে ভাব ছিল দেখছি, এখন তাও নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের এ তর্ক-বিতর্ক অনেক দূর অবধি গিয়ে পৌঁচেছে—আমার মনে হয়, এ তর্ক এইখানেই থামান যাক্।'—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'আমি আপনার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হব, যখন আপনি আমাকে দেখাতে পারবেন যে, আমাদের এই সামাজিক জীবনযাত্রার ধরণ বা পদ্ধতির মাঝে এমন কোন একটা নিখুঁত নিয়ম অভ্যাস বা কোন ধারা-ধরণ বা চাল-চলন, যার একেবারে সকল রকমে ধ্বংস না ক'রে রাখা যেতে পারে'

প্যাভেল পেত্রভিচ তখন চীৎকার ক'রে বললেন—'একটা কেন, আমি লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটি দেখাতে পারি—কোটী!—ভাল এই ধর—এই যেমন, মীর···'

ব্যাজারভের ঠোঁটের ফাঁকে বেশ একটা রূঢ় তাচ্ছিল্যের হাসি খেলে গেল। তারপর টিপ্পনি কেটে সে বললে—'ভাল কথা ওই মীর সম্বন্ধে বলছেন, না? ও কথাটা আপনার ভাইয়ের সঙ্গেই কন না কেন! তিনি হয়ত এতদিনে, আমার বোধ হয়, মীর বস্তুটী যে কি আসলে, তা নিশ্চয়ই দেখেছেন—তার ওই যে সর্ব্বসাধারণিক অছি হওয়া—তার ওই শান্ত-ভাবে কাজ করা—আর অন্যান্য যে সব ব্যাপার আছে।'

প্যাভেল পেত্রভিচ চীৎকার ক'রে বললেন,—'এই যে পরিবারের বাঁধন, এই পরিবারের গঠন যা আমাদের দেশের চাষাদের মধ্যে আছে!'

'আর সে বিষয়েও যা বলছেন, আমার বেশ মনে হয়, ওর ভেতর যে সব খুঁটিনাটি আছে, তার ভেতরে আপনি অত না-ই খুঁজে দেখলেন। আপনি এটা বোধ হয়, বেশ ভাল ক'রেই অনুভব করতে পারেন যে, বাড়ীর পরিবারের কর্ত্তা তাঁর পুত্রবধূকে পছন্দ করে নেওয়ায় তাঁর কতখানি সুবিধা থেকে যায়? আমার কাছে একটা উপদেশ নিন—বুঝলেন প্যাভেল পেত্রভিচ মশায়, আমার একটা উপদেশ নিন—দিন দুই নিজে ও-বিষয়ে ভাবতে থাকুন, খুব সহজে আপনার পক্ষে বোঝবার সুবিধা হবে না সম্ভবতঃ। আমাদের দেশের লোকের ভেতর সকল শ্রেণীর মধ্যে গিয়ে দেখুন, প্রত্যেকটা বেশ ক'রে দেখুন, ইতিমধ্যে আমি আর আর্কাডি এখন…'

'তোমরা এখন সব জিনিষকে রহস্য আর ঠাট্টা করতে থাকবে কেমন?' প্যাভেল পেত্রভিচ একটু রাগের ভাবেই বললেন।

'না, আমরা এখন ব্যাঙ কেটে-কুটে সব দেখতে থাকব। চল, এস আকার্ডি…আচ্ছা উপস্থিত তবে বিদায় মশায়গণ!"

দুই বন্ধু তখন এক সঙ্গে চলে গেল। দুই ভাই তখন একলা বসে—এ ওর মুখের পানে শুধু চাইতে লাগল। তার পর প্যাভেল পেত্রভিচ কথা বলতে সুরু করলেন!

'তাই বটে, আমাদের যারা নতুন ছোকরার দল—এই আমাদের দেশের আধুনিক ধারা তারাই তবে হ'ল—আমাদের উত্তরাধিকারী!'

উত্তরাধিকারী আমাদের!' নিকোলাই পেত্রভিচ, অতি দুঃখের ভঙ্গির সঙ্গে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন 'আমাদের উত্তরাধিকারী।' যতক্ষণ এদের তর্ক-বিতর্ক চলছিল নিকোলাই যেন একেবারে কাঁটার উপর বসে ছিলেন—আর অতি ব্যথার ঘন-দুঃখের মধ্যে মাঝে মাঝে আড়ে-আড়ে শুধু তাঁর ছেলে আকার্ডির মুখের পানে চাইছিলেন…

'দাদা, আজ আমার কি মনে পড়ছে জান। এক দিন আমাদের মা'র সঙ্গে কি একটা কথা নিয়ে তর্ক হয়, তিনি কেবলই রাগ ক'রে উঠতে লাগলেন, কিছুতেই আমার কোন কথাই কানে নিলেন না, কিছুতেই আমার কথা শুনলেন না। শেষে আমি তাঁকে তখন বললাম, 'নিশ্চয়ই তুমি এসব বুঝতে পারবে না' আমরা এখন আর এক যুগের মানুষ—দু'রকম স্বতন্ত্র ভাবের ভাবুক।' তিনি ত' একেবারে অসম্ভব চটে গেলেন। আমি কিন্তু মনে মনে চিন্তা ক'রে দেখলাম যে, এর আর কোন উপায় নেই। ও কবরেজী তিক্ত

বড়ি—গলাধঃকরণ করতেই হবে···তাঁকে তা গিলতে হ'ল। এখন দেখছ দাদা! আমাদের—আমাদের বংশধরেরাও বলছে, বলতেও পারে—'তোমরা আমাদের যুগের লোক নও। তোমার ও-তেতো বড়ি তুমিই গেলো।'

প্যাভেল পেত্রভিচ উত্তর করলেন, 'তোমার দয়া, বিনয় ও ভদ্রতা সাধারণের সব-কিছুরই বাইরে।' আমার কিন্তু ভাই বিপরীত। আমার বেশ ধারণা ও বিশ্বাস যে, এই সব নব্য ছোকরাদের চেয়ে, তুমি আমি যা বলি, তা ঢের বেশী ঠিক আর ন্যায়সঙ্গত, তা যতই আমাদের কথা বলবার ধরণ সেকেলেই হোক্ আর পুরোনো ধাঁজেরই হোক্, আমাদের অমন উদ্ধত অহঙ্কারী ভাব ভাষায় নেই···আর এই সব আজকালকার ছোকরাদের একবার ভঙ্গিটা দেখ, যেন, সবাই যেন তাদের কাছে বুদ্ধিতে হীন। তুমি একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ—'তুমি লাল-মদ পছন্দ কর, না শাদা-মদ ভালবাস?' 'আমাদের রেওয়াজ হচ্ছে লাল মদই!' সে অতি গম্ভীর সুরে খাদের গলায় বলবে, মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাব করবে, যেন সারা পৃথিবীর লোকের চোখ তার ওই উত্তরের দিকে শোনবার জন্যেই তাকিয়ে রয়েছে'···

হঠাৎ ফেনিচকা দরজার কাছে এসে মুখখানা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আর চা চাই তোমাদের?' যখন এদের এই রকম ঘোরতর তর্কের ও গলার জোর-শব্দ শোনা যাচ্ছিল, ফেনিচকা কিছুতেই তখন ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করতে সাহস করে নি।

নিকোলাই পেত্রভিচ বললে—'না, ওদের বল সামোভার নিয়ে যেতে।' তারপর তিনি ফেনিচকার কাছে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। প্যাভেল পেত্রভিচ তাড়াতাড়ি ফরাসী ভাষায় তাকে 'উত্তম সন্ধ্যা' বলে নিজের পড়বার ঘরে চলে গেলেন।

[এগার]

আধ ঘণ্টা পরে নিকোলাই পেত্রভিচ তাঁর সেই প্রিয় কুঞ্জবাড়ীতে, বাগানে গিয়ে বসলেন। তাঁর মনের ভেতর একটা মহাদুঃখের ভারে ও চিন্তায় যেন ভরে উঠল। এই প্রথম তিনি বেশ অনুভব করতে পারলেন পরিষ্কার ভাবে যে, তাঁর আর তাঁর ছেলের মধ্যে কতখানি ব্যবধান গড়ে উঠেছে! সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারলেন যে, ভবিষ্যতে সেই ব্যবধানের দুরত্ব আরো কত বাড়বে। বৃথাই তবে তিনি পিটার্সবার্গে শীতের দিনে সারাদিন ধরে নূতন বই নিয়ে বসে' থাকতেন। বৃথাই তবে তিনি সেই সব তার ছোকরা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতেন। বৃথাই তবে তাদের যখন খুব জোরাল সব তর্ক হত, সেই তর্কে যোগ দিয়ে তাদের মধ্যে বসে' কথাবার্তা কইতেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, 'দাদা বলে আমাদের কথাই ঠিক, কিন্তু সে সব অহঙ্কারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আমারও মনে হয় তারা যে আমাদের চেয়ে সত্য উপলব্ধি করেছে বেশী, তাতো মনে করি না; যদিও এটা আমি

বেশ বুঝতে পাচ্ছি—আমাদের চেয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব···আমাদের চেয়ে খানিকটা ক্ষমতা তাদের যে বেশী, তাতো দেখতেও পাচ্ছি···কিন্তু কি সে?···যৌবন? না, শুধু ত' এ যৌবন নয়! তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে আমাদের চেয়ে তাদের ভেতরে দাস-অধিকারীর চিহ্ন খুব কম।'

হতাশভাবে নিকোলাই পেত্রভিচ তাঁর কপালের ওপর হাতটা বুলিয়ে নিলেন, তাঁর মাথা নত হয়ে' পড়ল হতাশার ভারে।

তিনি আবার ভাবতে লাগলেন; 'কিন্তু কাব্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, শিল্প কারু-কল্পকলায়, কোন শ্রদ্ধা নেই, প্রকৃতির দিকে···'

তখন চারিদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, যেন এই ভাবে যে, এই সুন্দর বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের দিকে মনের কোনও আকর্ষণ নেই, এর কোন মূল্য নেই, এও কি সম্ভব? তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দূরে একটা ছোট টিবির মত জমি, তার কাছে অ্যাসপেন গাছের ঝোপের পিছনে সুয্যি তখন লুকিয়ে যাচ্ছে। বাগান থেকে প্রায় সিকি-মাইল দূরে সেই গাছের ঝোপ। তার ছায়া এখানে-সেখানে মাঠের ওপর পড়ছে। একজন চাষা একটা সাদা ঘোড়ার ওপর চড়ে টুক্‌র-টুক্‌র করে' সেই টিবিটার পাশের অন্ধকার জুলি-পথ দিয়ে চলেছে। তার সমস্ত দেহটা, ছায়ার তলা দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—ঘোড়ার পায়ের ওঠা-পড়া বেশ দেখা যাচ্ছে। সুয্যির আলো পাশ থেকে তখন সেই উঁচু টিবিটার ওপর পড়ল—সমস্ত ঝোপের ফাঁকের ভিতর দিয়ে ঝোপ ভেদ করে' অ্যাসপেন গাছের গায়ে এসে আলো পড়ল, এমন আলোর রঙ যে অ্যাসপেন গাছগুলোকে পাইন গাছের মত দেখাতে লাগল। তাদের পাতাগুলো গাঢ় নীল, মাথার ওপর ফিকে নীল আকাশ, তাতে সুয্যির শেষ-ডোবা রক্তাভ আলো ছড়ান। অনেক উঁচু দিয়ে ফিঙে উড়ে চলেছে। বাতাস প্রায় থেমে গেছে; লীল্যাক ফুলের কুঁড়ির কাছে যে মৌমাছিগুলো দেরি করে' এসেছে, তারা আস্তে-আস্তে ঘুরছে আর গুনগুন করছে। ছোট ছোট ওয়ানির ঝাঁক যে ভাগটা আলগা ফেঁকড়ির মত ঝোপ থেকে বাইরে আকাশের দিকে এসেছে, তার মাথার ওপর এক চাপড়া মেঘের মত ঘুরছে। "কি সুন্দর! আহা!" নিকোলাই পেত্রভিচ ভাবলেন। তার যত প্রিয় কাব্য—তার শ্লোক-চরণ তাঁর ঠোঁটের আগে ফুটে উঠতে লাগল। তখনি মনে পড়ে গেল, আর্কাডির '*Stoff and Kraft*'—তিনি চুপ করে গেলেন। চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইলেন সেখানে। সেই দুঃখভার, সেই বিষাদভরা চিন্তা নিয়ে—সেইখানে বসে ভাবতে লাগলেন। কল্পনার স্বপন দেখা তাঁর অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল, পাড়াগাঁয়ের জীবন সে কল্পনাকে আরো প্রসারই করে দিয়েছে। এই ত' কিছুকাল আগে তিনি এমনিতরই স্বপন দেখছিলেন, ঘোড়া বদলের ষ্টেশনে ছেলের জন্তে বসে' অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু সেদিন থেকে আজ কি এ পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। ছেলে ও তাঁর মধ্যে যে সম্পর্কটার এতদিন একটা অপ্রকাশভাব ছিল আজ তা বেশ পরিষ্কার হয়ে প্রকাশ হয়ে গেছে—কিন্তু কি ভাবে তা প্রকাশ হ'ল? কল্পনায় তখন তাঁর সেই মৃত-স্ত্রীর কথা মনে এল, কিন্তু সে

ভাবে নয়, যে-ভাবে এতদিন এত বছর ধরে' তিনি তাঁকে জানতেন—না, সে ভাবে নয়, বাড়ীর গোছাল ঘরণী-গৃহিণী, সে ভাবেও নয়। সেই ছোট মেয়েটী—পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, সলাজ সরলতা মাখা জিজ্ঞাসার চোখ, ঘাড়ের কাছে লতানো চুল পাক খেয়ে গলায় জড়িয়ে আছে। তাঁর মনে পড়ল, কেমন ক'রে প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। তখনও তিনি কলেজের পড়ুয়া। পিটাস-বার্গের বাসার সিঁড়ির এক ধাপে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। হঠাৎ নামতে গিয়ে গায়ে ধাক্কা লেগে যায়। তিনি ক্ষমা চাইতে যান, শুধু বলতে পারেন 'ক্ষমা করবেন'। তিনি তখন মাথাটা একটু নত করে', একটু হেসে, তার পরই যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়ে ছুটে পালালেন। যদিও সিঁড়ির বাঁকের কোলে গিয়ে, একবার চকিতের মত চেয়ে, মুখ গম্ভীর ক'রে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন। তারপর, সলাজ ভয়মাখা দেখা-সাক্ষাৎ, আধখানি কথা আধখানি হাসি, একটু কেমন জড়-সড় ভাব। তারপর বিষাদ, তারপর দেখবার জন্যে কাতরতা, তারপর একটা মহা উল্লাস···সে সব কোথায় উবে গেছে? তিনি ছিলেন তাঁর স্ত্রী, তাঁকে নিয়ে এমন সুখী হয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে সে রকম সুখী প্রায় কেউই হয় না।—

আবার মনে মনে ভাবতে লাগলেন, কিন্তু সেই মধুর প্রথম মিলনের মুহূর্ত্ত, কেন সে অনন্তকাল থাকে না, কেন তাদেরই মধ্যে জীবনের অম্লান অমরতা থেকে যায় না?

তিনি নিজের কাছে নিজের সে চিন্তার ধারাকে পরিষ্কার সহজ স্বচ্ছ করবার কোন চেষ্টা করলেন না, কিন্তু তাঁর বোধ হ'ল যে, সেই আনন্দের সময়ই, সেই মুহূর্ত্তটাকে স্মৃতির চেয়ে আরো জোরাল কোন বস্তু দ্বারা যদি ধ'রে রাখতে পারেন, তাঁর সেই মারিয়াকে আবার বুকের কাছে পাবার জন্যে মনে তেমনি জোরাল আগ্রহ হতে লাগল, তার নিঃশ্বাসের, তার দেহের মধুর তপ্ত স্পর্শ, তাঁর মনে হতে লাগল তিনি যেন সেই সব তেমনি আবার অনুভব করছেন···

'নিকোলাই পেত্রভিচ, তুমি কোথায়?' কাছেই যেন ফেনিচিকরে গলার স্বর শোনা গেল।

তিনি চমকে উঠলেন। মনে তাঁর কোন বেদনা বেজে উঠলনা, কোন লজ্জাবোধ তাঁর হ'ল না। তিনি কখনও কোন দিন ফেনিচকার সঙ্গে তাঁর সেই স্ত্রী মারিয়ার কোন তুলনার কথা মনেও আনেন নি! কিন্তু এই জন্যে দুঃখিত হলেন যে, ফেনিচকা তাঁকে খোঁজ করে আসবার কথা ভেবেছে। ফেনিচকার গলার স্বর তাঁকে তখনি ফিরিয়ে আনলে, সেই বাস্তব সত্যের মধ্যে; তাঁর সেই পাকা সাদা চুল, তাঁর বয়স, তাঁর জীবনের সেই কঠোর সত্যের মাঝে। যে মোহমদিরামাখা জগতের মাঝে তিনি পা বাড়িয়েছিলেন, যা অতীতের ঘন কুয়াসার মধ্যে ধীরে ধীরে এই মাত্র জেগে উঠেছিল, সে একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল—সব তখনি মিলিয়ে গেল!

তিনি উত্তর করলেন 'এই যে আমি এখানে, আমি এখনি আসছি 'এস, এস! তখনি তাঁর মনের মাঝে বিদ্যুতের ঝলকের মত খেলে গেল 'এই খানে, সেই দাস-অধিকারীর মনো-

বৃত্তির চিহ্ন ফুটছে।' ফেনিচকা কোন কথা না বলে সেই কুঞ্জবাড়ীর দোরের কাছে একবার উঁকি মেরে দেখে তখনি অদৃশ্য হয়ে' গেল। ওদিকে নিকোলাই দেখলেন যে, তিনি যত-ক্ষণ বসে' বসে' এই সব স্বপ্ন দেখছেন, ততক্ষণে রাত্রি নেমে এসেছে। চারিদিকেই তখন অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা। ফেনিচকার মুখখানি তাঁর চোখের কাছে এখন ফ্যাকাসে ও অস্পষ্ট বলে মনে হ'ল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বাড়ীর ভেতরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু যে ভাব-সম্বেগ তাঁর বুকের ভিতর জেগে উঠেছিল সে তখনি প্রশমিত হয় না, তাই ধীরে ধীরে তিনি বাগানের ভিতর বেড়াতে লাগলেন। কখনও বা মাটীতে নিজের পায়ের দিকে, কখনও বা উপরের আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন—সেখানে লাখে লাখে নক্ষত্র ঝিক্-মিক্ টীপ-টিপ করছে। তিনি অনেকক্ষণ ধ'রেই বেড়াতে লাগলেন; বেড়াতে বেড়াতে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন—কিন্তু তাতে মনের ভিতরে যে জ্বালা, যে অশান্তি, যে অশান্ত বিরহ-তাপ, তার কিছুই কম্‌ল না। হায়! হায়! তাঁর ভিতরে এখন যে ভাব হচ্ছে, তা যদি ব্যাজারভ জানত, তা হ'লে সে না জানি কি হাসিই হাসত। আর্কাডি নিজেও তাকে কত রহস্য করত, হয়ত কতই দুষত। তিনি চুয়াল্লিশ বছর বয়সের একজন প্রবীণ লোক, একজন কৃষিবিদ ক্ষেত-খামারওয়ালা গৃহস্থ মানুষ, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে! শুধু অকারণ চোখের জল; এ যে ভায়লিনসেলো বাজানর চেয়ে একশ' গুণ খারাপ ও হাস্যকর।

নিকোলাই পেত্রভিচ তবুও বেড়াতে লাগলেন—বাড়ীর ভিতর ফিরে যাবার জন্যে কিছুতেই মনকে স্থির করতে পারছেন না—সেই শান্ত-নিবিড় আরামের ঘরখানি, যার সব খোলা জানলা থেকে আলো দেখা যাচ্ছে, যে অতি পরম আত্মীয়কে গ্রহণ করবে বলে আগ্রহ যেন তাঁকে ডাকছে। এই গাঢ় তম থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার কোন শক্তিই যেন তাঁর আর নেই—এই বাগান, এই যে তাজা মধুর বাতাসের স্পর্শ তাঁর মুখের ওপর, এই যে দুঃখভার, এই যে অশান্ত রুদ্ধ-আবেগ—এ-থেকে কিছুতেই তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারছেন না।

মোড়টা ঘুরে' যেতেই পথে প্যাভেল পেত্রভিচের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। প্যাভেল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন 'নিকোলাই কি হয়েছে তোমার, একি?···, সাদা যেন ভূতের মত! তোমার শরীর ভাল নয়···তুমি এখন শোওনি কেন?

নিকোলাই পেত্রভিচ সংক্ষেপে তাঁর দাদার কাছে সকল কথা খুলে বললেন—তাঁর মনের অবস্থার কথা, তারপর চলে' গেলেন। প্যাভেল পেত্রভিচ বাগানের শেষ প্রান্তের দিকে গেলেন। তিনিও কেমন অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন—তিনি মুখ তুলে চোখ চেয়ে আকাশের দিকে দেখতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সেই ডাগর সুন্দর চক্ষুতে আকাশের তারার আলোই শুধু প্রতিফলিত হ'তে লাগল। জন্ম থেকে তিনি ভাবের ঘোরে ঘুরবার লোক ছিলেন না, আর তাঁর সেই সহজে সন্তুষ্ট না হওয়ার মত শুখনো ও ইন্দ্রিয়াসক্ত মন,

তার সঙ্গে ফরাস 'সিনিকে'র ভাব—কখনো তিনি কল্পনার রাজত্বে গিয়ে স্বপ্নের জাল বোনা অভ্যাস করেন নি।···

সেই রাত্রেই ব্যাজারভ আর্কাডিকে বললে, 'তুমি জান সেটা কি? আমার মাথায় একটা চমৎকার মতলব গজিয়েছে। তোমার বাবা বলছিলেন যে, তোমাদের সেই নামজাদা মানী আত্মীয়—তাঁর কাছ থেকে তোমাদের নিমন্ত্রণ এসেছে, না? তোমার বাবা ত' সেখানে যাচ্ছেন না। চল না, আমরা সেইখানে যাই···তুমি ত' জান সে মহাব্যক্তিটি তোমাকেও নিমন্ত্রণ করেছেন। কেবল বাতাস দেখছ ত'—আমরা বেশ বেড়াবখ'ন—সহরটা বেশ ভাল করে' দেখা যাবে। কি বল? পাঁচ ছয় দিনের মত বেশ খানিকটা বাইরে থাকা যাবে, আমাদের খাসা আমোদে কাটবে।'

'আর তা হ'লে তুমি আবার এখানে ফিরে আসবে ত'?'

'না, আমাকে বাবার কাছে যেতেই হবে। তুমি ত' জান, বাবা ওই সহর থেকে মাইল পঁচিশ দুরে থাকেন। বাবাকে আমি অনেকদিন দেখিনি, মা'র সঙ্গেও দেখা হয় নি, বুড়ো বাপ-মা—তাদের মনে শান্তি দেওয়া আমার নিশ্চয়ই দরকার। আমাকে যে তাঁরা কি ভালই বাসেন। বিশেষ বাবা আমার,—আমার বাবা খুব আমুদে লোক। আর আমি তাঁদের একমাত্র ছেলে।

'তা হলে তুমি সেখানে অনেক দিন থাকবে না কি?'

'তা ঠিক আমার মনে হয় না—তা, সেখানে যে খুব ভাল লাগবে, তা নিশ্চয় নয়।'

'তা হলে তোমার বাড়ী থেকে ফেরবার মুখে আমাদের এখানে আসবে?'

'তা ঠিক বলতে পারছি নি—দেখব, যদি সুবিধে হয়। তা হলে তুমি কি বল? আমরা যাব ত'?'

আর্কাডি একটু ক্লান্তভাবে বললে, 'তা যদি তোমার ইচ্ছে হয়।'

মনের মধ্যে আর্কাডির কিন্তু অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছিল তার এই বন্ধুর কথায়, কিন্তু তার মনের ভাবকে চেপে রাখাটাই সে বিশেষ কর্ত্তব্য বলে মনে করছিল। সে ত' আর শুধু শুধু নিহিলিষ্ট হয় নি।

তারপর ব্যাজারভের সঙ্গে সে সেই সহরের উদ্দেশে যাত্রা করলে। মারিইনোতে যারা অল্পবয়সী—বাড়ীতে তারা তাদের চলে যাওয়ায় বড়ই দুঃখিত হল,—দুনিয়াশা ত' প্রায়—এমন কি কেঁদেই ফেললে—কিন্তু বয়স্ক প্রবীণ যারা, তারা যেন সহজভাবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

[বারো]

এ সহর, যেখানে আমাদের বন্ধু দুজন যাত্রা করলে, সে হ'ল একজন বিশিষ্ট শাসনকর্ত্তার অধীনে। তিনি একজন যুবা পুরুষ। তাঁর মতিগতি ছিল উন্নতিকাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

ঘোর স্বৈরাচারী, যেমন রুশিয়ানদের অবস্থায় ঘটে থাকে। তাঁর শাসনের প্রথম বৎসরও শেষ হবার পূর্ব্বেও, একজন বড় জাঁদরেল অভিজাতের সঙ্গেই যে কেবল বেধে গেল ঝগড়া তা নয়, তার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদের সঙ্গেও ঝগড়া হ'তে লাগল। জাঁদরেল যিনি, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক কর্ম্মচারীর অনেক ঘোড়া রাখতেন, তার কারবারও করতেন। এই থেকে ঝগড়াটা এমন হয়ে উঠল যে, পিটাস-বার্গের মন্ত্রণা-পরিষদ থেকে একজন বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান লোক এলেন এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করতে,—ঠিক জায়গায় এসে সঠিক খবর নেবার জন্যে। কর্ত্তৃপক্ষ তখন মাট্ভি ইলিইচ কোলিয়াজিনকেই পাঠালেন।—এ সেই কোলিয়াজিনের ছেলে, যে কোলিয়াজিনের অভিভাবকতায় কীরষাণোভরা দুই ভাই পিটাস-বার্গে থাকতেন। তিনিও একজন যুবাপুরুষ, অর্থাৎ এখনো চল্লিশ তাঁর ঠিক পার হয় নি। এর মধ্যেই রাজমন্ত্রী পরিষদে মন্ত্রিত্বের পদ পাবার সুযোগ তাঁর এসেছে। বুকের দুদিকেই দুটো 'ষ্টার' ঝোলাতেন—একটা নিশ্চয়ই বিদেশী সম্মানের 'ষ্টার', আর তাও খুব যে একেবারে প্রথম-দরের তা মনে হয় না। শাসনকর্ত্তার মত, যাঁর উপরে তিনি এসব বিষয়ে অনুসন্ধান করে তাঁর বিচারের রায় দিতে এসেছেন, ইনিও তাঁরই মত উন্নতকামীর দলের মধ্যে পরিচিত। যদিও তিনি এরি মধ্যেই একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি—তবুও ঠিক অন্যান্য হোমরা-চোমরা লোকের মত নন। নিজের সম্বন্ধে তাঁর একটা খুব বড় রকম ধারণাই ছিল। অহঙ্কারের আর তাঁর পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যবহার ছিল অনেকটা সাদা-সিধে ধরণের—দেখতে বেশ ভদ্র ব'লে মনে হ'ত। লোকের কথা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, এমন সরলভাবে হাসতেন যে, প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে দেখলে অতি আমুদে লোক ব'লেই মনে হ'ত। তবে কোন বিশেষ ঘটনায় বা বিশেষ কোন কাজের সময়, তিনি জানতেন—কথায় যেমন বলে, কি ক'রে কর্ত্তৃত্বটা বেশ ভাল ক'রে বোঝান যায়, তা তিনি বেশ ভালই জানতেন। তিনি বলতেন, কাজ করবার শক্তিই সব চেয়ে বড় দরকার। তারপর ফরাসী ভাষায় বলতেন, 'শক্তি হ'ল মানুষের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ।' সেই সকল কারণে তাঁকে সকল কাজেই নেওয়া হ'ত। আর কিছু কাজ-কর্ম্ম-জানা কর্ম্মচারী হলেই তাঁকে বেশ আঙুল নেড়ে ঘোরাতে পারত। (Guizot) গেজের সম্বন্ধে মাট্ভি ইলিইচের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। সকলকে তিনি এই বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে, বাঁধা-ধরা পথে চলার লোকের মত তিনি নন, যেমন সব ব্যুরোক্র্যাটরা হয়। সামাজিক জীবনের কোন একটা কারণ ও কার্য্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নাই। এই সব ছেঁদো-কথা যখন-তখনই তাঁর মুখে শোনা যেত। এমন কি তিনি গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বেশ একটু তাচ্ছিল্য মাখিয়ে আধুনিক সমসাময়িক সাহিত্যের গতিকে বেশ লক্ষ্য করতেন—সেটা কি রকম ভাব? যেমন একজন একটু বয়স্ক লোক হঠাৎ পথে ছেলেদের হট্টগোল দেখে, তাদের দলের মিছিল দেখে, গম্ভীর ভাবে একটু ঠোঁটের ফাঁকে হেসে পিছনে পিছনে হেঁটে যায়। মোটের ওপর মাট্ভি ইলিইচ সেই আলেকজান্দারের দিনের রাজনীতিবিদগণেরই মত, তাঁদের ছাড়িয়ে বেশী এগোতে পারেন নি। তাঁরা যেমন মাদাম স্বিইয়েটসিনের সান্ধ্য-সম্মিলনে কন্‌ডিল্যাকের

এক পৃষ্ঠা পড়ে শোনাবার জন্যে তৈরী করত, সেই রকমই,—তবে তাঁর ধরণটা ছিল অন্য রকম, এ আরো একটু আধুনিক। একজন খুব সুকৌশলী সভাষদ ত' বটেই, বরম এক জন বড় রকমের প্রবঞ্চক—মুখে এক রকম, মনে আর এক রকম—তার চেয়ে আর বেশী কিছু নয়। কাজকর্ম্ম করবার জন্যে তাঁর যে একটা বিশেষ কোন বিশিষ্ট গুণ বা ক্ষমতা ছিল তাও নয়, খুব একটা যে অসাধারণ বুদ্ধি তাও নয়, কিন্তু এটা বেশ বুঝতেন যে, কি ক'রে নিজের কাজ বেশ কৃতকর্ম্মার মত বাগিয়ে নিতে পারা যায়। সেই জায়গাটায় তাঁকে ডিঙিয়ে অন্য কারুর কিছু করার মত কেউই ছিল না, তাঁর সঙ্গে পারতও না। আর তা হ'লে আসল কথাটা নিশ্চয়ই এখন ধরা যাক্—সেইটে হ'ল প্রধান জিনিষ।

মাট্ভি ইলিইচ আর্কাডিকে বেশ সহজ ভাল ভাবে হাসতে হাসতে আদরের সঙ্গে সম্ভাষণ করলেন—ঠিক যেমন আলোক-প্রাপ্ত উঁচু ধরণের বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদের ধারা। কিন্তু এদিকে খানিক আশ্চার্য্যও হলেন যখন শুনলেন যে, তিনি যে তাঁর আত্মীয় দু'জনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁদের একজনও আসেননি। তাঁর সেই মখমলের ড্রেসিং গাউনের রেশমের ঘুন্টি খেলাচ্ছলে নাড়তে নাড়তে অভিমত প্রকাশ করে বললেন—'তোমার বাবা চিরকালই কেমন এক ধরণের মানুষ,' তারপর হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একজন উর্দ্দীপরা যুবা রাজকর্ম্মচারীকে বেশ একটু সংযত ও মনোযোগের ভাবে জোরে বললেন—'কি বলছ?' যুবকটী তার ঠোঁট নেড়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর খাড়া হয়ে তাঁর উপরওয়ালা কর্ম্মচারীর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু অধস্তন কর্ম্মচারীকে ওইভাবে ভ্যাবাচাকা খাইয়ে দিয়ে মাট্ভি ইলিইচ তাকে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করলেন না, আর তার দিকে কোন নজরই দিলেন না। আমাদের উপরিতন কর্ম্মচারীদের কেমন অভ্যাস—তাঁদের নিম্নতন কর্ম্মচারীদের ভ্যাবাচাকা খাওয়ান; যে সমস্ত প্রণালী তাঁরা অবলম্বন করেন তাঁদের কার্য্য উদ্ধারের জন্যে—সে অনেক রকম। সেই সব নানা রকমের মধ্যে একটা বড় মজার ধরণের প্রহসন আছে—সেই ধরণটী তাঁদের বড়ই প্রিয়—ইংরেজেরা যেমন বলে না—বড় কর্ম্মচারী হঠাৎ নীচের কর্ম্মচারীর সাদা কথাটা যেন বুঝে উঠতেই পারেন না, যেন কালা, শুনতেও পেলেন না, বুঝতে ত' পারলেনই না। যেমন, তিনি জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন হঠাৎ—'আজ হল কোন দিন?'

সে খুব সম্মানের ভঙ্গিতে উত্তর করলে—'আজ হ'ল শুক্রবার-হু-জুর!

'এ্যাঁ? কি? কি সেটা? কি বললে হে তুমি?' বড়-কর্ত্তা তখন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে যেন শোনবার ভঙ্গি দেখালেন।

'আজকে হ'ল শুক্রবার হু-জুর—জনাব! শুক্রবার!'

'অ্যাঁ? কি বললে? শুক্রবার কি?—কোন্ শুক্রবার?'

'শুক্রবার,…জনাব, সপ্তাহের এক দিন।'

'কি রকম, তুমি আমাকে শেখাতে চাও না-কি হে? অ্যাঁ?'

মাট্‌ভি হালহচও অমান একজন উচ্চদরের রাজকর্ম্মচারীই বটে, যদিও লোকে তাঁকে একটু লিবারেলও বলত।

আর্কাডিকে ডেকে তিনি বললেন, 'বুঝলে ছোকরা, আমি তোমায় উপদেশ দিই, যাও; শাসনকর্ত্তার সঙ্গে একবার দেখা কর, বুঝলে? আমি যদিও আগেকার দিনের ধরণ-ধারণ মত—বড়কর্ত্তাদের সেলাম বাজাতে যাওয়া একটা প্রথা ছিল বলে বলছি না—এখানকার শাসনকর্ত্তাটী অতি সুন্দর লোক, বুঝলে? আর তা ছাড়া সমাজে পাঁচজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়াও ত' একটা দরকার, আর তুমি তা নিশ্চয়ই চাও—তুমি ত' আর বুনো ভাল্লুকের মত গোঁয়ার নও? হ্যাঁ, কাল তাঁর ওখানে একটা বড় রকমের নাচ দিচ্ছেন তিনি।...'

আর্কাডি জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কি সে নাচে যাবেন?'

মাট্‌ভি ইলিইচ একটু হাসিমাখা সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, 'তিনি ত' আমার সম্মানের জন্যেই নাচ দিচ্ছেন। তুমি নাচতে পার ত'?'

'হ্যাঁ, পারি, তবে খুব ভাল নয়।

বড়ই লজ্জার কথা! এখানে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। তোমরা সব নব্য ছোকরার দল, বড়ই লজ্জার কথা যে, তোমরা ভাল নাচতে জান না। আবারও বলছি, আমি সেই পুরোনো ফ্যাসানের দিকে তাকিয়ে বলছিনি, বুঝলে? আমি একথা একেবারেই মনে করি না যে, মানুষের যা কিছু কদর তা ওই তার নাচের পায়ে, কিন্তু বায়রণীয়ানা-ধারাটা আমার কাছে একেবারেই হাস্যকর—'

'কিন্তু মামা, আমি ঠিক বায়রণীয়ানা-ধারার জন্যে যে, আমি—'

'আমি তোমায় এখানকার মহিলাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তোমাকে ডানা দিয়ে ঢেকে নিয়ে বেড়াব'—মাট্‌ভি ইলিইচ নিজের মনের আনন্দ ও অহঙ্কারের মধ্যেই ডুবে একটু হেসে নিলেন। 'তুমি এখানে বেশ গরম, আরাম পাবে হে, বুঝলে?'

এমন সময় একটা চাকর এল, জানালে—সরকারের খাস-জমির তদারককার এসেছেন। নরম চাহনি কেজো-চোখ বুড়ো মানুষ, মুখের সমস্ত মাংস কুঁচকে যেন দাগ্‌-দাগ্‌ ফাট ধরেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য তার খুব বেশী, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালের দিনে, যখন,—তার কথায় বলতে গেলে, 'প্রতি ছোট ফুল থেকে প্রত্যেক ছোট মৌমাছিটী একটুখানি ক'রে ঘুষ নিচ্ছেই।' আর্কাডি চলে গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে আকার্ডি যে হোটেলে তারা ছিল, সেইখানে গিয়ে ব্যাজারভের সঙ্গে মিলিত হ'ল। সে তখন ব্যাজারভকে অনেক রকম ক'রে বোঝাতে লাগল, যাতে সেই শাসনকর্ত্তার নাচে যাওয়া হয়, তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা। শেষে ব্যাজারভ বললে 'ভাল, দেখছি কোন উপায় নেই, যেতেই হবে, আর কাজ আধা-খ্যাঁচড়া করে ফেলে রাখার দরকার নেই! আমরা এসেছি দেশের, গাঁয়ের লোকদের দেখতে, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরই বা বাদ দিই কেন, সব দেখেই যাই।'

শাসনকর্ত্তাও তাদের বেশ ভাল সহজভাবে সম্ভাষণ করলেন। কিন্তু তাদের বসতেও

বললেন না, নিজেও বসলেন না। তিনি যেন অবিরামই চঞ্চল, মহাকাজেই ব্যস্ত। সকাল বেলা খুব একটা আঁট-আঁট পোষাক-পরা—আর গলার রুমালটাও তেমনি কড়া ইস্তিরী—কখনো বেশী খাওয়া নয়; পানও বেশী নয়। সদা সর্ব্বক্ষণই ব্যস্তবাগীশের মত সব বিষয়ে কেবল বন্দোবস্ত করতেই লেগে আছেন। তিনি কীরষাণোভ ও ব্যাজারভ দু'জনকেই তাঁর ওখানের নাচে নিমন্ত্রণ করলেন। আবার কয়েক মিনিট পরেই দ্বিতীয়বার তাদের নাচের নিমন্ত্রণে আসবার জন্যে বললেন, যেন তারা দুই ভাই, দু'জনের নামই—ব্যাজারভ-কীরষাণোভ না ব'লে কীষারভ ব'লে সম্বোধন করলেন।

শাসনকর্ত্তার ওখান থেকে ওরা যখন বাড়ী ফিরছে, পথে হঠাৎ একটা বেঁটে-গোছের লোক, শ্লাভোফিলের জাতীয় পোষাক-পরা, চলন্ত একখানা এক্কাগাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে ডাকলে 'ইয়েভজেনি ভ্যাসিলিই ,' তারপর ছুটে ব্যাজারভের কাছে এল।

পথের ধারে চলতে চলতে ব্যাজারভ বললে, 'আরে তুমি, হের সিটনিকভ্! আরে তুমি হঠাৎ কোথা থেকে এখানে এসে পড়লে?'

'ভেবে দেখ, অ্যাঁ, একেবারে দৈবের ঘটনা'—সে উত্তরটা দিয়ে, তখনি আবার তার এক্কায় গিয়ে উঠে পড়ল। অনেকবার হাত নেড়ে চীৎকার করে বলতে লাগল; 'আমাদের পিছনে পিছনে এস। আমার বাবার এখানে কারবার আছে,'···গাড়ী রাস্তার সরু জুলি-কাটা নালার ওপর দিয়ে ঘটর-ঘটর শব্দ করতে করতে চলে···'তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করছিলেন—আমি তোমার আসার খবর আজই শুনলাম, আমি এর মধ্যে তোমার ওখানে দেখা করতে গিয়েছিলাম।' বন্ধুরা সত্যই তাদের ঘরে ফিরে এসে দেখে, একখানা কার্ড দিয়ে গেছে, তার কোন্‌টা দোমড়ান, তাতে সিটনিকভের নাম রয়েছে লেখা—একধারে ফরাসীতে, অন্যধারে শ্লাভনিক অক্ষরে···'আশা করি তোমরা শাসন-কর্ত্তার ওখান থেকে আসছ না?'

'আশা করে কোন লাভই নেই। আমরা সোজা বরাবর সেইখান থেকেই আসছি।'

'তা যদি হয় তবে, আমাকেও ত' একবার সেখানে যেতে হবে—ইয়েভজেনি ভাসিলিইচ, তোমার বন্ধু, এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করে—দাও—'

'সিটনিকভ, কীরষাণোভ,' ব্যাজারভ চিবিয়ে চিবিয়ে বললে তখনি, না থেমেই। সিটনিকভ বলতে লাগল, 'আমি বড়ই আনন্দিত হলাম,' একবার করে একপেশে ভাবে চলে, একবার করে গাল-কাৎ ক'রে হাসে। হাতের বাইরে দস্তানাটা টেনে খুলে ফেললে। 'আমি অনেক শুনেছি।—ইয়েভজেনি ভাসিলিইচের আমি একজন খুব পুরোন জান-পছানের লোক—এমন কি, আমি বলতে পারি যে, আমি ওর শিষ্য—এর কাছে আমি অনেক ঋণী—এর জন্যই আমি উদ্ধার হয়ে গেছি···'

আর্কাডি তখন ব্যাজারভের শিষ্যর দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে। তার মুখে একটা মহা উৎসাহের ভাব মাখা, সঙ্গে সঙ্গে একটা বোকামির ছাপও রয়েছে। মুখখান ছোট, কিন্তু বেশ পরিষ্কার করে চুল ছাঁটা। চোখ দু'টো ছোট, তাকায় যেন নিঙড়ে-

নিঙড়ে—চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন অশান্ত অথচ দৃঢ়—হাসিটাও সহজ ভাবের নয়, জোরে নয়, কিন্তু শব্দ যেন কাঠের ঠক্-ঠক্।

সিটনিকভ বলে যেতে লাগল—'তুমি বিশ্বাস করবে, যখন ইয়েভজেনি ভাসিলিইচ প্রথম আমার কাছে বললে যে, এটা একেবারেই ন্যায়সঙ্গত নয়, কোন কর্ত্তৃত্বের অধিকার স্বীকার করা,—তখন আমি এমন একটা অপূর্ব্ব উৎসাহ অনুভব করলাম···যেন তখনি আমার চোখ খুলে গেল। তখনি মনে হল, এতদিনে শেষে, একটা মানুষের মত মানুষ পেলাম খুঁজে। ভালকথা, ইয়েভজেনি ভাসিলিইচ এখানে তোমার নিশ্চয়ই সেই মহিলাটির সঙ্গে পরিচয় করা উচিত—সে সত্যিই তোমার মত লোককে বুঝতে পারবে; তার কাছে—তোমার সেখানে যাওয়া একটা উৎসব হয়ে উঠবে। আমার বোধ হয়, তুমি তার নাম শুনেছ ?'

'সে আবার কে ?' ব্যাজারভ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাটা ওই ভাবে বললে।

'কুকসিনা, ইউডক্সি, এভডোক্সিয়া কুক্সিন। সে এক চমৎকার অদ্ভুত প্রকৃতির মহিলা 'মুক্তিকামী' কথা বলতে যে মানে বোঝায়, তা সে ঠিক একেবাবে তাই···একেবারে প্রগতির পুরো নারী মূর্ত্তি। ভাল, তুমি জান কি ? আমরা এখনি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। সে থাকে মাত্র এখান থেকে দু'পা বললেই হয়। সেইখানেই আমরা লাঞ্চ খাব, কেমন ? তোমরা এখন ত' লাঞ্চ খাও নি ?'

'না—এখনো খাই নি।'

'বেশ, তা হলে খুব ভালই হয়েছে। সে এখন তার স্বামীর সঙ্গে তফাৎ হয়ে রয়েছে, তারপর কারু উপর নির্ভর ক'রে তাকে থাকতে হয় না।'

ব্যাজারভ একটু ঠোঁট কেটে বললে—'সে দেখতে বেশ সুন্দরী ত ?'

'না···না, তা ঠিক কেউ বলতে পারে না।'

'তবে মিথ্যে কি জন্যে আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাও শুনি ?'

'আরে ছি···তোমরা কি রকম ঠাট্টা কর যে···আরে সে আমাদের স্যাম্পেনের বোতল দেবে !'

'ও তাই বটে। ঠিক, ঠিক, ব্যবসাদার করিত-কর্ম্মা লোক ঠিক পাওয়া গেছে। ভাল কথা ; তোমার বাবার এখনও মদের কারবার আছে ?'

'সিটনিকভ তাড়াতাড়ি বললে—হ্যাঁ, আছে বৈ কি !' তারপর খুব জোরে একটা ঠক-ঠকে হাসি হাসলে। 'ভাল, ভাল, তোমরা এখন আসবে ?'

'তাও ঠিক বলতে পাচ্ছি নি।'

আর্কাডি তখন চাপা গলায় বললে—'তুমি ত' এখানে লোকজন দেখতেই এসেছ, তুমি ত' সব দেখতেই চাও, তবে যাও না কেন।'

সিটনিকভ বললে—'আর তুমি কি বল, মিঃ কীরষাণোভ ? তুমিও আসবে আমাদের সঙ্গে, সে কি, আমরা একলা সেখানে যেতে পারি, তোমাকে ছেড়ে—'

'কিন্তু হঠাৎ তার বাড়ীতে হুড়মুড় ক'রে গিয়ে কি ক'রে হাজির হ'ব, সে কি রকম হবে?'

'আরে তাতে কিছু আসবে-যাবে না—সে বেশ এক মজার লোক!'

'তাহলে সেখানে একটা শ্যাম্পেনের বোতল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, কেমন?'

'তিনটে' সিটনিকভ বললে—'তিনটে—তার জন্মে আমি জবাবদিহি আছি।'

'কি দিয়ে?'

'আমার নিজের কাঁচা মাথা।'

'যাক তোমার বাবার টাকার থলি বাড়বে এটা ঠিক—যাই চল, বেশ।'

[তেরো]

যে ছোট বাড়ীটিতে অভ্‌ডোটিয়া নিকিতিস্‌না, অপর নাম—এভডোক্‌সিয়া কুক্‌সিন, বাস করত, সে বাড়ীটা মস্কো সহরের বাড়ীর ধরণে বাড়ী, এ সহরের একটা সদর রাস্তার উপরেই, যে রাস্তা খুব অল্পদিন হ'ল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে যে, প্রাদেশিক সহরগুলোকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। দরজার কাছে একখানা সাক্ষাতের কার্ড আঁটা—বাঁকা ক'রে পেরেক মারা। কাছেই একটা ঘণ্টার হাতল দেখা যাচ্ছে। হল ঘরে লোকেরা দেখা করতে এলে—একজনের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, সে ঠিক চাকরাণীও নয় আবার ঠিক সখী সহচরীও নয়, মাথায় একটা ক্যাপ—বাড়ীর কর্ত্রীর যে প্রগতির দিকে ঝোঁক তার একেবারে নির্ভুল চিহ্ন। সিটনিকভ প্রথমেই সেখানে গিয়ে আগে জিজ্ঞাসা করলে—অভ্‌ডোটীয়া নিকিতিস্‌না বাড়ীতে আছেন কি?

'কে—ভিক্টর?' পাশের ঘর থেকে একটা সরু ক্ষীণ আওয়াজ এল,—'ভিতরে এস' মাথায় ক্যাপ দেওয়া নারী তখনই অদৃশ্য হয়ে গেল।

সিটনিকভ বললে, 'আমি ত' একলা নই',—আর্কাডি ও ব্যাজারভের দিকে একবার তাড়াতাড়ি তাকিয়ে নিলে। ওভারকোটটা খুলে' ফেললে, তার তলায় দেখা গেল—সিটনিকভের গায়ে কোচম্যানের জ্যাকেটের মত মখমলের জামা।

'তাতে কি হয়েছে' আবার সেই স্বর শোনা গেল—'সকলেই এস'।

তখন সকলে ঘরে প্রবেশ করলে। যে ঘরে তারা ঢুকলো, সেই ঘরখানা ড্রয়িংরুমের চেয়ে বরং পড়ার-ঘর কিম্বা কাজ-করবার ল্যাবরেটরির মত। কাগজ পত্র চিঠির রাশি মোটামোটা রুষীয় পত্রিকা, প্রায় সকলগুলিই পাতা না-কাটা—এখানে সেখানে ধুলোয় ভর্ত্তি টেবিলের উপর পড়ে আছে। চারিদিকেই আধপোড়া সিগারেটের টুক্‌রো ছড়ান।

একখানা চামড়া মোড়া সোফায় একটি মহিলা আধখানা ঢলে-পড়া ভাবে বসে' আছেন। তাঁর মাথার কেশ আলু-থালু। একটা রেশমী গাউন পরা, গায়ে বেশ পরিষ্কারভাবে খাপ খায়নি। ছোট ছোট হাতে ভারি ব্রেস্‌লেট পরা—মাথায় লেশের রুমাল ঢাকা। সোফা থেকে তিনি উঠলেন, একটু যেন অযত্নের সঙ্গে মখমলের ক্লোকটা কাঁধের উপর টেনে দিলেন। তাতে লালচে কমলালেবুর রঙের কোঁচকান পাড় লাগান। সুরটা যেন একটু আলস্যজড়িত—তিনি বলিলেন 'নমস্কার ভিক্টর,' তখন সিটনিকভের হাতে হাত দিলেন।

সিটনিকভ ব্যাজারভের অনুকরণে তাড়াতাড়ি বললে, ব্যাজারভ, কীরসাণোভ'।

মাদাম কুক্‌সিন উত্তর করলেন, 'পরম আপ্যায়িত হলাম। তারপর ব্যাজারভের মুখের পানে একজোড়া গোল গোল চোখ রেখে বললেন, 'আমি তোমাকে জানি'। সেই চোখ জোড়াটার মধ্যিখানে একটা ছোট উপরদিকে তোলা রাঙা নাক। ব্যাজারভের সঙ্গেও করমর্দ্দন করলেন।

ব্যাজারভ মুখ ভার করে' ভুরু কুঁচকে উঠল। সেই মুক্তি পাওয়া মহিলাটির মুখে কোন বিসদৃশ গঠন ছিল না, যা' দেখলে মানুষের বিরক্তি আসে। কিন্তু তাঁর মুখের কেমন একটা ভঙ্গী—যে দেখে, তারই মনে বিরক্তি এনে দেয়! তখনি যেন জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হয়, 'কি হয়েছে তোমার, ক্ষিধে পেয়েছে? এমন জ্বালাতন-ভাব কেন? কিসের জন্যে এমন চঞ্চল ভাব, কি জন্যে এমন অস্বস্তি?'...সিটনিকভ ও তাঁর—দুজনেরই কেমন একটা অশান্ত অস্বস্তির ভঙ্গী সর্ব্বক্ষণই যেন আছে। তিনি যেন অত্যন্ত বাধন-হারা মানুষ; আবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একরকম বেয়াকুবের মত। তিনি সর্ব্বদাই মনে করেন যে, তাঁর প্রকৃতি অতি সৎ,—অতি সরল মানুষ, আর সর্ব্বক্ষণই যে কাজ করেন, তা অন্যলোকে যদি দেখে সে বোঝে যে, তিনি যা করতে চেয়েছিলেন, এ একেবারেই তা নয়। সকল জিনিষ—যা তিনি করেন, তা দেখলে মনে হয় যে, এ স্বাভাবিক নয়,—সরলভাবে নয়। বরং, ছেলেরা যেমন বলে—যেন একটা জেনে-শুনে দুষ্টমির ভাবেই কাজ করেন।

তিনি আবারও বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি তোমাকে জানি ব্যাজারভ। (মস্কোসহরের মত কিম্বা প্রাদেশিক মহিলাদের মত, তাঁর একটা ওই রকম ধাঁজে নামের পদবী নিয়ে নাম ধরে বলা, বা কথা কওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—প্রথম দেখাতেই তাঁরা যেমন নাম ধরেই কথা ক'ন)—তোমার চুরোট-সিগার চাই?'

সিটনিকভ বললে, 'নিশ্চয়ই, সিগার হ'লে খুব ভালই হয়।' সে এতক্ষণ একটা আরাম-কেদারায় আধ শোয়াভাবে বসে' পা দু'টো উপর দিকে দিয়ে দুলছিল। 'কিন্তু আমাদের এখন লাঞ্চ চাই। আমাদের বিষম ক্ষিধে পেয়েছে, আর ওদের বল স্যাম্পেনের একটা ছোট বোতল যেন আনে।'

এভ্‌ডোক্‌সিয়া টিপ্পনী কেটে বললেন, 'সিবারাইট, তারপর হাসতে লাগলেন। (যখন তিনি হাসেন তাঁর ওপরকার দাঁতের মাড়ি পর্য্যন্ত বেরিয়ে পড়ে) 'কি ব্যাজারভ সত্যি নয়—যে, ও ঠিক একজন সিবারাইট!'

সিটনিকভ খুব গম্ভীরভাবে বললে, 'আমি জীবনে আরাম করতে চাই। তা বলে— তাতে আমার লিবারেল হওয়ায় বাধা কিছু নেই।'

'না, আছে বাধা, ওতে লিবারেল হওয়ায় বাধা দেয়।' এভ্‌ডোকসিয়া একটু চেঁচিয়েই বললেন। তিনি তখন তাঁর দাসীকে, লাঞ্চ আর স্যাম্পেন আনতে আদেশ করলেন।

'এ বিষয়ে তুমি কি মনে কর, ব্যাজারভ?' ব্যাজারভের দিকে বিশেষভাবের ভঙ্গীতে ফিরে তিনি বললেন। 'আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি যে, তুমি আমার মতেই মত দেবে।'

ব্যাজারভ কথাটায় যেন ধাকা দিয়ে বললে, 'না, তা কেন, একটুকরো মাংস একটুকরো রুটীর চেয়ে ঢের-ঢের বেশী পুষ্টিকর—রাসায়নিক দিক দিয়ে তার বিশ্লেষণ করে' এ কথা বলা যায়।'

তুমি কেমিষ্ট্রি পড়ছ, না? আমারও ওই কেমিষ্ট্রিতে ভারি ঝোঁক। আমি একটা নতুন রকমের সংমিশ্রণ নিজে তৈরী করেছি।'

'নতুন সংমিশ্রণ? তুমি?'

হ্যাঁ। কিসের জন্যে জান—কিসের দরকারে? পুতুলের মাথা তৈরী করবার জন্যে, পড়ে গিয়ে আর যাতে না ভাঙে। আমি হাতে-হেতেরে করিত কর্ম্মা মানুষ, তুমি বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছ, কিন্তু এখনও জিনিষটা একেবারে ঠিক উতরোয়নি। আমাকে এখন লাইবিগ পড়তে হবে। ভালকথা, তুমি মস্কো গেজেটে কিসলিয়াকোভের 'নারী-শ্রমিক' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েছ? পড়' নিশ্চয়, বুঝলে। নারীর এসব বিষয়ে নিশ্চয়ই তোমার কিছু বলবার আছে—করবারও আছে। আর তারপর স্কুলেও। তোমার বন্ধুটী কি করেন? ওঁর নাম কি?

মাদাম কুকসিন একটা প্রশ্নের পর আর একটা প্রশ্নই করে চলেছেন, যেন বেশ একটা সাজা তাচ্ছিল্যের ভরে, উত্তরেরও কোন অপেক্ষা না রেখে। যেমন সব ব্যাদড়া-ছেলেরা তাদের ধাইদের কাছে হামেশা অবিরাম প্রশ্নই করে যায়।

আমার নাম আর্কাডি নিকোলায়েইচ কীরষাণোভ, আর আমি কোন কাজকর্ম্ম কিছুই করিনে।'

এভ্‌ডোকসিয়া একটু কেমন হাসি হেসে বললে—'কি মধুর! কি, তুমি সিগার খাও না? ভিক্টর, তুমি জান যে, তোমার ওপর আমি অত্যন্ত চটেছি।'

'কিসের জন্যে?'

ওই ওরা বলছিল যে, তুমি নাকি জর্জ্জ স্যাণ্ডের লেখার সুখ্যাতির গান গেয়ে বেড়াচ্ছ। একটা সেকেলে পিছুটানা নারী, আর কিছু নয়। তার সঙ্গে আবার এমার্সনের তুলনা যে লোকে কি ক'রে করে! আমিত ভেবেই পাইনে। শিক্ষা সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই, না জানে শরীর বিজ্ঞান, না জানে কিছু। আমি বেশ ভাল জানি, সে কখনো 'embryology'র নামও শুনে নি—আজকালকার দিনে, এ সব বিষয় না জানা থাকলে তাকে দিয়ে কি হতে পারে? (এভ্‌ডোকসিয়া কথা বলতে বলতে তার হাত দুটো ওপর

দিকে ছুঁড়ে দেখালেন)। আঃ এলিসিয়েভিচ কি চমৎকার প্রবন্ধই ওই বিষয়ে লিখেছেন। সে ভদ্রলোক একজন প্রতিভার অবতার। (এভডোকসিয়া 'লোকের' বদলে 'ভদ্রলোক' শব্দই সকল সময় ব্যবহার করতেন।) ব্যাজারভ, এইখানে আমার পাশে শোফায় এসে বস। তুমি হয়ত জান না যে, তোমাকে দেখে আমার কেমন ভয় হচ্ছে।'

'কেন একথা বলছ? একথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'তুমি একজন ভয়ানক ভদ্রলোক, তুমি যে রকমের ভয়ানক সমালোচক। কি আশ্চর্য্য হ্যাঁ, কেন কি অদ্ভুত, আমি একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত কথা কইছি। তা যদিও আমি সত্যিই পাড়াগেঁয়ে মহিলা। আমার এই বিষয় সম্পত্তি আমি নিজেই দেখি—শুধু ভেবে দেখ, আমার যে তশীলদার এরোফে, সে এক আশ্চর্য্য ধরণের লোক। সে বেশ নতুন নতুন রাস্তা বাতলে দিতে পারে, তার কেমন ও বিষয়ে একটা স্বাভাবিক শক্তি আছে! আমি এখানে একেবারে বরাবর থাকব বলেই ঠিক ক'রে এসেছি। কিন্তু এ সহরটা ঠিক তেমন সুবিধের নয়, নয় কি? তা এখন কি-ই বা করা যায় বল।'

ব্যাজারভ একটু গম্ভীর হয়ে বললে,—সব সহরই ওই একই ধরণের।'

'সত্যি তাতে দেখবার-শোনবার, এতই কম, এত সামান্য যে, ভালই লাগে না। আমি শীতকালটা মস্কোতেই বাস করতাম,...কিন্তু যখন আমার যিনি আইনতঃ স্বামী, মসিয়ে কুকসিন, তিনি সেইখানেই বাস করেন। আর তা ছাড়া, আজকাল মস্কো যেন,... সেখানে, আমি ঠিক জানি না—ঠিক আগের মত আর যেন নেই! আমি মনে করছিলাম যে বাইরে, বিদেশে কোথাও যাব,...গেল বছর ত' আমি যাচ্ছিলুমই।...'

'কোথায়, সম্ভবতঃ প্যারীতে, আমার বোধ হয়?' ব্যাজারভ জিজ্ঞাসা করলে।

'প্যারীতে—আবার হিডেলবার্গে।'

'হিডেলবার্গে?'

'একথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ কি বলে? কেন সেখানে ব্যুনসেন রয়েছে।'

এতে ব্যাজারভ কোন উত্তরই দিতে পারলে না।

'পিইরী স্যাফোজনিকভ্...তাকে কি জান তুমি?'

'না, আমি চিনি না।'

'পিইরী স্যাফোজনিকভ্‌কে জাননা সে সকল সময়ই লিভিয়া হেষ্টোটভের ওখানেই থাকে।'

'তাঁকেও আমি জানি না'।

'আরে ভাল, সেই ত' আমাকে সঙ্গে করে এখানে রেখে গেছে। ভগবানকে ধন্যবাদ আমি এখন স্বাধীনা, আর আমার কোন ছেলে-মেয়ে হয়নি। কি আমি বলে ফেললাম—ভগবানকে ধন্যবাদ! যাক্ গে, বলে ফেলেছি যদিও।'

এভ্‌ডোকসিয়া হাতের আঙুল দিয়ে একটা সিগারেট পাকালেন—আঙুলগুলো তামাকের ধোঁয়ার দাগমাখা। সেটা জিবে ঠেকিয়ে, বেশ করে চেটে নিলেন, তারপর ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। দাসী এল ট্রে হাতে নিয়ে।

'আ,—এই যে লাঞ্চ এসেছে। কি চাই আগে, ক্ষিধে বাড়াবার জিনিষ? ভিকটর, বোতলটা খোল; সেইটেই ত' তোমার সহজ ধরণ।'

সিটনিকভ বললে 'হ্যাঁ, ওইটেই ত' আমার ধরণ'। তারপর আবার সেই আগেকার মত ঠক্-ঠক্ করে হাসতে লাগল।

'এখানে অনেক সুন্দরী মহিলা আছেন, না?' ব্যাজারভ জিজ্ঞাসা করলে। সে তখন তিন গেলাস পার ক'রে দিয়েছে।

এভডোকসিয়া বললেন, 'হ্যাঁ, আছে বৈ কি, কিন্তু তারা সব, এমন বোকা-গাধার মত সব যে, বলবার কথা নয়। আমার বন্ধু, ওদিনতসোভা, যেমন ধর, বেশ চমৎকার দেখতে। তবে দুঃখের কথা কি, তার সম্বন্ধে ভালমন্দ কথা অনেক আছে···কেমন একটু সন্দেহজনক। তাতে—যাক্ গে, বিশেষ কিছু আসে যায় না যদিও, কিন্তু তার মতের কোন মূল্য নেই, দরাজ নয়—মুক্তিকামী নয়—মনের প্রসার নেই, কিছু না···এই কেমন এক রকম আর কি! আসল কথা হচ্ছে, সমস্ত শিক্ষার ধারাই বদলান দরকার। আমি ও-বিষয়ে অনেক চিন্তা ক'রে দেখেছি, আমাদের দেশের মেয়েরা কোনোরকম ভাল শিক্ষা পায়নি একেবারে।'

সিটনিকভ তাতে বলে উঠল,—'তাদের সঙ্গে আমাদের কোন দরকারই নেই, তাদের সকল রকমেই ঘৃণা করা উচিত। আমি ত' তাদের সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বান্তঃকরণেই ঘৃণা করি।' (সিটনিকভের কোন একটা বিষয়ে ঘৃণা বোধ করা আর সেই ঘৃণার ভাব প্রকাশ করায়, বেশ আনন্দের ভাব হয়। বিশেষতঃ তার পক্ষে মেয়েদের কোন রকমে আক্রমণ ক'রে কিছু বলা বড়ই প্রীতিকর; কিন্তু কোনদিন সে ভাবেও নি, আশাও করেনি যে, কয়েক মাস পরে তার অদৃষ্টে এই হবে যে, তার স্ত্রীর কাছে একেবারে কুকুরের মত থাকতে হবে, কারণ তার স্ত্রী শুধু দুরদোলিয়োসোভ্ রাজবংশের কন্যা।) 'ওদের ভিতর এমন একজনও পাবে না, যার সঙ্গে মানুষ বেশ সহজভাবে কথাবার্ত্তা কইতে পারে, আর আমাদের কথাবার্ত্তা ওরা বুঝতেই পারে না। এমন একজনও নেই, যার সম্বন্ধে আমাদের মত সব গম্ভীর ধরণের লোকের কোন কথাই তোলা উচিত।'

ব্যাজারভ বলে উঠল,—'কিন্তু আমাদের কথাবার্ত্তা তাদের বোঝবার বা বোঝাবার কোন সামান্য কারণও ত' নেই, দরকারও নেই।'

এভডোকসিয়া বললেন, 'কাদের কথা বলছ?'

'সুন্দরী মহিলাদের।'

'কি? তা হ'লে তুমি, প্রুধোনের 'মতের' পক্ষপাতী, তারই ভাবে···তবে?'

ব্যাজারভ অহঙ্কারভরে খানিকটা সোজা হয়ে উঠে বললে,—'আমি কা'রো মত নিয়ে কোন কথা বলি না, মানিও না—আমার নিজের মতই যথেষ্ট।'

'সব কর্ত্তৃত্বের শেষ হোক,—চুলোয় যাক্!' সিটনিকভ চীৎকার ক'রে উঠল—যে মানুষকে সে দাসভাবে অনুকরণ করে, শ্রদ্ধা করে,—তার সামনে নিজেকে এমন ভাবে জোর ক'রে কথা বলতে পারায়, সিটনিকভের খুবই আনন্দ হ'ল।

মাদাম কুক্‌সিন তখন আরম্ভ করলেন, 'কিন্তু তবে মেকলে…'

'চুলোয় যাক্ মেকলে' বাজের ডাকের মত সিটনিকভ চীৎকারে বললে। 'আরে আমরা কি ওই সব গাধা-বোকা মেয়েদের পক্ষ হয়ে কথা কইব ?'

বোকা মেয়েদের জন্যে নয়, কিন্তু নারীর অধিকারের জন্যে ? তার জন্যে আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দিতে দ্বিধা করব না, প্রতিজ্ঞা করেছি।'

'জাহান্নমে যাক্ !'

কিন্তু এইখানে সিটনিকভ থেমে গেল। তারপর বললে—'অবশ্য—কিন্তু এ কথা আমি অস্বীকার করি না'…

'না, আমি দেখছি, তুমি একজন শ্লাভোফিল।'

'না, আমি কিছুতেই না, আমি শ্লাভোফিল নই, যদিও, অবশ্য…'

'না-না-না। তুমি নিশ্চয়ই শ্লাভোফিল। তুমি সেই গোষ্ঠীপতির কর্ত্তৃত্বের যে স্বৈরাচার তারই পক্ষপাতী। তুমি চাও তোমার হাতে থাকবে চাবুক !'

ব্যাজারভ বললে 'চাবুক জিনিষটা অতি চমৎকার—নিশ্চয়। কিন্তু আমরা শেষবিন্দু পর্য্যন্তই পেয়েছি।'

'কিসের ?' এভডোক্‌সিয়া বাধা দিয়ে বললেন।

'হে মহামান্যা অভডোটিয়া নিকিতিসনা—স্যাম্পেনের—স্যাম্পেনের…তোমার শেষ রক্তবিন্দু নিশ্চয়ই নয়।'

'যখন নারীর প্রতি আক্রমণ হয়, তখন কিছুতেই আমি নীরবে সহ্য করতে পারিনে।' এভডোক্‌সিয়া বলে' যেতে লাগলেন। 'এ একেবারে অসহনীয়, অসহ্য। তাদের আক্রমণ না করে বরং, মিকলেটের বই 'দে লা-আমোর'—'ভালবাসা' বইখানা ভাল ক'রে পড়া উচিত। চমৎকার বইখানি ! বন্ধুগণ এস এখন আমরা ভালবাসার সম্বন্ধে কথা কই।' আলস্যের লীলায়িত ভঙ্গীতে এভডোকসিয়ার হাত দু'খানি সেই সোফার উপর ঢুলে পড়ল।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে সব কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর ব্যাজারভ বললে 'না কিসের জন্যে আমারা ভালবাসার কথা কইতে যাব, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এখনি একজন কা'র নাম করলে না, কি নাম—মাদাম অদিনত্‌সভ…না কি…তাই বোধ হয় বললে না—আমার মনে হচ্ছে ? সে মহিলাটী কে ?'

সিটনিকভ সুর করে বললে, 'অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব, মনোহারী !…আমি তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় ক'রে দেব। অতি চতুর, ধনবতী, তায় বিধবা ! তবে বড়ই দুঃখের কথা, সে এখনো ঠিক প্রগতির দিকে এগোয়নি। তার উচিত, আমাদের এভডোক্‌সিয়ার ধারা-ধরণ সব দেখা—শেখা। এভডোক্‌সি ! আমরা তোমার স্বাস্থ্য পান করি। এস গেলাস বাজিয়ে নিই ! এট্-টক্ এট্-টক্ এট্-টীন্-টিন্-টীন্ ! এট্-টক্ এট্-টক্ এট্-টীন্-টীন্-টীন্ ! ! !

'ভিক্‌টর ! তুমি একটা আস্ত হতভাগা পাজী…'

লাঞ্চ খাওয়াটা তারপর অনেকক্ষণ ধরেই চলল। প্রথম বোতল স্যাম্পেনের পর,

দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয়, এমন কি তারপর চার—এভডোক্‌সিয়া অনর্গল কেবল বলে' যেতে লাগলেন। আর সিটনিকভ তার কথায় সমর্থন ক'রে যেতে লাগল। বারবার তাদের নানা তর্ক-বিতর্ক চলল। বিবাহ করাটা একটা কুসংস্কার কি-না অথবা একটা বড় রকমের অপরাধ; মানুষ সবাই জন্ম থেকেই সমান কি-না—তারপর মানুষের ব্যক্তিত্ব জিনিষটা ঠিক-ঠিক কোথায়, এমনি কত কি। শেষ দিকে এভডোক্‌সিয়া যে মদ্য পান করেছিলেন তাতে তার নেশা গেল্ চড়ে। তারপর তাঁর সেই মোটা থ্যাবড়া আঙুলের ডগা দিয়ে একটা বেসুরো-পিয়ানোতে ঘা দিতে সুরু করলেন। অতি বিকৃত ভাঙা গলায় গান ধরলেন প্রথম—বেদে-বেদেনীর পথের গান, তারপর সেমূরসিফের গান—'গ্রানাডা ঘুমিয়ে আছে অঘো'রে—আর সিটনিকভ মাথায় একখানা লাল রুমাল না বেঁধে, সেই মরণাহত প্রেমিকের কথা সুর ক'রে বলতে লাগল—

তোমার ও অধর আমার অধরে মিলাও—
আগুনের শিখা যেমন তেমনি চুমা দাও···

আর্কাডি এ আর শেষে সহ্য করতে পারলে না। 'মশায়গণ! এ দেখছি ক্রমে পাগলা গারদ হ'য়ে উঠল।' সে চটে গিয়ে অত্যন্ত জোরে একথা বললে! ব্যাজারভ এই সব কথার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটা খুব কড়া ঝাল দেওয়া রহস্যের বুঁদ কাটছিল—সে ভাল করে আরো বেশী শ্যাম্পেনের দিকে নজর দিয়ে ঢালতে লাগল—একটা জোরে বিরাট হাই তুলে উঠে পড়ল। তাদের যিনি এতক্ষণ ধ'রে অতিথি সৎকার করলেন, তার সঙ্গে কোন বাক্যালাপ না করে, সটান আর্কাডিকে নিয়ে চলে এল। সিটনিকভও উঠল লাফিয়ে, তারপর তাদের পিছু পিছু আসতে লাগল।

'ভাল, তারপর ওর সম্বন্ধে কি রকম মনে হয়?' সিটনিকভ জিজ্ঞাসা করতে করতে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে আকা-বাঁকা ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। 'আমি তোমাদের বললাম, দেখলে ত' একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব নয়? আমাদের দেশে যদি ওই রকমের মহিলা আরো বেশী থাকত! তার দিক থেকে, সে একজন অতি বড় নীতিরও প্রকাশ করছে।'

পথে যেতে যেতে একটা মদের দোকানের সামনে দিয়ে তারা যাচ্ছিল, ব্যাজারভ সেইদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সিটনিকভকে বললে, 'ওই যে তোমার বাপের কারবারটি ও-ও বোধ হয় অতি বড় নীতিরই প্রকাশ, কেমন?'

সিটনিকভ আবার সেই কড়া ধরণের ঠক-ঠকে হাসি হেসে উঠল। সে তার নিজের এই মূল-উৎপত্তির ব্যাপারে যেন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ল। ব্যাজারভের এই আকস্মিক মেশামেশির ভেতর এই সমালোচনায়, সে নিজেকে বেশ গৌরবান্বিত মনে করলে, কি বিশেষ রাগত হয়ে গেল, তা সে নিজেই ঠিক বুঝতে পারলে না।

[চৌদ্দ]

এর কিছুদিন পরেই শাসনকর্ত্তার বাড়ীতে নাচের মজলিস বসল। মাটৃভি ইলিইচই হলেন সেদিনের আসল বীর। আভিজাত্যের যিনি জাঁদরেল তিনি বললেন, তিনি যে এ নাচের মজলিসে এসেছেন, সে শুধু ওঁরই সম্মানের জন্যে। ওদিকে শাসনকর্ত্তা মহাশয়—তিনি অচলভাবে খাড়া দাঁড়িয়ে সব বিষয়ে ব্যবস্থা আর গোছাতেই ব্যস্ত রইলেন। মাটৃভি ইলিইচের ব্যবহারে যে কথাবার্ত্তার ভদ্রতা, তা তাঁর পদের মর্য্যাদার উপযুক্ত ও সম্মানই হয়েছে। তিনি সকলের প্রতি বেশ একটা অনুকম্পার ভাব দেখিয়েছেন, কাকেও-কাকেও যেন তাতে একটু বিরক্তির চিহ্ন মাখানও ছিল। কেবলই তিনি অভিনন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আপ্যায়িতভাবে নত হচ্ছেন, হাসি মাখিয়ে বলছেন কথা—মহিলাদের কাছে একেবারে পুরোদস্তুর ঠিক সত্যি যেন ফরাসী বীরপুরুষের ঢঙ্। সমস্ত ক্ষণই যেন প্রাণখোলা হাসিতে বেশ সুরকরা কথার ভঙ্গীতে, মজলিস সরগরম করে রাখলেন, যেমন বড় বড় কর্ম্মকর্ত্তারা করে থাকেন। আর্কাডির পিঠ চাপড়ালেন, খুব জোরে তাকে হেঁকে হেঁকে ভাগনে ব'লে ডাকতে লাগলেন। ব্যাজারভের জন্যে কিছু করবেন—প্রতিশ্রুতির মত দিলেন। সে ত' একটা ময়লাগোছের পুরানো—সান্ধ্য কোট গায়ে দিয়েছিল। চলাফেরার সময় মধ্যে মধ্যে একপাশ ফিরে কটাক্ষ করা,—কিছুই যেন দেখছেন না, অথচ সবই মেনে নিচ্ছেন,—একটা কি রকম অস্পষ্ট অথচ বেশ ভদ্রভাবের সঙ্গে বিরক্তি ভাব, যাতে মনে হতে লাগল, কেবল 'আমি'—আর 'সবই আমি' এইরকম ভাবই দেখাচ্ছেন। সিটনিকভের দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে দিলেন, একটু হাসলেন, অথচ ওদিকে ঘাড়টা ফেরানই রইল। এমন কি মাদাম কুক্সিন, যিনি একটা ময়লা দস্তানা নিয়েই নাচের মজলিসে এসেছেন, ঘাঘরা যাতে ছড়ান দেখায়, সে পেটিকোট পরেন নি, মাথায় কেবল স্বর্গের পাখীর (বার্ড-অব প্যারাডাইস) সোনালী পালক গোঁজা—তাকে বললেন—'চমৎকার মনোহারী।' ভিড়ের অবধি ছিল না। নাচের লোকেরও অভাব ছিল না। সিভিলিয়ানরা প্রায় বেশীর ভাগ দেওয়ালের গা ঘেঁসে সব দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু সৈনিক কর্ম্মচারীরা খুব কায়দা ক'রে সতর্কতার সঙ্গে নাচছিল। বিশেষতঃ তার মধ্যে একজন প্যারিতে ছয় সপ্তাহ ছিলেন—ফরাসী ভাষার অনেক সম্বন্ধ সম্বোধনের কথা শিখে এসেছিলেন, তাই অনেক রকম বলছিলেন। ফরাসীরা যেমন ক'রে ফরাসী ভাষা উচ্চারণ করে, তিনি নাকি তাদের মত খাঁটি ফরাসী বুলি বলতে পারেন। আসল কথা হচ্ছে রুষেদের ফরাসী ভাষা বলার যত রকমের ঢঙ—যাকে ফরাসীরা গাল দেয়—তা যে না ছিল, সে ভাববার কোন কারণই ছিল না।

আমরা জানি, আর্কাডি খুব ভাল নাচতে পারেনি, আর ব্যাজারভও নাচে যোগদানই

করেনি। তারা দু'জনে সেই মজলিস ঘরের একটা কোণে চুপ ক'রে বসে ছিল। সিটনিকভও তাদের কাছে এসে বসল। মুখে অতি বিষম একটা ঘৃণার ভাব। সব বিষয়ে কেবল হিংসামাখা সমালোচনা করতে লাগল। চারিদিকে মহা অহঙ্কারের সঙ্গে তাকাতে লাগল। তাতে মনে হল, এইভাবে থেকে সে যেন ব্যাপারটায় বেশ আনন্দ উপভোগ করছে। হঠাৎ তার মুখের ভাব একেবারে যেন বদলে গেল। তারপর আর্কাডির দিকে বললে, 'ওদিনট্‌সোভা এখানে এসেছে!' বলবার ভঙ্গীতে যেন খানিকটা ভ্যাবাচাকা খাওয়ার ভাব রয়েছে।

আর্কাডি চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলে একটি দীর্ঘাঙ্গী মহিলা কাল পোষাক-পরা—নাচঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে আর্কাডি শ্রদ্ধাভরে খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাঁর খোলা-হাত সরু কোমরের পাশে ঝুলে রয়েছে। ঝকঝকে কেশে উপর থেকে থুবো-করা ফুলের থোপনার মত জড়োয়ার হালকা চুড়া ঝুলে পড়েছে, তাঁর ঢলে-পড়া কাঁধের উপর। ঝকমকে সাদা কপালের নীচে চমৎকার স্বচ্ছ পরিষ্কার চোখ দু'টী—তাতে এক শান্ত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রকাশ ব্যঞ্জনা—শান্ত নিশ্চয়, কিন্তু দুঃখের কোন আমেজ তাতে নেই—আর তাঁর ঠোঁটে কি একটা হাসি আছে অথচ যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। তাঁর মুখে একটা নম্র-মধুর মাধুর্য্যের সঙ্গে শক্তির প্রকাশ রয়েছে।

'তুমি ওকে জান না কি?' আর্কাডি সিটনিকভকে জিজ্ঞাসা করলে।

'বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই জানা। তুমি কি ওঁর সঙ্গে পরিচিত হতে চাও?'

'যদি পার···এই 'চার-কোণা নাচে'র শেষ হলেই।'

ব্যাজারভেরও চোখ পড়ল মাদাম ওদিনটসোভের দিকে।

ব্যাজারভ বললে, 'অন্য মেয়েদের মত নয়—এ একটা বিশেষ ধরণের মূর্ত্তি।'

'চার-কোণা নাচের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সবাই অপেক্ষা করতে লাগল। সিটনিকভ আর্কাডিকে মাদাম ওদিনটসোভার কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে এটা একেবারেই মনে হ'ল না যে, তাঁর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। সে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে থতমত খেতে লাগল, তিনিও তার দিকে কেমন যেন অপরিচিতের আশ্চর্য্যভাবের মত তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু যখন আর্কাডির পদবীটা শুনলেন তখন তাঁর মুখের ভাবটা যেন প্রসন্ন হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আর্কাডি নিকোলাই পেত্রভিচের ছেলে কিনা।

'হ্যাঁ।'

'বটে, আমার সঙ্গে তাঁর দু'বার দেখা হয়েছিল, তাঁর সম্বন্ধে আমি অনেক কথা শুনেছি'—তিনি বলে' যেতে লাগলেন, 'তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়ে আমি পরম আনন্দিত হ'লাম।'

'সেই মুহূর্ত্তে একজন এডজুটাণ্ট ছুটে এসে বললে, 'চার-কোণা নাচে' তাঁর সঙ্গী হতে। তিনি রাজী হলেন।'

আর্কাডি খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে বললে, 'আপনি নাচেন'

'হ্যাঁ, নাচি। আমি নাচি না, একথা তোমার মনে হ'ল কেন? তোমার কি মনে হয়, আমি খুব বুড়ো হয়ে গেছি—না?'

'সত্যিই, না—আমি কি করে সেটা…তা হলে, আমি 'ম্যাজুরকা নাচে' আমার সঙ্গে… আশা করতে পারি?'

মাদাম ওদিনটসোভ বড় মিঠে হাসি হাসলেন। 'নিশ্চয়ই' তিনি বললেন। আর্কাডির দিকে এমনভাবে তাকালেন যে, তিনি যে তার চেয়ে অনেক উঁচুতে তা ঠিক নয়; তবে খানিকটা যেমন বিবাহিতা ভগ্নী তার ছোট ভাইয়ের দিকে তাকায় তেমনি। মাদাম, ওদিনট্সোভ আর্কাডির চেয়ে কিছু বড়—তার বয়স উনিত্রিশ বছর—কিন্তু তার সামনে আর্কাডি যেন একটা স্কুলের ছেলে, একজন ছোটখাট ছাত্র—তাইতে তাদের উভয়ের মধ্যে যে বয়সের পার্থক্য—সেটা যেন খুব বেশীই দেখাতে লাগল। মাট্ভি ইলিইচ তাঁর কাছে এলেন খুব একটা রাজারাজড়ার মত রাশ-ভারী চালে ও সঙ্গে সঙ্গে কথার ভঙ্গীতে খুব ভদ্রতা ও মাধুর্য্য মাখিয়ে। আর্কাডি সেখানে থেকে সরে' গেল, কিন্তু তাঁর দিক থেকে সে চোখ ফেরাতে পারলে না। এমন কি যখন 'চার-কোণা' নাচ চলছিল, তখনও সে তাঁর দিক থেকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছিল না। তিনি কিন্তু একই রকম সহজ ভঙ্গীতে একবার তাঁর নাচের জুড়ির সঙ্গে কথা কইছেন, আবার জাঁদরেল কর্ম্মচারীর সঙ্গেও কইছেন। অতি মোলায়েম ভাবে মাথা নেড়ে, চোখ নেড়ে, দু'বার একটু মধুর হাসি হাসলেন। তাঁর নাক—প্রায় সকল রুষীয়দের নাকেরই মত,—একটু মোটা। গায়ের রঙ যে খুবই পরিষ্কার বা উজ্জ্বল তা-ও নয়। এই সব দেখে-শুনে আর্কাডি মনে করলে যে, এরকম মনোহারী আকর্ষণের স্ত্রীলোক সে পূর্ব্বে কখনও দেখেনি। দূর থেকে তাঁর গলার স্বর শোনা যাচ্ছে না, তবু সেই স্বর যা সে শুনেছে তা তার কান থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। তাঁর সেই পোষাকের প্রতি ভাঁজ এমনভাবে পড়েছে যে, অন্যের ঠিক সে ভাবের নয়, অন্য থেকে যেন সব রকমে তফাৎ—সে পোষাকের লালিত্যও যেমন, সৌন্দর্য্যও তেমন প্রচুর—আর তাঁর চলা-ফেরার মধ্যে বিশেষ একটা কমনীয় মাধুর্য্যমাখা, যেন অতি স্বাভাবিক।

যেই মাজুরকার সঙ্গীতের প্রথম সুর বেজে উঠল—আর্কাডির হৃদয় যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে এসেছিল; কিন্তু সে 'মাজুরকার নাচে' না গিয়ে সে তার জুড়িকে নিয়ে বাইরে বসে কথা-বার্ত্তা জুড়ে দিতে চেষ্টা করলে। কিন্তু শুধু তাঁর মাথার কেশের ভেতর হাত দিলে, কিন্তু একটা কথাও সে বলতে পারলে না। কিন্তু তার ভয় ও চাঞ্চল্য বেশীক্ষণ রইল না। মাদাম ওদিনটসোভের শান্ত ভাব ক্রমে তাকে অধিকার করে' বসল। মিনিট পনের না যেতে যেতে আর্কাডি তাঁর কাছে তার পিতার কথা, তার জ্যাঠামশায়ের কথা, তার পিটার্স-বার্গের জীবন, আর তার দেশে পাড়াগাঁয়ের জীবন সম্বন্ধে বলে যেতে লাগল। মাদাম ওদিনটসোভ অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তার সকল কথা শুনতে লাগলেন। একবার করে' তাঁর হাতের পাখা খোলেন, একবার ক'রে একটু বন্ধ করেন। তার কথা তখন থেমে

গেল, যেই তাঁর নাচের জুড়ি এসে ডাকলে। অন্যান্য লোকের মধ্যে সিটনিকভও দু'বার এসে নাচবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে। তিনি ফিরে এসে, আবার সেখানে এসে বসলেন, তাঁর হাতের পাখাখানা তুলে নিলেন, এমন কি তাঁর বক্ষ নিঃশ্বাস ফেলার জন্য সে রকম উঁচু-নীচুও হ'ল না। ওদিকে আর্কাডি আবার তেমনি অনর্গল বকে' যেতে লাগল। তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে সে যেন অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করতে লাগল। তাঁর সঙ্গে সেই কথা কয়ে, তাঁর সেই শান্ত চোখের পানে চেয়ে, তাঁর সেই মসৃণ কপাল, তাঁর সেই মধুর হাসি, বুদ্ধিব্যঞ্জক গাম্ভীর্য্য-ভরা মুখের পানে তাকিয়ে সে যেন কোন্ স্বপ্নলোকে চলে গেল। তিনি খুব অল্প কথাই কইছিলেন, কিন্তু তাঁর কথার ভিতর থেকে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, জীবনের অনেক কিছুর জ্ঞানই তাঁর হয়েছে। তাঁর কতক কতক কথার ভিতর থেকে, আর্কাডি এটা বেশ বুঝতে পারলে যে, এই যৌবনবতী নারীটী এরই ভিতর অনেক কিছু দেখেছেন, অনেক কিছু ভেবেছেন, অনেক কিছুই বুঝেছেন।...

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'যখন সিটনিকভ তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এল, তখন তোমার পাশে দাঁড়িয়েছিল যে—সে ব্যক্তি কে?'

'আপনি তাঁকে লক্ষ্য করেছেন?' আর্কাডি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে। 'ওর মুখখানা অতি চমৎকার দেখতে, না? ও আমার বন্ধু, ব্যাজারভ।'

আর্কাডি তখন তার সেই বন্ধুর সম্বন্ধে নানা কথা কইতে লাগল,—এমন একটা উৎসাহের সঙ্গে যে, মাদাম ওদিনটসোভা তার দিকে ফিরে দেখে, খুব বিচক্ষণতার সহিত তাকে দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে 'মাজুরকার নাচগান'ও থেমে এল। তার জুড়ির সঙ্গে তফাৎ হবার সময় হ'ল বলে আর্কাডির বড়ই দুঃখ হল। প্রায় ঘণ্টাখানেক সে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে বড়ই তৃপ্তিলাভ করেছিল। সে যতক্ষণই তাঁর সঙ্গে আলাপ করছিল ততক্ষণই তার মনে এই ভাব হচ্ছিল যে, তিনি যেন দয়া করে' তার সঙ্গে বসে কথা কইছেন, আর সেজন্য তাঁর প্রতি তার কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত...কিন্তু যৌবনের যে মোহভরা প্রাণ, সে কখনো সে-ভাবে দুঃখের ভারে নমিত হয় না।

গান থেমে গেল। মাদাম ওদিন্‌টসোভা উঠলেন, বললেন, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তোমার বন্ধুকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে এস। আমি বড় উৎসুক ও আগ্রহের সঙ্গে উৎসুক হয়ে রইলাম,—সেই লোকের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে, যে লোকের এমন সাহস যে কোন কিছুই সে বিশ্বাস করে না।'

শাসনকর্ত্তা নিজে এসে পড়লেন মাদাম ওদিন্‌টসোভার কাছে। জানালেন যে ভোজ প্রস্তুত। তারপর যেন ব্যথায় ভরা মুখখানি তুলে, তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে হাত ধরলেন। যখন তিনি গেলেন চলে, তখন শুধু আর্কাডির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন—ও মাথাটা একটু হেলিয়ে বিদায় নিলেন। সেও একেবারে মাথাটা খুব নত ক'রে অভিবাদন করলে (কি মনোরম তাঁর মূর্ত্তি তার কাছে মনে হ'ল, কালো রেশমের পোষাকের উপর ঝকমকে ধূসর আভার ভিতর দিয়ে)। আর্কাডি ভাবতে লাগল 'এ মুহূর্ত্তে নিশ্চয়ই তিনি তার

লাগল মাদাম ওদিনটসোভ তাঁর পরিষ্কার চক্ষুর স্থির-দৃষ্টির আলো ফেলে তার দিকে চেয়ে বসে' রইলেন।

অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা ওদিনট্সোভ সার্জ্জে নিকোলেইচ লোকটেভের কন্যা। তিনি তাঁর রূপের জন্য দুর্নাম-মাখা হয়ে প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁর 'ফটকা' খেলা, জুয়োখেলা এই সব নিয়ে পিটাস-বার্গে ও মস্কোতে পনোরো বছর ধরে' খুব সোর-সহরৎ করেন, তারপর তাসখেলায় সর্ব্বস্ব খুইয়ে, নিজেকে সর্ব্বরিক্ত করে, পাড়াগাঁয়ে এসে অবসর নিয়ে রইলেন। সেখানে কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। সামান্য কিছু পাড়াগাঁয়ের সম্পত্তি রেখে গেলেন তাঁর দুই মেয়ের জন্যে,—বড় মেয়ে অ্যানা—বছর কুড়ি বয়েস, আর ছোট মেয়ে কাতিয়ার তখন বয়স বছর বারো। তাঁদের মা ছিলেন একজন রাজবংশের মেয়ে, যদিও তাঁরা দরিদ্র হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মারা যান—যখন তাঁর স্বামীর খুব নাম-ডাক—সোর-গোল—হেউ-ঢেউ-চলেছে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর অ্যানার অবস্থা, বড়ই কষ্টের হয়ে পড়েছিল। পিটার্স বার্গে যে উচ্চ-শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, তাতে এমনি ক'রে গৃহস্থ-ঘরে সুখ-দুঃখ আয়-ব্যয়ের ভেতর নিজেকে ডুবিয়ে রাখার মত হয়নি,—এমন ক'রে পাড়াগাঁয়ের আঁধার-কোণে প'ড়ে থাকবার জন্যেও হয়নি। আশ-পাশের কোন প্রতিবেশীর সঙ্গে তাঁর জানা-শোনা ছিল না, আর এমন কেউ ছিল না—যা'র সঙ্গে কোন বিষয়ে কিছু পরামর্শ করেন। তাঁর পিতা, প্রতিবেশীদের সঙ্গে কখনো কোন সম্পর্ক রাখবার চেষ্টা পর্য্যন্তও করেন নি। তিনি তাদের দিক থেকে তাদের ঘৃণা করতেন,—তারাও তাদের দিক থেকে তাঁকে ঘৃণা করত। কিন্তু তাতে তাঁর কোন ভয় বা মাথা খারাপ হয়নি। তিনি তখনি তাঁর মা'র এক বোন, প্রিন্সেস্ অভ্‌ডোটিয়া ষ্টিপানোভ্‌না—একজন মহা ঈর্ষাপরায়ণ, বৃথা-অহঙ্কারী মহিলাকে আনতে পাঠালেন। তিনি তাঁর বোনঝির বাড়ীতে এসে যতগুলো ভাল ভাল ঘর ছিল, সেই গুলো আগে দখল করলেন। সকাল থেকে রাত্র পর্য্যন্ত কেলল ঘ্যান-ঘ্যান, সব তাতে বকুনি। বাগানে যদি বেড়াতে যান ত' সঙ্গে একজন খাশ-দাসী চাই, আর একজন আরদালী চাই—কাছে কাছে থাকবে, সবুজ রঙয়ের তকমা-পরা বহুকালের পুরোনো ছেঁড়া—তাতে ফিকে সবুজের কোঁচকান ফ্রিল বসান। আর মাথায় তিন-কোনা টুপী। অ্যানা তাঁর মাসীর যতরকম খেয়াল উপদ্রব সবই সহ্য করতেন। শুধু তাঁর বোন্‌টির যাতে ভাল শিক্ষা হয়, তাতেই তিনি মন দিলেন। তাঁর এটা বেশ মনে হ'ল যে, এই পাড়াগাঁয়ের ভেতরেই তাঁর জীবনের খেলা—অন্ধকারে এমনি ক'রেই শেষ করতে হবে···কিন্তু ভাগ্য তাঁকে অন্যপথে চালিত ক'রে নেবে, তার জন্যে প্রস্তুত ক'রে নিতে চেয়েছিল। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে ওদিনট্সোভের দেখা হ'য়ে গেল। বয়স ছেচল্লিশ; খুব ধনীলোক, কেমন খাম খেয়ালী পাগলা গোছের মানুষ। মোটা, ভারী শরীর, খিট্‌-খিটে মেজাজ, কিন্তু বোকাও নয় আর দুষ্ট-বুদ্ধিও নয়। তিনি পড়ে গেলেন এঁর সঙ্গে প্রেমে। এর পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ইনিও তাঁর স্ত্রী হ'তে রাজী হলেন এবং ছ'বছর তাঁর সঙ্গে ঘর-কন্না করবার পর—তাঁর মৃত্যু

হ'ল। তাঁর মৃত্যুর পর বিশাল সম্পত্তির মালিক ইনিই হলেন। তাঁর মৃত্যুর একবছর পর পর্য্যন্ত অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা সেই দেশেই ছিলেন। তারপর তাঁর বোনটিকে নিয়ে গেলেন বিদেশে—তবে রইলেন শুধু জার্ম্মাণীতে। সেখানে থাকতে থাকতে—মেজাজটা ভাল লাগল না। তখন ফিরে এলেন তাঁর সেই প্রিয় নিকোলস্‌কোয়ে গ্রামে। এ সহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে সে জায়গাটা। সেখানে তাঁর একটা বৃহৎ চমৎকার বাগানবাড়ী—খুব ভাল সাজানো, নানা রকম ফুল ফল -কুঞ্জবাড়ী ঘেরা, তাঁর খুব প্রিয় আবাস। তাঁর স্বামী, সেই বাড়ীটিকে যত রকমের খেয়াল ছিল—তা' দিয়ে সাজাতে কোন কার্পণ্য করেন নি। অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা কদাচিৎ সহরে আসেন। সাধারণতঃ বিশেষ কোন বৈষয়িক কাজ পড়লে আসেন। আর তাও খুব অল্পদিন থাকেন। দেশে তাঁকে লোকে বড় পছন্দ করত না। যখন ওদিনটসোভের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, তখন চারিদিক থেকে একটা মহা হৈ চৈ উঠেছিল; অনেক রকম আ-কথা কু-কথা গাল-গল্প রচনা হয়েছিল। কেউ বললে, তিনি নাকি তাঁর পিতার তাসখেলায় যোগ দিতেন, তাছাড়া আর একটা বিশেষ চমৎকার গূঢ় কারণ আছে, যার জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন। তারপর একটা শোচনীয় ব্যাপার সেটাকে ত' লুকাতে হবে, সেইজন্যে···। এমনি কত কি···বুঝেছ ত'?' ওই রকম যত ভাল-মন্দ কথা জন্মাতে লাগল। কেউ বলত 'সে আগুনের ভেতর দিয়ে পুড়ে এসেছে', তার সঙ্গে দেশের লোক বদ্‌রসিকতাও কেউ কেউ লাগাত—রস করে'। কেউ বলত 'শুধু আগুন কেন গো, সব জিনিষের ভেতর দিয়েই এসেছে না?' এ সকল রসকথা তাঁর কানে পৌঁছত। কিন্তু তিনি সে-সব বিষয় শুনেও কালার মত শুনতে পেতেন না। তাঁর ভিতরে যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল আর চরিত্রেরও অসম্ভব দৃঢ়তা ছিল।

মাদাম ওদিনট্‌সোভ তাঁর আরাম চেয়ারে একটু হেলান দিয়ে বসে' হাতদু'খানি হাতের উপর রেখে ব্যাজারভের কথা শুনছিলেন। আর ব্যাজারভ তার অভ্যাসের বিপরীত—অসম্ভব রকমে অনর্গল কথা ক'য়ে যেতে লাগল। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, সে তাঁকে এমন ভাবে কথা বলে' যাচ্ছে—যা'তে তাঁর মনে বেশ ছাপ পড়ে—এটাও আর্কাডির কাছে পরম আশ্চর্য্যের মতই ঠেকল। সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না যে, ব্যাজারভ এতে কি তার কাম্য লাভ করবে। অ্যানা সার্জ্জিয়েভনার মুখ দেখে কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না যে, কি ভাবের ছাপ তাঁর মনে পড়ছে। সে-মুখ সেই একই রকম মধুর শান্ত; সব বিষয়েই বুদ্ধিমত্তার ভাব-মাখান। তাঁর সেই সুন্দর চক্ষুতে শুধু একটা শোনবার আগ্রহের আলোক রয়েছে ফুটে, কিন্তু তা-ও তেমনি শান্ত। ব্যাজারভের অসভ্য-ব্যবহার প্রথমটা তাঁর যথেষ্ট অস্বস্তি ভাব এনেছিল, যেমন একটা দুর্গন্ধ নাকে এলে হয়, কিম্বা বেসুর-গান শুন্‌লে হয়। কিন্তু তারপর তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, ব্যাজারভ তাঁর কাছে নিজেকে ঠিক রাখতে পাচ্ছেনা বরং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাঁরই যেন তোষামোদ করছে। কুৎসিত ব্যবহার তাঁর কাছে যতটা ঘৃণার বস্তু, এতটা আর কিছুই নয়; তবে ব্যাজারভের ব্যবহারে কৌৎসিত্য কিছু বিশেষ ছিলনা। আর্কাডির ভাগ্যে সে দিনটাই যেন পরম আশ্চর্য্যের

দিন হয়ে উঠল। সে ভেবেছিল, ব্যাজারভ ওদিনটসোভের মত একজন বুদ্ধিমতী মহিলার কাছে শুধু নিজের মত ও ধারণার কথাই বলবে! তিনি নিজেও সেই ভাব প্রকাশ করেছিলেন যে, তার' কথা মন দিয়ে শুনবেন—'যে সাহস করে, আর বলে, সে কোন কিছুই বিশ্বাস করে না।' কিন্তু তার বদলে ব্যাজারভ ঔষধের কথা,· হোমিওপ্যাথির কথা, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের কথা পাড়ছে—কথাবার্ত্তায় এটা বেশ বোঝা গেল যে, মাদাম ওদিনট্‌সোভ নির্জ্জনে শুধু বৃথাই কাল কাটান নি! তিনি অনেক ভাল ভাল কেতাব পড়েছেন, আর বেশ চমৎকারভাবে রুষীয় ভাষা বলতে পারেন। তিনি কথা ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন সঙ্গীতের বিষয়ে, কিন্তু যখন লক্ষ্য করলেন যে ব্যাজারভের শিল্প কারুকলার কোন জিনিষটাতেই বিশেষ অনুরাগ বা রসভাব নেই, তিনি তখনই কথা ফিরিয়ে ঘুরিয়ে আবার সেই উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানেই চলে গেলেন, যদিও আর্কাডি জাতীয়-সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনার কথা বলতে সুরু করেছিল। মাদাম ওদিনটসোভ আর্কাডিকে ঠিক যেন ছোট ভাইটির মত ব্যবহার করতে লাগলেন। তার সহজ সরল সৎপ্রকৃতি তিনি বেশ ভাবেই নিলেন—এই পর্য্যন্ত। প্রায় তিন ঘণ্টার উপর সব' কথা বার্ত্তা গাল গল্প চলল। নানা মত, নানা বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনাও হ'ল।

তারপর বন্ধুরা উঠল, বিদায় নিতে গেল। অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা তাদের দিকে অতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন! তাঁর সেই সুন্দর হাতখানি তাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তারপর পরমুহূর্ত্তে কি ভেবে, একটুখানি সন্দেহমাখা মিঠে হাসি হেসে বললেন, যদি তোমাদের অস্বস্তি-বোধ না হয়, তবে তোমরা, আমার ওখানে, নিকোলসকোয়েতে এসে দেখা কর।'

আর্কাডি জোরগলায় বললে—'ও অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা, আমি অত্যন্ত সুখী ও আনন্দিত হব তাহলে।'

ব্যাজারভ শুধু মাথা নত করে' অভিবাদন করলে। আর আর্কাডির জন্য শেষ একটা অসীম আশ্চর্য্যের ব্যাপার হ'ল এই যে, কথা বলবার সময়,—বিদায় নেবার সময় ব্যাজারভের মুখখানা যেন রাঙা হয়ে উঠল।

পথে যেতে যেতে আর্কাডি বললে—'কি বল? এখন কি তুমি সেই আগের মতো একই মত পোষণ কর না-কি···যে তিনি হলেন···'

'কে তা বলতে পারে? দেখলে কি রকম কোন বিষয়ে ভুল হয় না!' ব্যাজারভ তখনি বলে' উঠল। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে আবার বললে···'এ হয়েছে একেবারে রাজবংশের মেয়ের মত, পুরোদস্তর ডাচেস—সম্রাজ্ঞীর মত। তার দরকার পিছনে শুধু একদল সভাসদ্ আর মাথায় একটা মুকুট।'

'আমাদের দেশের গ্রাণ্ড-ডচেসেরা অমনতর ভাল রুসীয় ভাষা বলতে পারেন না।' আর্কাডি টিপ্পনী কাটলে।

'বন্ধু হে, বোধ হচ্ছে—জীবনে অনেক ওড়ন-পাড়ন ও দেখেছে। সে জানে সত্যি কাকে অভাব বলে—বুঝলে বন্ধু।'

আর্কাডি বললে—'যা-ই বল না কেন, সে সত্যি মনোহারিণী।'

ব্যাজারভ বললে—'কি অসম্ভব চমৎকার দেহ! একবার ডিসেক্টিং টেবিলে—কাটা-ছেঁড়া করে' দেহটা দেখতে ইচ্ছা করলে মন্দ হয় না।'

'থাম, ইয়েভজেনি, দয়া করে, এ টিপ্পনী তোমার সব কথা ছাড়িয়ে গেছে।'

'ভাল, ভাল, কচি খোকা আমার, অত রাগ কেন হে। আমি বলছিলুম যে, ও দেহ পয়লা নম্বরের, বুঝলে? আর আমরা ত' তার ওখানে গিয়ে থাকব, কেমন?'

'কবে?'

'কেন, তা, আজ বাদে কাল-পরশু! এখানে আর কি কাজ আছে, বন্ধু? কেবল কুক্‌সিনার সঙ্গে স্যাম্পেন পান করা—এই ত'। হ্যাঁ, আর তোমার ওই আত্মীয় মহাব্যক্তি লিবারেল-কর্ত্তার বুক্‌নি শোনা।···চল আমরা পরশুই চলে যাই। ভাল কথা, আরো,—আমার বাবার বাড়ী এখান থেকে খুব বেশী দূর নয়। এই-যে তোমার নিকোলস্‌কোয়ে—ওই রাস্তার উপরেই ত?'

'হ্যাঁ!'

'তবে আর দেরী করে লাভ কি? ও সব যত গাধা আর ওই নামওয়ালা উল্লুকদের ছেড়ে দাও। আমি বলছিলুম—কি অভিনব চমৎকার দেহ!'

তিন দিন পরেই দুই বন্ধুতে নিকোলস্‌কোয়ের রাস্তায় হাঁকিয়ে চলল। দিনটা খুব পরিস্কার—খুব বেশী গরমও নয়। রোগা ঘোড়াগুলো বেশ টুকটুক্ করে তাড়াতাড়িই পথে দৌড়ল, তাদের সেই পিতলের প্লেট দিয়ে বাঁধা ল্যাজ বেশ ক'রে নাড়তে নাড়তে ছুটল। আর্কাডি রাস্তার দিকে একবার তাকালে, তারপর কে জানে কেন—বেশ মনভরা হাসি হাসতে লাগল।

হঠাৎ ব্যাজারভ চীৎকার করে বললে, 'আমাকে অভিনন্দিত কর বন্ধু, আজ হচ্ছে জুন মাসের বাইশে তারিখ—আমার জীবনরক্ষার যে স্বর্গদূত—তাঁর দিন, বুঝলে? দেখা যাক, কি ভাবে তিনি আমাকে লক্ষ্য রাখেন, রক্ষা করে বেড়ান।' তারপর গলার স্বরটা কেমন কাঁপিয়ে থেমে বললে, 'আজ তারা আমার বাড়ীতে পৌঁছবার আশা করছে, যাক্···থাকগে, তারা আশাই করে যেতে থাকুক,···আর কিই বা তাতে আসে-যায়!'

[ষোল]

যে বাগান-বাড়ীতে অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা বাস করতেন, সেটা একটা খোলা পাহাড়ের মত জায়গা। একটা হলদে পাথরের গির্জ্জে, তার ছাদ সবুজ রঙের, সাদা থাম দেওয়া, বড় ফটকের উপর ঠিক প্রবেশ পথে ইটালীর শিল্পের ধরণে 'খৃষ্টের পুনরুত্থানের'

ফ্রেস্কো আঁকা। ছবির সামনের জমিতে আঁকা, কালরঙের মুখ একজন যোদ্ধা মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, পড়ে আছে সামনে,—তার মুখখানা ফুলো-ফুলো দেখাচ্ছে, সেইটাই বেশী চোখে পড়ে। গির্জ্জার পিছনে দুধারি অনেকগুলি গ্রাম, খড়ের চালের মাঝে মাঝে ধোঁয়ার চিম্‌নি উঠেছে, দেখা যাচ্ছে। পাদরী সাহেবের থাকবার বাড়ীও একই ধরণে সেই আলেকজান্দারের সময়ে যেমন ভাবে বাড়ী হ'ত—সেই ভাবেই তৈরী। বাড়ীখানার রঙ্ হলদে, ছাদ সবুজ, তেমনি সাদা থাম। সামনে খানিকটা ভাস্কর্য্যকরা—তার ওপর ঝুলছে এককখানা ঢাল। যে স্থপতি এ দু'টো বাড়ীর গঠন করেছিল, সে ওদিনটসোভের সম্মতি নিয়েই করেছিল। কেননা, তিনি—অযথা একটা যা-হয় মনগড়া গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। বাড়ীখানার দু'ধারেই পুরোনো ভারি-ভারি গাছের বাগান দিয়ে ঘেরা। বাড়ীতে ঢোকবার পথ ছাঁটা-পাইনের গাছের ছায়ায় ঢাকা।

আমাদের বন্ধুরা হল ঘরে ঢুকতেই দু'জন তকমা-পরা আরদালী তাদের অভ্যর্থনা করলে। তাদের মধ্যে একজন ছুটে গেল দেওয়ানকে ডেকে আনতে। দেওয়ানজী একজন মোটা লোক, গায়ে কাল-কোট, তাড়াতাড়ি তখনি এসে হাজির। অতিথিদের তখনি বিশেষ ক'রে যে বসবার ঘর, রাগ্‌পাতা সিঁড়ি দিয়ে সেই ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে দুটী বিছানা সাজান, আর যা-কিছু প্রসাধনের প্রয়োজন—সবই সেখানে গোছান রয়েছে। এ দেখে বেশ পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, নিয়মমত কাজ হওয়াটা এ বাড়ীর একটা বিশিষ্ট ধারা। সব ঝকঝকে পরিষ্কার। সব জায়গায়ই একটা চমৎকার সুগন্ধ যেন ভরভর করছে; ঠিক যেমন মন্ত্রী মহাশয়দের অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করবার ঘরে বেশ একটা মৃদু-মধুর গন্ধ মাখা থাকে!

দেওয়ানজী বললে, অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা বললেন যে, তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই আপনাদের সঙ্গে এসে দেখা করবেন! এর মধ্যে আপনাদের কোন আদেশ আছে কি, বলুন।' ব্যাজারভ বললে 'না, আদেশ করবার বিশেষ কিছুই নেই, তবে আপনি যদি একটু কষ্ট করেন, অনুগ্রহ করে,—আমাকে এক গেলাস 'ভডকা' এনে দেন।' দেওয়ান বললে, 'আজ্ঞা হ্যাঁ,' কিন্তু সে যেন একটা মহা হতভম্বের মত তাকাতে লাগল। যখন চলে' গেল, তখন তার পায়ের বুট-জুতা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করতে লাগল। ব্যাজারভ বললে—'কি বিরাট লোক! তোমাদের ধরণে ওই কথাই বলে না, কি বল হে?'

আর্কাডি একটু কড়া জবাব দিলে রহস্যকর,—'একজন চমৎকার গ্র্যাণ্ড ডচেস্ যে, প্রথম দেখাতেই আমাদের মত বিরাট অভিজাতকে, তোমাকে আর আমাকে, তাঁর এখানে থাকতে বলে।'

'বিশেষতঃ আবার আমাকে, ভবিষ্যতের একজন ডাক্তার, এবং একজন ডাক্তারের ছেলে, আর একজন গেঁয়ো গোর-দেওয়া মিস্ত্রির জাতি।...তুমি বোধ হয় জান না যে, আমার ঠাকুরদা গোর-খোঁড়ার কাজ করত?' খানিকক্ষণ চুপ করে, তার ঠোঁট দুটো চেপে ব্যাজারভ বললে 'সেই মহৎ স্পেরানস্কির মত। যাই হোক সে কিন্তু বেশ আরাম

চায়, বুঝলে, কি বল, চায় না, সেই মহিলাটী? আচ্ছা আমাদের এখন সান্ধ্য পোষাক পরাটাই উচিৎ নয় কি?'

আর্কাডি কাঁধটা তুলে একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠল…কিন্তু সেও যেন একটু কেমন কিন্তু-কিন্তু মনে কচ্ছিল?

আধঘণ্টা পরে ব্যাজারভ ও আর্কাডি দু'জনে এক সঙ্গে ড্রয়িংরুমে গেল। এটা একটা প্রকাণ্ড বড় ঘর! খুব দামী জিনিষ-পত্র দিয়ে সাজান, কিন্তু সব গুলোতেই সুপছন্দেরও পরিচয় দিচ্ছে। ভারী দামী জিনিষ যত সব দেওয়ালের ধারে সাজানো, সেগুলো লাল লবঙ্গ ফুলের রঙের কাগজ, তাতে সোনালী ফুল কাটা, তাই দিয়ে ঢাকা। ওদিনট্‌সোভ এই সমস্ত আসবাব মস্কো থেকে এক বন্ধুদ্বারা আনিয়েছিলেন। তাঁর আবার এক মদের কারবারী জানা লোক ছিল, সে-ই এ সব পাঠায়। একটা সোফার ওপর দিকে দেওয়ালে একখানা প্রতিকৃতি টাঙানো রয়েছে, পাতলা চুল—দেখে মনে হয় যেন অভ্যাগতদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছেন। ব্যাজারভ আর্কাডিকে চুপি চুপি বললে—'ইনিই বোধ হয় সেই স্বর্গগত—বুঝলে হে।' তার পর নাকটা ঘুরিয়ে বললে 'দরজাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভাল না?' কিন্তু ঠিক সেইক্ষণেই বাড়ীর মালিক এসে পড়লেন সেখানে। একটা হালকা রঙের পোষাক পরা, কেশরাশি অতি সুন্দরভাবে আঁচড়ান পিছনদিকে টেনে। ছোট ছোট কান, মুখখানিতে যেন কেমন বেশ ছেলেমানুষী মেয়ের ভাব মাখান দেখাচ্ছে।

"তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ"—তিনি আরম্ভ করলেন। "তোমরা এখানে কিছুদিন বেশ স্বচ্ছন্দে থাকতে পার, এ জায়গাটা খারাপ নয়। আমি আমার ছোট বনের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করে দেব! সে বেশ চমৎকার পিয়ানো বাজায়। ব্যাজারভ তোমার ত' ও সম্বন্ধে কোন রকম আগ্রহই নেই, কিন্তু তুমি, মঁসিয়ে কীরষাণোভ তোমার ত' সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ আছে, তুমি সঙ্গীত খুব ভাল বাস—না? আমার ছোট বোন ছাড়া, আমার এক বুড়ী মাসি এখানে আছেন। কখন কখন দু'একজন প্রতিবেশী তাসটাস খেলতে আসেন—এই নিয়ে এখানকার আমাদের দল। ওকি তোমরা বোস—বোস।…"

মাদাম ওদিনট্‌সোভ এই কথাগুলি এমন পরিষ্কার নিখুঁতভাবে, বেশ ক'রে বললেন যেন কথাগুলো তিনি একেবারে মনে মনে মুখস্থ করে রেখেছিলেন। তার পর তিনি আর্কাডির দিকে তাকালেন। এখানে কথার পৃষ্ঠে প্রকাশ হয়ে গেল যে আর্কাডির মার সঙ্গে মাদামের মার বিশেষ পরিচয় ছিল। এমন কি নিকোলাই পেত্রভিচের সঙ্গে যে প্রেমের ব্যাপার তাও তাঁর মার কাছে গোপনে জানিয়েছিলেন। আর্কাডি অতিশয় আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে তার মার কথা বলতে লাগল। আর ব্যাজারভ একখানা ছবির এ্যালবামের পৃষ্ঠা উলটে যেতে লাগল—মনে মনে ভাবছিল—আরে আমি এ কি রকম পোষা বেরালের মত হয়ে গেলাম!

একটী চমৎকার সুন্দর গ্রে হাউণ্ড কুকুর গলায় নীল গলাবন্ধ বাঁধা ছুটে ড্রইং রুমের

মধ্যে এল, তার পায়ের থাবা দিয়ে শব্দ করছিল। তার পিছনে একটী আঠার বছর আন্দাজ বয়সের মেয়ে, কাল কেশ, ময়লা রঙ, গোল মুখখানি, বেশ মিষ্টিভাব, ছোট ছোট কালো চোখ। তার হাতে একটী ঝুড়ি, ফুলে ভরা, ঘরের ভিতরে এল।

মাদাম ওদিনটসোভ তাঁর মাথাটা একটু হেলিয়ে দেখিয়ে বললেন—"এই যে আমার কাতিয়া।" কাতিয়া ঘরে ঢুকেই একটু ভদ্রতার অভিবাদন ক'রে তার দিদির পাশে গিয়ে বসল এবং একটী একটী করে ফুল বাছতে লাগল। গ্রে হাউণ্ড কুকুরটার নাম হল ফিফি, সে দু'জন অভ্যাগতের কাছেই একবার করে যায় আর লেজ নাড়ে, তার নাকটা তাদের হাতের কাছে গুঁজে দেয়।

'তুমি নিজে সব ফুল তুললে নাকি?' মাদাম ওদিনট্‌সোভ জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, আমি।' কাতিয়া উত্তর দিলে।

'মাসি কি চা খেতে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

কাতিয়া যখন কথা কয়, তখন তার মুখে একটা বড় মধুর হাসি ফোটে। অতি মিষ্টি, ভীত অথচ সরলতা মাখা। চোখের ভুরুর তলা থেকে চোখ তুলে যখন চায়, সে তাকানিকে এক হাস্যভরা গাম্ভীর্য্য। তার চারিদিকে যা-কিছু এখন পুষ্ট হয় নি, এখন সব বিকাশ পায়নি, তার গলার স্বর আর তার মুখের যে লাল আভা, গোলাপের পাপড়ির রঙের মত দু'খানি হাত, হাতের ভিতর দিক শাদা—কাঁধ বরং যেন কিছু সরু…সে ক্ষণে-ক্ষণেই কেবল মুখ লাল করছে—আর যেন হাঁপাচ্ছে।

মাদাম ওদিনট্‌সোভ ব্যাজারভের দিকে ফিরলেন। ইয়েভজেনি ভাসিলিইচ তুমি বুঝি ভদ্রতার খাতিরে শুধু এ্যালবামের ছবিই দেখছ। ও ছবিতে ত' তোমার কোন আগ্রহই নেই, তবে কেন, বরং আমাদের কাছে এসে বোস—এস একটা কোন বিষয়ে আমরা আলোচনা করি।"

ব্যাজারভ এগিয়ে সরে বসল। সে বললে 'কি বিষয়ে আলোচনা করতে চান বলুন।'

"যা তোমার ইচ্ছা হয়। আগে থেকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি কিন্তু, আমি একজন ঘোরতর তার্কিক মনে রেখ।"

'আপনি?'

"হ্যাঁ! কথাটায় বোধহয় তুমি খুব আশ্চর্য্য হচ্ছ? কেন?"

'কারণ, আমার যতদূর বিচার বুদ্ধি আছে, তাতে এইটে বোধ হয় যে, আপনার স্বভাব অতি ধীর, স্থির, শান্ত। যারা তর্ক করে বেশী, তাদের চরিত্র একটু ভাবপ্রবণও বটে, আর ঝোঁক থাকে।'

'এর মধ্যে তুমি এমন সময় কি করে' পেলে যে, আমাকে এত শীগিগির বুঝে ফেললে? প্রথমতঃ আমি অত্যন্ত অধৈর্য্যের মানুষ, আর একগুঁয়ে—তুমি কাতিয়াকে জিজ্ঞেস করলেই টের পাবে! আর দ্বিতীয়,—আমি অতি সহজেই একটাতে ঢলে' পড়ি।'

ব্যাজারভ অ্যানা সার্জ্জিয়েভনার দিকে ভাল করে দেখলে—'হয়ত আপনি নিজেকে জানেন সকল রকমে। আমি আপনার অ্যালবামের ভিতরে সাক্সনির পাহাড়ের ছবি দেখছিলাম, আপনি বললেন যে, তাতে আমার নাকি কোন দরদ বা আগ্রহ নেই। আপনি যে একথা বললেন, তার কারণ ;—আপনি মনে করেন যে, শিল্প-কলা বোঝাবার মত প্রাণমন আমার নেই, আর কথাটা ত' সত্যি ; ও বিষয়ে আমার দরদ কিছু নেইও বটে, কিন্তু এই দৃশ্যগুলো আমার কাছে হয়ত ভূতত্ত্বের দিক থেকে মনোযোগ আর্কষণ করবার কারণ হতে পারে। যেমন ধরুন, পর্ব্বত কি করে' গড়ে' ওঠে, সে-টা জানবার আগ্রহ আসতে পারে।'

'মাপ কর আমার কথাটায়, কিন্তু ভূ-তত্ত্ব জানবার জন্যে তোমার ভাল বই পড়লেই সুবিধা বেশী হতে পারে, ও বিষয়ের কোন বিশিষ্ট বিজ্ঞানের বই পড়লেই হয়, তাতে ও রেখা-চিত্র বা ছবির বিশেষ কি প্রয়োজন ?'

'একখানা বইয়ের দশখানা পৃষ্ঠা পড়ে যা না হয়, একখানা রেখা-চিত্র বা ছবি দেখলে তা সহজেই হ'তে পারে !'

অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা কিছুক্ষণের জন্যে স্থির হ'য়ে রইলেন।

তারপর বললেন, 'তাহলে তোমার মধ্যে কারুশিল্পের কোন রসভাবই নেই, বলতে চাও ?' এবং এই কথা বলতে বলতে টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর রেখে, ব্যাজারভের কাছে মুখখানা এগিয়ে নিয়ে এলেন। 'কি রকম, বই ছাড়া তুমি সে বিষয়ে কি করে' জানতে পারবে ?'

'কেন, কি জন্যে তার দরকার, সে-কথা আমি জিজ্ঞেস করতে পারি ?'

'অন্ততঃ সে বিষয়টা পড়ে বোঝবার ও জানবার সুবিধা হতে পারে, আর মানুষকে জানবার উপায়ও হ'তে পারে !'

ব্যাজারভ একটু হাসলে, তারপর বললে, 'প্রথমতঃ জীবনের অভিজ্ঞতাই তা করে দেয় ! দ্বিতীয়তঃ আমি আপনাকে নিশ্চয় বলতে পারি, প্রত্যেক জিনিষ আলাদা-আলাদা করে দেখার ও অধ্যয়ন করার পরিশ্রমের মুল্য কিছুই পাওয়া যায় না। সব লোকই একই রকমের দেহ ও মন নিয়ে বাস করে ; আমাদের প্রত্যেকেরই মস্তিষ্ক, যকৃৎ, প্লীহা ফুসফুস একই রকমের গঠনেই গড়া। আর অন্য যা কিছু নীতিধর্ম্ম তা-ও প্রায় একই—সকলের ভিতর। একটু-আধটু যে তফাৎ, সে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কাজেই সামান্য যে একটু-আধটু পার্থক্য, সে জিনিষটায় বিশেষ কিছুই আসে যায় না। মানুষের একজনকে নিয়ে তার সব বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে, তা থেকেই সবার বিচার করা যায় ! বনের ভিতরে যেমন গাছ। কোন উদ্ভিদ বিজ্ঞানবিদ্ প্রত্যেক ভূর্জ্জ-গাছটাকে আলাদা করে' বিশ্লেষণ করে দেখে না, দেখবার দরকারও হয় না।

কাতিয়া বসে-বসে ফুল গোছাচ্ছিল—একটী একটী, আলস্যের ভরে, হঠাৎ ব্যাজারভের দিকে অবাক হয়ে চোখ তুলে দেখলে। যেই ব্যাজারভের চোখে চোখে পড়ল, অমনি তার মুখখানা কানের গোড়া পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠল। অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করলেন।

পুনরায় বললেন 'বনের গাছের কথা বলছ! তাহলে' তোমার মতে বোকা আর চতুর লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; ভাল লোক আর মন্দ লোকের মধ্যেও কোনই তফাৎ তা হলে' নেই?'

'তফাৎ নিশ্চয়ই আছে; সে তফাৎ আর একরকম। যেমন সুস্থ নীরোগ শরীর, আর অসুস্থ রোগগ্রস্ত দেহ—দুটোর তফাৎ। একজন যক্ষ্মারোগগ্রস্ত রোগীর ফুসফুস, আপনার বা আমার ফুসফুস একই অবস্থায় থাকে না; যদিও তারা তৈরী একই ধরণে। আমরা জানি কতকটা যে, কোথা থেকে মানুষের রোগ জন্মায়। দুর্নীতি বা কদাচার প্রভৃতি যে মনের রোগ—এসব জন্মায় খারাপ, মন্দ শিক্ষা থেকে, অথবা ছেলে-বেলা থেকে যে সমস্ত বাজে হাবজা-গোবজা নিয়ে মাথাটায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তা থেকে;—সমাজের যে, সমস্ত দোষ থাকে, তাই থেকে। অল্পকথায় বলতে গেলে, সমাজকে বদলে সংস্কার কর, দেখ্‌বে—কোন ব্যাধি আর থাকবে না।'

ব্যাজরভ এমন একটা ভঙ্গীতে এই সব বলতে লাগল যেন, সে নিজের মনের সঙ্গে এই সব কথাই কইছে—'আমাকে বিশ্বাস কর আর না কর, যা তোমার ইচ্ছা; আমার কাছে সবই এক।' সে ধীরে ধীরে তার দাড়ির ওপর আঙ্গুলগুলো চালিয়ে নিলে—তার চোখ কিন্তু তখন ঘরের চারিদিকে কেমন ভাবে ঘুরছিল।

অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা বললে, "তা'হলে তোমার শেষ-কথা মোটের ওপর এই যে, সমাজকে যদি সংস্কার করা যায়, তাহলে সমাজে আর কোন বোকা বা দুষ্টলোক থাকবে না?"

'যেমন করেই হোক্‌, যদি ঠিকভাবে সমাজকে গড়ে' তোলা যায়, তখন একটা মানুষ বোকা বা দুষ্ট একই দরের মধ্যে পড়ে।'

'হ্যাঁ, আমি বুঝেছি, তাদের সকলেরই প্লীহা একই রকমের হবে।'

'অনেকটা তাই বটে, মাদাম।'

মাদাম ওদিনটসোভ আর্কাডির দিকে ফিরে বললেন, 'আর তোমার এ বিষয়ে মতামত কি, আর্কাডি নিকোলেভিচ?

সে উত্তর করলে, 'আমি ইয়েভজেনির সঙ্গে একই মতের।'

কাতিয়া তার চোখের পাতা তুলে একবার তার দিকে তাকালে।

মাদাম ওদিনটসোভ তখন 'বললেন, দেখ তোমরা আমাকে একেবারে আশ্চর্য্য করে দিলে। আচ্ছা, আমরা এ বিষয়ে আবার বিশেষভাবে আলোচনা করব। কিন্তু এখন আমার মাসি আসছেন—শুন্‌তে পাচ্ছি, চা খেতে। তাঁর সামনে আর এসব তর্কের কথা থাক্‌।'

অ্যানা সার্জ্জিয়েভনার মাসি, প্রিন্সেস এইচ—পাতলা ছোট খাট ধরণের মহিলা, মুখখানা চিমড়ে পড়া সিঁটকান, যেন হাতের মুঠোর মত গুটিয়ে গেছে, উৎপরীক্ষে দুষ্ট তাকানি চোখের, সামনের দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকলেন। অভ্যাগতদের দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না। একখানা খুব চওড়া মখমল মোড়া চেয়ারে এসে বসলেন। সে চেয়ারখানায় তিনি ছাড়া আর কারো বসবার অধিকার ছিল না। কাতিয়া তাঁর পায়ের

কাছে একখানা পাদপীঠ এনে দিলে, তিনি একবার তাকে ধন্যবাদ ও দিলেন না, তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। শুধু তাঁর দুর্ব্বল দেহের প্রায় সর্ব্বাঙ্গে একখানা হলদে শাল ঢাকা, তার ভিতরে হাতগুলো কাঁপতে লাগল। প্রিন্সেস হলদে রঙই বেশী পছন্দ করেন, তাঁর মাথার টুপিতেও খুব জোরাল চকচকে হলদে ফিতে বাঁধা।

'মাসি, তোমার ভাল ঘুম হয়েছে ত?' মাদাম ওদিনটসোভ তাঁর গলাটা একটু জোর করে বললেন।

'আঃ আবার কুকুরটা এখানে?' সেই বৃদ্ধা মহিলাটী উত্তরে বললেন 'আঃ আবার কুকুটা এখানে?'

ফিফি দু-এক পা করে তাঁর দিকে এগোচ্ছিল, যাব কি যাব না ভাব···তিনি তখনি হিস্ হিস্···করে উঠলেন।

কাতিয়া ফিফিকে ডাকলে আর তার জন্যে দরজাটা খুলে দিলে।

ফিফি ছুটে গেল আনন্দিত হয়ে, সে ভাবলে যে তাকে বাগানে বেড়াতে নিয়ে যাবে, কিন্তু যখন সে ঘরের দরজার বাহিরে যেতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল দেখল, তখন সে দরজা আঁচড়াতে লগেল—আর কেঁউ কেঁউ করতে লাগল। প্রিন্সেস ত' রাগে ধমক দিয়ে উঠলেন। কাতিয়া তখন তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে যেতে গেল।

মাদাম ওদিনটসোভ বললেন, 'চা বোধ হয় হয়েছে। 'এস তোমরা, মাসি তুমি চা খেতে যাবে?'

প্রিন্সেস উঠে পড়লেন তাঁর চেয়ার থেকে, কোন কথা মুখে বললেন না, ড্রয়িংরুম থেকে বাইরে চলে গেলেন। তারা তাঁর পিছনে পিছনে ডাইনিং হলে গিয়ে প্রবেশ করলে। একটা ছোকরা চাকর তকমা-পরা, টেবিলের কাছ থেকে একখানা হাতল-ওয়ালা চেয়ার তাতে কুশনের মত গদি দেওয়া, তাতেই প্রিন্সেস বসেন, সেই খানা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে টেনে দিলে। প্রিন্সেস তাতে বসলেন। কাতিয়া চা ঢেলে দিয়ে, প্রথমে তাঁকে এক পেয়ালা চা দিলে। পেয়ালাটায় রাজবংশের পতাকা চিহ্ন আঁকা। বুড়া মাসি তাতে একটু মধু ঢেলে দিলেন। (তিনি আবার এদিকে মনে করেন যে, চায়ে চিনি দিয়ে খাওয়া পাপও বটে, খরচাটাও অপব্যয় নেহাৎ—যদিও তিনি নিজে কখন কোনদিন এক আধলা পয়সাও এসব কিছুর জন্যে ব্যয় করেন না) তার পর হঠাৎ ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলেন 'প্রিন্স আইভান কি লিখেছে চিঠিতে?'

কেউ কিন্তু তাঁকে কোন উত্তরই দিলে না। ব্যাজারভ ও আর্কাডি তখন বেশ বুঝতে পারলে যে, তাঁর কথায় কেউ কানও দেয় না, যদিও তারা সবাই তাঁকে খুব সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করে।

ব্যাজারভ ভাবলে, কারণটা হচ্ছে তাঁর বড় বংশ—রাজ বংশের মেয়ে বলে···

চা খাবার পর, অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা বললেন, বেড়াতে যাবার কথা, কিন্তু তখনি এল বৃষ্টি, তখন সমস্ত পার্টিই, কেবল প্রিন্সেস ছাড়া, ড্রয়িং রুমে এল ফিরে। প্রতিবেশী একজন,

যিনি তাস-খেলার অত্যন্ত ভক্ত, তিনি এলেন। তাঁর নাম হ'ল পরফিরী প্লেটোনিচ, বেঁটে মোটা, কটা রঙ, সরু সরু পা। অত্যন্ত ভদ্র, সহজে আমোদে মেতে ওঠেন। অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা, যদিও ব্যাজারভের সঙ্গেই বেশী কথা কইছিলেন, তবুও তারই মধ্যে জিজ্ঞাসা করলেন যে, পুরোনো ধরণে প্রেফারেন্স খেলার বাজী খেলতে সে চায় কি না? ব্যাজারভ রাজী। বললে—'কিন্তু তার আগের কর্ত্তব্য হচ্ছে গেঁয়ো ডাক্তার হবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা।' অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা বললেন, 'তুমি সাবধান হও, পরফিরী প্লেটোনিচ্, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হারিয়ে দেব। আর কাতিয়া, তুমি আর্কাডি নিকোলেভিচকে পিয়ানোর গান শোনাও, সে বড্ড গান ভালবাসে, আর আমরাও সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাব।

কাতিয়া কি করে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসল। আর আর্কাডি যদিও গান খুবই ভালবাসে, তবু সেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিছু পিছু গেল। তার মনে হল মাদাম ওদিনটসোভ তাকে কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন। এর মধ্যেই যেমন তার বয়সী যুবাদের হয়, তার মনে মনে কেমন একটা অস্পষ্ট প্রেমের ভাবও যন্ত্রণার মত তার বুকের ভেতর ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। কাতিয়া পিয়ানোর ঢাকনা তুলে আর্কাডির দিকে না তাকিয়েই, খুব নীচু সুরে বললে…

'কি বাজাব বলুন!'

'যা তোমার ইচ্ছা'—আর্কাডি অন্যমনস্ক ভাবে বললে, 'কি ধরণের গান আপনার পছন্দ হয়?'

'ক্লাসিক্যাল'—আর্কাডিও সেই একই ধরণের ভঙ্গীতে উত্তর করলে।

'আপনি মোজার্টের সঙ্গীত ভালবাসেন?'

'হ্যাঁ, আমি মোজার্টকে খুব পছন্দ করি।'

কাতিয়া মোজার্টের সোনাটা-ফ্যানটাসিয়া টেনে বার করলে-সি মাইনরে সুর বাজালে। সে খুব ভালই বাজালে, বরং বেশী ঠিক আর নিখুঁত ভাবেই বাজালে। সে সোজা হয়ে বসল, যেন অচল, তার চোখ একেবারে নোটেশনে নিবদ্ধ। তার ঠোঁট বেশ চাপা, শুধু যখন সোনাটা প্রায় শেষ হয়ে এল তখন তার মুখখানা যেন জ্বলজ্বল ক'রে উঠল—তার মাথার চুল খুলে এলিয়ে পড়ল। একটা গুচ্ছ চুল ঘুরে এসে তার কপালে পড়ল।

আর্কাডি সোনাটার শেষ ভাগ যখন শুনলে, তখন বিশেষ ভাবে তার মনে লাগল। সেই অংশ যেখানটায় সুরের ইন্দ্রজাল রচনার আনন্দের মধ্যে সুরের অভঙ্গ, সঞ্চারী যেখানে শেষ হয়ে আসছে হঠাৎ তার ভিতরে অপূর্ব্ব বিরহ ব্যথার মূর্চ্ছনা, প্রায় যেন বিয়োগবিধুরতা মাখা ঝঙ্কার ঝনণ্ ক'রে বেজে উঠল। কিন্তু মোজার্টের সঙ্গীতে যে ভাবের স্ফুরণ হল, তার সঙ্গে কাতিয়ার কোন সম্পর্ক নাই। তার দিকে তাকিয়ে, সে ভাবলে—'তাই ত এ যুবতী মন্দ বাজায় না, হুঁ দেখতেও ত মন্দ নয়!'

যখন সোনাটা শেষ হয়ে গেলে, কাতিয়া পিয়ানোর চাবি থেকে হাত না তুলে তখনি

আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'হয়েছে, আর বাজাব?' আর্কাডি বললে—'না, আর সে তাকে কষ্ট দিতে চায় না,' তারপর মোজার্ট সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করলে। তাকে জিজ্ঞাসা করলে যে, সোনাটা বেছে নিয়েছে, না অন্য কেউ তাকে এটা নেবার জন্য বলেছে। কিন্তু কাতিয়া তাকে কি অস্পষ্ট একটা দুটো কথা ব'লে চলে গেল। যেন তার নিজের ঝিনুকের খোলার মত নিজের ভিতরে ডালা বন্ধ করে দিলে। তার যখন এই রকম হয়, তখন সে আর বড় বাহিরের দিকে আসে না। সে সময়ে তার মুখখানা এমন একটা দৃঢ়-ভাব গ্রহণ করে, তখন যেন একটা বোকার মত ভাব প্রকাশ হয় মুখে। সে যে খুব লাজুক তা নয়, কিন্তু নিজের উপর খুব বেশী বিশ্বাস তার নাই। বরং তার দিদির ভয়ে যেন বশীভূত ভাবে থাকে। দিদি তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আর তাঁর এ বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণও ছিল না। আর্কাডি আর কি করে তখন, সে ফিফিকে ডাকতে লাগল, আর হাসি হাসি মুখ ক'রে, তার মাথায় আদর ক'রে চাপড় দিতে লাগল, এই দেখাবার জন্যে যে, সে এখানে বেশ নিজের ঘরের মতই যেন আরাম পাচ্ছে।

কাতিয়া গিয়ে আবার তার সেই ফুল নিয়ে বসল।

ব্যাজারভ এদিকে কেবল খেলায় হারতে লাগল। অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা একেবারে পাকা খেলোয়াড়ের মত তাস খেলতে লাগলেন। পরফিরী প্লেটোনিচ্ও নিজের খেলা বেশ ধরেই চলেছে। ওদিকে ব্যাজারভ কিন্তু কিছু হেরেছে, যদিও টাকাটা খুব সামান্য তবুও সে হারাটা তার পক্ষে একেবারে ভাল লাগল না। রাত্রে আহারের সময় অ্যানা সার্জ্জিয়েভনার সঙ্গে আবার উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হল।

অ্যানা তাকে বললেন, কাল সকালে আমরা বেড়াতে যাব। তুমি আমাকে ওই সব বুনো ফুল ও তাদের যত রকম আছে তার সব 'লাতিন' নাম আমাকে শিখিয়ে দেবে।

ব্যাজারভ বললে, 'লাতিন নাম শিখে আপনার কি হবে, কি কাজে লাগবে?'

তিনি বললেন, 'সব বিষয়ে—ঠিক ঠিক নিয়মের সঙ্গে জানাই প্রয়োজন।'

আর্কাডি ও ব্যজারভকে থাকবার জন্যে যে ঘর দেওয়া হয়েছিল সেই ঘরে, আর্কাডি ও ব্যাজারভ দুইবন্ধু যখন একলা হ'ল তখন আর্কাডি বললে, 'কি চমৎকার সুন্দরী মহিলা এই অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা।'

ব্যাজারভ বললে—"হ্যাঁ, একটা মস্তিষ্কওয়ালা মেয়ে বটে, হ্যাঁ, আর কথা হচ্ছে সে জীবনটা বেশ ক'রে দেখেছে।'

'ইয়েভজেনি ভাসিলিইচ্, তুমি একথা কি ভাবে বলছ, তার মানে কি?'

'খুব ভালভাবে, খুব ভালভাবেই বলছি হে বন্ধু, আর্কাডি নিকোলেভিচ্ আমি স্থির নিশ্চত হয়ে গেছি যে, তিনি তাঁর বিষয় সম্পত্তি বেশ ভালভাবেই পরিচালনা করেন হে। কিন্তু যেটা খুব মধুর ও চমৎকার সে তাঁতে নেই, সে আছে—ওই ছোট বোনটীতে।

'কি, ওই কাল ছোট্ট মেয়েটা?'

'হ্যাঁ হে বন্ধু, ঐ কাল ছোট্ট মেয়েটা। সে একেবারে তাজা, কেউ ছোঁয়নি এখনও।

শান্ত, লজ্জাশীলা, যা তুমি চাও, যা তা গড়তে পার। সে এখন শেখবার উপযুক্ত, তাকে এখন গড়ন হয়। তার ভেতর থেকে তুমি বেশ নতুন সুন্দর চমৎকার কিছু গড়ে তুলতে পার, কিন্তু ওই অন্যটি—একেবারে বাসি পাঁউরুটী বুঝলে বন্ধু!'

আর্কাডি ব্যাজারভের কথার কোন বিশেষ উত্তর দিলে না। দু'জনেই যে যার বিছানায় শুয়ে পড়ল। প্রত্যেকেরই মাথায় এক-এক রকমের ভাবনা।'

অ্যানা সার্জ্জিয়েভনাও তাঁর অভ্যাগতদের সম্বন্ধে—অনেক কিছু চিন্তা করতে লাগলেন সারাটা সন্ধ্যা। ব্যাজারভের মধ্যে কোন বড়াই করা ভাব নেই বলে তাঁর তাকে পছন্দ হয়, এমন কি তার ওই তীক্ষ্ণধার কাটা-কাটা বুলিও তাঁর বেশ ভাল লাগে। তার ভিতরে তিনি কিছু নতুন জিনিষ দেখতে পেয়েছেন, যা তিনি আগে দেখবার কোন সুযোগ পান নি—সেই জন্যে তাঁর কৌতূহল অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে।

অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা বরং একটু আশ্চর্য্য ধরণের মহিলা। কোন বিষয়ে কোন সংস্কারই তাঁর নেই, তিনি কোন বিষয়ে যে একটা খুব গভীর দৃঢ় বিশ্বাস- তাও নেই, তিনি কোন জিনিষ ছেড়ে দিতে চান না, সহজে কোন বিষয়ও মেনে নিতে চান না। অনেক জিনিষ তিনি অতি পরিষ্কার ভাবে দেখেছেন, কিন্তু কোন জিনিষ কোনদিন তাঁকে সম্পূর্ণ তৃপ্তিও দিতে পারে নি। তাঁর বুদ্ধিতে যেমন জিজ্ঞাসাও আছে, তেমনি সব বিষয়েই আবার অন্য-মনস্কতা। তাঁর সন্দেহের কখনো কোন নিবৃত্তি হয় না, এমন জোরভাবে সজাগ হয়ে যে, তাতে তাঁর মনের মধ্যে অবিরাম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। যদি তিনি ধনিকা ও স্বাধীনা না হতেন, তিনি হয়ত নিজেকে জীবনের রসের মধ্যে ডুবিয়ে দিতেন এবং এ রস কাকে বলে তাও তিনি জানতেন, যদি জীবনে তাঁকে কষ্ট ক'রে সে যুদ্ধ ক'রতে হত। কিন্তু জীবন তাঁর কাছে অতি সহজ হয়ে এসেছিল। যদিও মাঝে মাঝে বড়ই বিরক্ত হ'য়ে পড়তেন, তথাপি দিনের পর দিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দিনগুলি কাটিয়ে যেতেন, কখনো তার মধ্যে তাড়াহুড়া ছিল না, সহজে কাতর হতেন না—কদাপি কখনো একটু চঞ্চল হতেন। কখন কখন ইন্দ্রধনুর রঙের ছটা বিকীর্ণ করে তাঁর চোখের সামনে স্বপ্নের রঙিন খেলা আসত, কিন্তু যখন সে স্বপ্নের ঘোর কেটে যেত, তখন তিনি সহজে নিঃশ্বাস ফেলতেন, তার জন্য কখনো দুঃখ করতেন না। সমাজ ধর্ম্মে সমাজপতির যে বাঁধাবাঁধি নৈতিক আদর্শ, যাতে সমাজ মানুষকে অধিকার দেয়—তার সীমা লঙ্ঘন করবার মত কল্পনাশক্তি তাঁর ছিল। কিন্তু সেখানেও তাঁর সেই শান্ত দেহে যেমন প্রশান্ত ভাবে রক্তস্রোত বয়ে চলে, যেমন সহজ ভাবে থাকে, তেমনি বয়ে যায় তাঁর সেই মনোহারী মাধুর্য্য-ভরা দেহের মধ্যে। কখনো কখনো সুগন্ধ মিশ্রিত জলে স্নান করে স্নানাগার থেকে এসে সমস্ত শরীর-মন সুস্থতার ও শক্তির প্রাচুর্য্যের যে আনন্দ, তা ভোগ করতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হত জীবনের কোন মূল্য নাই, জীবনের দুঃখ কষ্ট, লোকের ঈর্ষা, এই সুস্থতার জন্য পরিশ্রম—সবই যেন ব্যর্থ বলে মনে হত।...তাঁর মনে কখনো কখনো হঠাৎ একটা সাহসের কোন কাজ করবার জন্য মনের ভিতর একটা মহান উৎসাহের ধারা বয়ে যেত। হঠাৎ এক

ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আধখানা খোলা জানালার ভেতর দিয়ে গায়ে এসে যেই লাগত—অমনি মহাবিরক্ত হয়ে উ'ঠতেন, ভিতরে যেন একটা ক্রোধ জ্বলে উ'ঠত—সে সময়ে তিনি আর কিছুই গ্রাহ্য করতেন না, কিছুই চাইতেন না—শুধু সেই বাতাস-লাগার কাছ থেকে সরে যেতেন।

সকল নারীই যারা জীবনে প্রেমের সাধনায় কৃতকৃতার্থ হয় নি, যারা কখনো ভালবাসা পায় নি—তাদের মতন, তিনি যা কিছু তাই চাইতেন। কি যে চাইতেন তা তিনি নিজেই জানতেন না। ঠিক করে বলতে গেলে তিনি কিছুই চাইতেন না, কিন্তু তাঁর মনে হত যেন তিনি কিছু চান। স্বর্গত ওদিনটসোভকে তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না (তিনি যে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন, সেটা হ'ল বুদ্ধি-বিবেচনার দিক থেকে। যদিও এও কতকটা ঠিক যে, যদি তিনি সত্যি ভাল লোক না হতেন, তা হ'লে কখনো তিনি তাঁর স্ত্রী হতে সম্মত হতেন না।) আর মনে মনে সকল পুরুষের ওপর তাঁর একটা গোপন বিরক্তি ও ঘৃণা ছিল। তাদের তিনি কেবল কতকগুলো অপরিষ্কার এলোমেলো পোষাকে মূক, বোকা, কুড়ের বেহদ্দ, দিনরাত কেবল ঘুমায়, কেবল পায়ে-ধরে-পড়ে-থাকা জীব ব'লেই ধারণা করতেন। একবার বাইরে কোথায় একজন সুপুরুষ সুইডিসের সঙ্গে তার দেখা হয়। চওড়া কপালে বড় বড় নীল চোখ, মুখে বীরত্বের ভাব মাখা। তার রূপ তাঁর মনে খুব দৃঢ় ছাপ এঁকেছিল, কিন্তু তাতেও রুশিয়ায় ফিরে আসতে তাঁর কোন বাধা হ'ল না।

'অদ্ভুত লোক এই ডাক্তার।' রেশমী কাপড়ের ওয়াড়-ঢাকা, লেস দেওয়া বালিসে নরম বিছানায় শুয়ে মাথার পেছনে হাত দু'খানি রেখে তিনি ভাবতে লাগলেন। অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা তাঁর পিতার দিক থেকে জাঁকজমক ও বিলাসিতার হাবভাব পেয়েছিলেন। তাঁর সেই মহাপাপী পিতাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, কেন না তাঁর পিতার এদিকে স্বভাব বেশ মিষ্টি ছিল। তিনিও তাঁকে দেবীর মত ভাবতেন, সমবয়সী বন্ধুর মত তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসাও করতেন, যেন কন্যা আর তিনি সমান, একই থাকের লোক। তাঁর কাছে সকল কথা বিশ্বাস করে বলতেন। তাঁর কাছে, অর্থাৎ মেয়ের কাছে অনেক বিষয়ে উপদেশ নিতেন। তাঁর মাকে কদাচিৎ মনে পড়ত।

আবার তিনি মনে মনে বললেন, 'এই ডাক্তার এক অদ্ভুত লোক।' হাত পা বেশ করে ছড়িয়ে দিয়ে, একটু হাসলেন। মাথার পিছনে আবার হাত দু'খানি গুটিয়ে রাখলেন। একটা বাজে নভেলের দু' পৃষ্ঠার উপর খানিক চোখ বুলোলেন,—তারপর, সব শান্ত, শীতল; তাঁর সেই পবিত্র সুগন্ধভরা বিছানার চাদরের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তারপর দিন লাঞ্চের পর অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা সকাল বেলা ব্যাজারভকে সঙ্গে করে গাছপালা উদ্ভিদ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন, ফিরে এলেন ঠিক ডিনারের আগেই। আর্কাডি কোথাও যায়নি, সে শুধু কাতিয়ার সঙ্গে বসে ঘণ্টাখানেক গল্পই করতে লাগল। তার সঙ্গে কথায় তার বিশেষ বিরক্ত হ'ল না। কাতিয়া

তাকে আগের দিনের মত সেই মোজার্টের সোনাটা শোনাতে চাইলে নিজেই। আর্কাডির তখনি কিন্তু বুকের ভেতর কি যেন একটা বেদনার মত বিঁধলে—যখনই সে দেখলে যে মাদাম ওদিনটসোভ ব্যাজারভের সঙ্গে আসছেন ফিরে—তাদেরই দিকে। তিনি যেন অতি ক্লান্ত ভাবে পা ফেলে বাগানের পথ দিয়ে এলেন। তাঁর গাল যেন লাল আভায় ফুটে উঠেছে, তাঁর চোখ যেমন উজ্জ্বল তার চেয়েও আরো যেন জলজ্বল করছে। একটা বুনো ফুলের ডাঁটা অঙ্গুলে জড়াচ্ছেন, তাঁর মাথার পাতলা ওড়না খুলে কনুইয়ের কাছে ঢলে পড়েছে আর মাথার ফিতা ঝুলে বুকের উপর পড়েছে। ব্যাজারভ তাঁর পিছনে পিছনে আসছে। তেমনি আত্মবিশ্বাসী ভাব, তেমনি অগ্রাহ্যের ভঙ্গী কিন্তু তায় বেশ আনন্দ ভরা। যদিও সে ভঙ্গীতে যথেষ্ট বন্ধুত্বের চিহ্ন ছিল, তথাপি আর্কাডির তা একেবারে ভাল লাগল না। ব্যাজারভ যেন দাঁতে চিবিয়ে বললে, 'গুডমর্ণিং'—তারপর তার ঘরে চলে গেল। মাদাম ওদিনটসোভ আর্কাডির সঙ্গে হ্যাণ্ড-সেক করলেন, যেন অন্যমনস্কভাবে তিনি বরাবর কিছু না বলে চলে গেলেন।

'গুডমর্ণিং' আর্কাডি ভাবলে…'যেন আজ সকালে আমাদের সঙ্গে একবারও আগে দেখা হয় নি!'

[সতেরো]

এ জিনিষটা সকলেরই জানা আছে যে, কাল, সময়, কখনও পাখীর মত উ'ড়ে যায়—কখনও বা কীটের মত বুকে হেঁটেও চলে, কিন্তু নিজেকে সাধারণতঃ সেই সময়টায় সুখী মনে করে, যখন সে লক্ষ্য করবার অবসর পায়না যে, সে শীগ্‌গির যাচ্ছে, কি ধীরে ধীরে চলেছে। ঠিক এমনি ভাবে আর্কাডি ও ব্যাজারভ মাদাম ওদিনটসোভের বাড়ীতে একপক্ষ কাল কাটালে। যে খাঁটি নিয়ম তিনি তাঁর বাড়ীতে চালিয়ে এসেছেন, তাঁর জীবনে তিনি যে নিয়মের অনুযায়ী চলে এসেছেন, সেই নিয়মই এ বিষয়ের ব্যবস্থায় এই সুফল এনেছে। তিনি নিজে এই নিয়ম মেনে চলেন, আর সকলকে সেই নিয়ম পালন করতে বাধ্য করেন। দিনের বেলা প্রত্যেক জিনিষটী একটা ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়েই হয়। সকালে ঠিক আটটার সময় বাড়ীর সবাই চা খেতে বসবে। সকালে চায়ের সময় থেকে লাঞ্চের সময়ের মধ্যে প্রত্যেকেই যার যা খুসী তাই করে সময় কাটায়। বাড়ীর গিন্নি নিজে তাঁর তশীলদারের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত থাকেন (বিষয়ের জমা-জমি সব খাজনা ব্যবস্থার প্রণালীতেই চলে), তাঁর দাঁওয়ান, বাড়ীর ভাণ্ডারী এদের নিয়ে সাংসারিক বিলি ব্যবস্থা করেন। ডিনারের আগে আবার সবাই এক জায়গায় বসে কথা-বার্ত্তা সদালাপ করেন, কিম্বা কিছু পাঠ করা হয়। সন্ধ্যেবেলা বেড়ান, তাসখেলা, গান-বাজনা। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা

তাঁর নিজের ঘরে যান চলে, তার পরদিনের কি কি কাজ করতে হবে তারি আদেশ দেন, তারপর যান ঘুমাতে। এই রকম নিয়ম-বাঁধা, খানিকটা লোক-দেখান সময় ধরে চলা—এই দৈনিক জীবন-যাত্রার সময় বজায় রাখা—একে ব্যাজারভ বলে 'যেন রেল লাইনের ওপর দিয়ে চলা'। চাকর-বাকর তকমা-আঁটা, সাজ-গোজওয়ালা দাওয়ানজী, তার সেই ডিমোক্র্যাটিক মনের ভাবকে চটিয়ে তুলত। সে বলত, মানুষ যদি এমনি করে চলেই থাকতে পারে, তবে ইংরেজী ধরণে ল্যাজওয়ালা-কোট আর সাদা-টাই পরে ডিনার খেলেই পারে। সে একবার সহজ প্রকাশ্যভাবে অ্যানা সার্জ্জিয়েভনাকে এ সম্বন্ধে বলে। তাঁর মনের ভাবভঙ্গী এমনি যে, তাঁর সামনে মন খুলে সকল কথা বলতে কোন বাধাই নেই। তিনি সকল কথা বেশ করে শুনলেন, শুনে বললেন, 'তোমার দিক থেকে, তুমি যা বলছ, তা সম্পূর্ণই ঠিক—হয়ত সেদিক দিয়ে দেখলে আমি খুবই আভিজাত্য নিয়েই থাকি, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে নিয়ম বেঁধে চলা ছাড়া অন্য কোন ধারা নেই—অন্য রকম হলে লোকে বিরক্ত হয়ে পাগল হয়ে যাবে'—তিনি তাঁর সেই নিয়ম মতই চললেন। ব্যাজারভ ভেতরে গোঁজ-গোঁজ করতে লাগল, কিন্তু তার আসল কারণ হল, সে আর আর্কাডি, এই মাদাম ওদিনটসোভের কাছে—এখানে থাকায় সবই যেন রেল লাইনের ওপর দিয়ে চলার মত চলা হয় বলে মনে করে। কিন্তু এসব যা হোক্ না কেন, নিকোলসকোয়েতে তাদের থাকার প্রথম দিন থেকেই একটা পরিবর্ত্তন তাদের এসে গেল। ব্যাজারভের উপর অ্যানা সার্জ্জিয়েভনার যেন একটু বিশেষ আগ্রহ-ভাব পরিষ্কার বোঝাই যায়, যদিও তিনি কদাচিৎ তার সঙ্গে মনের মিল দেখতে পেতেন। ব্যাজারভ কিন্তু যেন বিশেষ চঞ্চল হয়ে পড়ল, যে চঞ্চল ভঙ্গী আদৌ আগে তার ছিলই না। সে যেন সহজেই চটে উঠছে, অনেক সময় কথাবার্ত্তা কইতে চায় না, সমস্তক্ষণই প্রায় বিরক্ত ভাব, এক জায়গায় ঠিক হয়ে স্থিরভাবে বসে থাকতে পারে না—যেন কি একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে এসেছে, আর তা ভূতের মতন তাকে পেয়ে বসেছে। আর ওদিকে আর্কাডি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে যে, সে মাদাম ওদিনটসোভের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেছে—সে বেশ একটা প্রেমের বিষাদমাখা ভঙ্গীতে ডুবে আছে। কিন্তু এ বিষাদভাব তার কাতিয়ার সঙ্গে বন্ধুভাবে মেলামেশা করায় কোন বাধা সৃষ্টি করে নি, বরং এই ভাব কাতিয়ার সঙ্গে মিশবার আরও বিশেষ কারণ হতে বাধ্য করেছিল, তার সঙ্গে আর একটা মধুর স্নেহের সম্পর্ক রাখবার জন্যে। 'তিনি আমাকে ঠিক বুঝলেন না? তাই হোক তবে···কিন্তু এও ত অতি সুন্দর মেয়ে, যে আমাকে কোন রকম ঘৃণা করে না', এই কথা ভাবতে ভাবতে তার প্রাণে বেশ একটা মধুর অথচ সদাশয় ভাব জেগে উঠল। কাতিয়াও অস্পষ্ট ভাবে এও বুঝলে যে, আর্কাডি তার সঙ্গে তার সঙ্গ পেয়ে একটা সান্ত্বনা খুঁজছে, সেই কারণে সে আধখানা লাজমাখা আধখানা বিশ্বাসভরা এই যে সঙ্গ তা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে—নিরাশ করতে চাইত না। অ্যানা সার্জ্জিয়েভনার সামনে তারা বিশেষ কোন কথা কইত না। কাতিয়া তার দিদির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে নিজেকে সকল সময়ই সঙ্কুচিত করে রেখেছিল। আর আর্কাডি, যেমন

একজন মানুষ প্রেমে পড়লে হয়, সেই রকম তার যে রসের উৎস, তাকে সামনে দেখলে অন্যদিকে মন আর ধায় না; কিন্তু সে কাতিয়ার সঙ্গে একলা থাকলে বিশেষ সুখী হ'ত। সে নিজে বেশ জানতে পারলে, এটা তার মাথায় বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মাদাম ওদিনটসোভের আগ্রহ বাড়াবার মত শক্তি তার মধ্যে একেবারেই নেই, তাঁর সামনে সে অতি লাজুক ছোকরার মত। যখন তাঁর সামনে একলা থাকত, তখন সে ভেবেই ঠিক করতে পারত না কিছুই—তিনিও তার সঙ্গে কি কথা যে কইবেন, তাও বুঝে উঠতে পারতেন না, আর্কাডিকে তাঁর নিতান্ত ছেলেমানুষের মতই মনে হ'ত। কিন্তু অন্যদিকে কাতিয়ার সঙ্গে আর্কাডি বেশ সুস্থ বোধ করত। সে কাতিয়াকে তার চেয়ে ঢের নীচু থাকের মনে ক'রে তার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথালাপ করত। সঙ্গীত সম্বন্ধে তার মনে কি হয়, সোনাটার গানে তার মনে কি ভাবের ছাপ পড়ে, এ সব যাতে কাতিয়া সহজভাবে প্রকাশ করতে পারে, সে বিষয়ে উৎসাহ দিত। তাকে পড়ে শোনাত নভেল. কবিতা, আর নানা তুচ্ছ বিষয়ের লেখা—সেগুলো যে তার নিজেরই ভাল লাগে তাই সে করে, এদিকে সে লক্ষ্যও করত না, বুঝতও না। কাতিয়া কিন্তু তার দিকে থেকে সেই বিষাদভাব কিছুতেই দূর করত না। আর্কাডি কাতিয়ার কাছে বেশ সহজভাবে থাকত, আর মাদাম ওদিনটসোভ থাকতেন ব্যাজারভের কাছে। তখন বেশ দু'জোড়া সহচর-সহচরী, খানিকক্ষণ একজায়গায় বাস করে, তার পর যে যার নিজেদের পথে বেড়াতে চলে যেত। কাতিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে বড় ভালবাসে, আর্কাডিও তাই, যদিও সে সেটা মানতে বড় রাজী নয়! ওদিকে মাদাম ওদিনটসোভ ব্যাজারভের মত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একেবারে অনাসক্ত। এইভাবে দুই বন্ধুর অনবরত পৃথক হয়ে যাওয়ার একটা যে ফল হল না, তা নয়—তাদের উভয়ের মধ্যে যে মধুর সম্বন্ধ, সেটা যেন বদল হয়ে আসতে লাগল। ব্যাজারভ আর্কাডির সঙ্গে মাদাম ওদিনটসোভের কথা আর একেবারেই কইত না। অভিজাতদের এতদিন ধরে যে গাল পাড়ত, সে গালও তার থেমে গেল। একথা সত্য যে, আগের মত সে কাতিয়াকে সুখ্যাতি করত, আর তাকে শুধু এইটুকু উপদেশ এখন দিত যে, সে ওই সব ভাবপ্রবণতার—ভঙ্গীগুলো তার সম্বন্ধে একটু কম করে, কিন্তু তার এ সুখ্যাতির কথাও তাড়াতাড়ি বলে যেত। তার উপদেশে আর আগের মত রস-কস ছিল না—সাধারণতঃ আগের চেয়ে সে আর্কাডির সঙ্গে অত্যন্ত কম কথা কইত···সে যেন তাকে আজকাল এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, যেন তাকে দেখলেই আজকাল কেমন অস্বস্তি বোধ করে।

আর্কাডি ব্যাজারভের এ সব ভাব বেশ ভাল করে' লক্ষ্য করেছে, কিন্তু তার এই ভাব লক্ষ্য করা—সে নিজের মধ্যেই গোপন করে রেখেছিল।

এই যে 'নতুন-ভাব' তার আসল কারণ হচ্ছে, মাদাম ওদিনটসোভের সংস্পর্শে এসে ব্যাজারভের মনে যে ভাবের নতুন উৎস এসেছে—যে ভাব তাকে এখন অহরহ ভিতরে জ্বালা দিচ্ছে, তাকে যেন পাগল করে তুলেছে। যদি কেউ তাকে কোন রকমে, তার ভিতরে এই যে ভাবেরবদল হচ্ছে, তার মনের এই যে অবস্থা হয়ে এসেছে, এ-কথার কোন আভাসও

তাকে দিত, তা হলে সে তখনি তা অস্বীকার ত' করতেই, বরং একটা ঘৃণা-মাখা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তাকে কতকগুলো কড়া গালা-গালি করত। নারী-জাতির প্রতি ব্যাজারভের একটা বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টি ছিল, সে তাদের রূপেরও যেমন কদর করত, তেমনি তাদের ভালও বাসত। কিন্তু প্রেম, ভালবাসা একটা আদর্শের মত করে নিতে হবে; অথবা তার ভাষায় ওই যে রোম্যান্টিক ভাব, তাকে ব্যাজারভ পাগলামি বলত। এ একটা অমার্জ্জনীয় অক্ষমতা ও গাধামি। নারীসংক্রান্ত যে সব বীরত্বের ভাব—তাকে সে মনে করত প্রকৃতিতে অঙ্গহানির মত একটা ব্যাধি এবং অনেক বারই সে একথা বলেছে যে, সে আশ্চর্য্য হয়ে যায়, এই সব টগেনবার্গ ও যত গানওয়ালা—যত গেঁয়ো কবিওয়ালা এদের কেন পাগলা-গারদে পাঠান হয় না! ব্যাজারভের সাধারণতঃ এ কথা মুখে লেগে থাকত। যদি কোন নারীকে তোমার মনে লাগে, চেষ্টা কর, তাকে লাভ করবার জন্য যা করতে হয় কর; কিন্তু তাতে যদি তাকে না পাও, ভাল, তার দিকে পিছন ফির—সমুদ্রে অনেক ভাল ভাল মাছ আছে কোনও একটার জন্যে এ পাগলামি কেন?' মাদাম ওদিনটসোভের মনে ব্যাজারভ কেমন লেগে গেছে! তাঁর সম্বন্ধে যে সব জনরব, মতামত সম্বন্ধে তাঁর 'যে রকম স্বাধীন ভাবভঙ্গী, তাকে যে তিনি সত্যিই পছন্দ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহও নাই। সব জিনিষই তার পক্ষে সহজ ও শুভ বলেই মনে হয়েছিল; কিন্তু শীগ্‌গিরই সে বুঝতে পারলে যে, তার যে উদ্দেশ্য—তাকে সে সফল করতে পারবে না, তার সে আশা সফল হবে না;—আবার তাঁর দিকে যে পিছন ফিরে চলে যাবে, সে আশ্চার্য্য হল নিজে যে, সে শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছে। যে মুহূর্ত্তে তাঁর কথা মনে উদয় হয়, অমনি তার সমস্ত রক্ত যেন আগুন হয়ে ওঠে। তার এই রক্তের যে উত্তাপ ও আগুন, তা সে সহজেই দমন করতে পারে, কিন্তু এ ত' তা নয়, এ যেন আর কিছু,—যা বেশ করে' তার ভিতরে শিকড় গেড়ে বসেছে। সে কিছুতেই—সে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না, তার প্রতি তার এক অস্বাভাবিক ঘৃণাই উঠছে ফুটে, যার বিরুদ্ধে তার অহঙ্কার কেবলই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠছে। অ্যানা সার্জ্জিয়েভনার সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় যা কিছু ভাবপ্রবণ ও আদর্শের ভঙ্গী দেওয়া, সে সবই একটা শান্ত ঘৃণার ভাবের সঙ্গে খুব জোর গলায় প্রকাশ করে, কিন্তু যখন সে একলা থাকে, নিজের ভেতর সে যখন সেই আদর্শের ভঙ্গী দেখতে পায়, বুঝতে পারে নিজেকে,—তখন নিজের প্রতি ঘৃণায় জ্বলে উঠে। তখন সে চলে যায় বনের দিকে বেড়াতে, অনেক দূর পর্য্যন্ত লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলে যায়, পায়ের কাছে যে কোন গাছপালা-লতা পড়ে, তাকে চটক দলে দেয়, তাকে ও নিজেকে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে অভিশাপ দেয়। কখনও বা আবার বাড়ীর উঁচু খড়ের গাদায় উঠে, জোর করে চোখ বুজে থাকে, ঘুমাতে চেষ্টা করে, যা কোনদিনই তার আসে না, ঘুম হয়ই না। হঠাৎ তার কল্পনা ওঠে জেগে, সে কল্পনা তার চোখের সামনে এনে ধরে নানা ভাব, নানা রূপের ছবি। সে দেখে সেই দু'খানি তাঁর পবিত্রহাত, তার গলাটি বেড়ে রয়েছে, সেই অহঙ্কার-ভরা অধর তার চুম্বনের প্রতিদান দিচ্ছে, সেই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ভরা চোখ স্নেহ-কোমল হয়ে চোখের পাতা নত করছে—হ্যাঁ—

অতি কোমল মধুর স্নেহ-দৃষ্টি তার উপর পড়ছে। তখন তার মাথাটা গেল গুলিয়ে, মুহূর্তের জন্যে তার সব ভুল হয়ে গেল, নিজেরও হল ভুল, তারপর সেই জ্বালাময়ী ঘৃণা হঠাৎ আবার আগুনের মত দপ করে' জ্বলে উ'ঠল। তার নিজের এই লাজমাখা হীন চিত্তের যত রকম ভাব তাতেই নিজেকে যেন ধরে ফেললে। তার মনে হ'ল শয়তান যেন তাকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে, আর ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছে। কখনও কখনও তার মনে হত যে, মাদাম ওদিনটসোভও যেন বদল হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মুখে যেন নতুন একটা বিশেষ ভাব উঠেছে ফুটে; যা, হয়ত,...কিন্তু সেইখানে সে লাফিয়ে উঠে মাটিতে মারে লাথি, দাঁতে দাঁত দিয়ে কড়মড় ক'রে ওঠে—হাত শক্ত করে, মুঠো করে, সমস্ত দেহ তার কাঁপে।

এ সকলের মধ্যে ব্যাজারভের যে খুব ভুল হয়েছে তা নয়। মাদাম ওদিনটসোভেরও কল্পনার দরজা ব্যাজারভ খুলে দিয়েছে, সেখানে সে প্রবেশ করেছে, সে তাঁর আগ্রহকে চরম করে তুলেছে, তিনিও দিবারাত্র তার কথা খুব বেশীই যে ভাবেন, এ সুনিশ্চয়।

ব্যাজারভের অনুপস্থিতিতে, তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করেন না, আর তার আসবার অপেক্ষায়ও খুব বেশী অধীর বা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন না। কিন্তু যখনই ব্যাজারভ আসে, তখনি যেন সজীবতার সঙ্গে প্রফুল্ল হয়ে ওঠেন। তিনি চান যে, তাঁরা দু'জনে একলা বসে থাকেন। তার সঙ্গে কথা কইতে তাঁর বড় ভাল লাগে। এমন কি, যখন ব্যাজারভ তাঁকে বিরক্ত ক'রে তোলে, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ভাব নিয়ে বেশ চটিয়ে দেয়, তাঁর সেই সুসংস্কৃত অভ্যাস নিয়ে কথা কয়, সে সময়েও তিনি তার কথা শুনতে—তাকে বুঝতে—তার মনের ভাব বিশ্লেষণ করতে ভালবাসেন।

একদিন তাঁর সঙ্গে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ব্যাজারভ হঠাৎ বললে, একটু ভাঙা-ভাঙা সুরে যে—সে শীগ্‌গির তার বাপের কাছে যাচ্ছে।...তিনি একেবারে শাদা হয়ে গেলেন, মুখের সমস্তটা রক্ত যেন চলে গেল! যেন কি একটা ভীষণ যাতনা তাঁকে চেপে ধরেছে—এমন একটা অসম্ভব অসহনীয় বেদনা—যে, তিনি আশ্চর্য্য হয়ে উঠলেন, ভাবতে লাগলেন তারপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত—এ-রকম হবার কারণটা কি? ব্যাজারভ নিশ্চয়ই তার এখান থেকে যাবার কথা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে বলে নি, দেখতে যে—বললে কি হয়; সে ত' কখনো 'মিথ্যে সাজিয়ে' বলবে না। সেইদিনই সকলে তার বাপের তশীলদারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে তাঁকে খুব ছেলেবেলা থেকে দেখছে, শুনছে, তাকে যত্ন করে মানুষ করেছে। তার নাম টিমোফেইচ। এই টীমোফেইচ, বেঁটে বুড়ো মানুষ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে জীবনে তার, অতি বুদ্ধিমান আর চালাক লোক। মাথার হলদে কটা-চুল পাতলা হয়ে এসেছে—রোদ জলে পোড়-খাওয়া লালছে মুখ, কোটরগত চোখ, তাতে ছোট-ছোট জলের কণা ভরা—হঠাৎ ব্যাজারভের সামনে এসে হাজির। কটা-নীল রঙের মোটা ওভারকোট গায়ে কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধ,—পায়ে আলকাতরা দেওয়া ভারি বুটজুতো।

ব্যাজারভ তাকে দেখেই চীৎকার করে বললে 'আরে বুড়ো কেমন আছ, বুড়ো? তুমি হঠাৎ'? বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে 'কেমন আছ তুমি, ইয়েভজনি ভাসিলিইচ?' আর সে

আনন্দে খুব গালভরে হাসতে লাগল, তবে তার সেই বুড়ো মানুষের মুখ একেবারে কোঁচকানিতে ভরে গেল। 'তুমি হঠাৎ এখানে কি জন্যে এলে বল ত? তোমায় তারা পাঠিয়েছে, না? অ্যাঁ?'—'তোমার দিব্যি হুজুর! আমরা তা কি পারি?' টিমোফেইচ দাড়ি নেড়ে বললে। (তার মনে পড়ে গেল, সেখান থেকে আসবার সময় তার মনিব তাকে কোনো বিষয়ে ভাল রকম ক'রে বারণ করে দিয়েছিলেন) 'আমাদের পাঠিয়েছেন সহরে একটা বিশেষ কাজের জন্যে হুজর—তোমার এখানে আসার খবর আমরা পেয়েছি হুজুর। সেই জন্যে আমরা একবার এ পথটা ঘুরে দেখে যাচ্ছি—তার মানে হুজুর কেমনটা আছেন, তাই একবার জানবার জন্যে···এ কি কথা হুজুর, আমরা কি আপনাকে ব্যস্ত করে, বিরক্ত করতে পারি!—একি—আমরা কি সে কথা ভাবতেই পারি হুজুর!'

ব্যাজারভ তাকে তখনি থামিয়ে দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিছে কথা বল না। এইটে বুঝি সহরে যাবার রাস্তা, তাই আমাকে বোঝাতে চাইছ?' টিমেফেইচ গেল থতমত খেয়ে, সে আর কিছুই বললে না।

'আমার বাবা ভাল আছেন?'

'ভগবানকে ধন্যবাদ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই ভাল আছেন।'

'আর আমার মা?'

'অ্যানা ভলাসিয়েভনাও ভাল আছেন, ভগবানের জয় হোক্।'

'আমার বোধ হয়, তাঁরা আমার জন্যে অপেক্ষা করে' বসে' আছেন?'

বুড়া তখন তার ছোট মাথাটা শুধু কাৎ করে' রইল একদিকে।

'অ্যাঁ, ইয়েভজেনি ভাসিলিইচ, তাঁদের অবস্থা দেখলে বুকের ভেতর কেমন করে; সত্যি বলছি হুজুর।'

'হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা, থাম থাম। তাঁদের গিয়ে বলে দাও আমি এখনি শীগিগ্রই আসছি।'

টিমেফেইচ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে,—হ্যাঁ, হুজুর আচ্ছা!'

বুড়ো বাড়ী থেকে যেই বা'র হয়ে গেল, তার মাথার ক্যাপটা দু'হাত দিয়ে টেনে নামিয়ে দিলে! একখানা ভাঙ্গা ঝরঝরে গাড়ীতে উঠে পড়ে;—সহর যে দিকে, সে দিকে নয়—অন্যদিকে ঠকর-ঠকর করে হাঁকিয়ে চলে গেল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময়, মাদাম ওদিনটসোভ তাঁর নিজের ঘরে ব্যাজারভের সঙ্গে বসেছিলেন আর্কাডি—হল-ঘরে পায়চারী করতে করতে কাতিয়ার পিয়ানো বাজানো শুনছিল। প্রিন্সেস দোতলায় তাঁর নিজের ঘরে গেছেন। তিনি অতিথি অভ্যাগত কখনো সহ্য করতে পারেন না, বিশেষতঃ এই নতুন ধরণের 'বকর-বকর করা ইতর'—এই কথাই এদের সম্বন্ধে তিনি বলতেন। যেখানে সবাই বসে কথা-বার্ত্তা কয় সেখানে তিনি বিরক্তভাবেই বসে থাকতেন, কিন্তু নিজের ঘরে এসে তাঁর দাসীর সামনে এমন গালাগালি করতেন যে, মাথার ক্যাপ আর ফিতে তাঁর ঘাড় নাড়ায় নেচে উঠত। মাদাম ওদিনটসোভ এ-সবই জানতেন।

তিনি ব্যাজারভকে বললেন, 'এ কি রকম কথা হ'ল যে, তুমি আমাদের ত্যাগ করে চলে যাবার কথা কইছ? তা হ'লে তোমার সে প্রতিশ্রুতির কি হ'ল?'

ব্যাজারভ একেবারে চমকে গেল, বললে,—'প্রতিশ্রুতি—কি প্রতিশ্রুতি?'

'এর মধ্যেই ভুলে গেলে? তুমি বলছিলে না যে আমাকে কেমিস্ট্রী সম্বন্ধে পড়াবে—শেখাবে?'

'তা সে এখন ত' আর হয় না! বাবা আমার জন্যে আশা করে' বসে আছেন, আমি ত' আর এখানে বেশী দিন 'এমন করে' কাটাতে পারি না। আচ্ছা তা যা হোক, তুমি 'পেলো এট্ ক্রেমের' 'নোসানস্ জেনারেলস ছকিমি' বইখানা পড়তে পার। ওখানা খুব ভাল বই, আর তাতে বেশ পরিষ্কার করে' সব বুঝিয়ে লেখা আছে। তোমার যা দরকার তা তুমি ওতে সবই পাবে।'

'কিন্তু তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে—তুমি না আমাকে বলেছিলে যে,—বই কখনো আসল বিদ্যার জায়গা নিতে পারে না···আমি সেটা ভুলে গেছি, তুমি কি ভাষা ব্যবহার করেছিলে তখন, তুমি ত' জান আমি কি বলতে চাচ্ছি···তোমার বেশ মনে পড়ছে?'

'তা সে এখন আর হয়ে ওঠে কই?' ব্যাজারভ আবারও বললে।

'কেন চলে যাচ্ছ?' মাদাম ওদিনটসোভের কথা বলতে বলতে সুরটা একেবারে যেন নেমে গেল।

ব্যাজারভ একবার তাঁর দিকে চাইলে। তাঁর মাথাটা আরাম-চেয়ারের পিঠে লুঠিয়ে ঢলে' পড়েছে, তাঁর হাত দু'খানি কনুই পর্য্যন্ত খোলা,—বুকের ওপর মোড়া। একটা ল্যাম্পের আলোয়, ছেঁদাকরা কাগজ ঢাকার মধ্য দিয়ে তাঁর মুখখানা যেন বড় মলিন দেখাচ্ছে। শাদা গাউন, তার ভাঁজের মধ্যে তাঁকে যেন সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে রেখেছে; এমন কি, পায়ের ডগা পর্য্যন্ত! পা পায়ের উপর রাখা, তা'ও ভাল দেখা যাচ্ছে না।

ব্যাজারভ বললে 'আর থাকবই বা কেন?'

মাদাম ওদিনটসোভ, মাথাটা শুধু একটু হেলালেন, বললেন, 'তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন? তুমি কি আমার সঙ্গে এখানে বেশ উপভোগ করছ না? আর তুমি কি মনে কর, তুমি যদি চলে যাও তবে এখানে তোমার অভাবে ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকবে না?'

'আমি নিশ্চয় তা হ'তে পারে না, মনে করি।'

মাদাম ওদিনট্সোভ অতি অল্পক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইলেন। 'ও কথা মনে কর যদি তবে তোমার অন্যায় হবে! কিন্তু তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।'—তুমি সত্যি সত্যি, ঠিক জোর করে' ওকথা বলতে পার না'। ব্যাজারভ অচল হয়ে বসে রইল। 'ইয়েভজনি ভাসিলিইচ, কথা বলছ না কেন?'

'কেন, কি আর আমি তোমাকে বলব, বল? সাধারণতঃ লোক একজন চলে গেলে যে ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়—এমন ত' মনে হয় না; তারপর সব চেয়ে আবার আমার চলে যাওয়ায়।

'কেন ওকথা বলছ ?'

'আমি হলাম কাজকর্ম্মের লোক, অত্যন্ত সাধারণ ধরণের মানুষ, আমার জন্যে কোনই আগ্রহ করবার কিছু নেই—নেই। কি করে যে লোকের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলতে হয়, তাই-ই আমি জানি না।'

'ইয়েভজেনি ভাসিলিইচ, তুমি—জাল ফেলে দেখছ, কি মাছ ?'

'তুমি জান, সে অভ্যাস আমার নয়! তুমি কি নিজে জান না, জীবনে যারা অভিজাত তাদের সাজ-গোজ পারিপাট্যের দিক, ব্যবহারের দিক, সাধারণতঃ কোন বিষয়েই তাদের সঙ্গে আমার মিল নেই, যে দিকটা তোমাদের কাছে খুব বেশী মূল্যবান ?

মাদাম ওদিন্‌টসোভ তাঁর হাতের রুমাল খানার কোণটা কামড়াতে লাগলেন।

তুমি যা ইচ্ছে তা মনে করতে পার, কিন্তু তুমি যখন চলে যাবে, তখন আমার কিছু ভাল লাগবে না আর।'

ব্যাজারভ বললে, 'আর্কাডি এখানে রইল'। মাদাম ওদিনটসোভ অল্প একটু ঝাঁকি দিয়ে কাঁধটা তুলে আবারও বললেন, 'না, তুমি চলে গেলে, আমার ভাল লাগবে না।

'সত্যি ? তা দিনকতক কেটে গেলে আর ও রকম মনে হবে না!'

'কি করে তুমি জানলে যে তা হবে না ?'

'কারণ তুমি নিজে আমায় বলেছ যে, তুমি শুধু সেই সময়ই বিরক্তি হও, যখনি তোমার দৈনিক জীবন-ধারার মধ্যে বে-নিয়ম এসে পড়ে। তোমার জীবনকে তুমি এমন একটা নিয়মের বাঁধন দিয়ে বেঁধে ফেলেছ যে, তার মধ্যে কোন অস্বস্তি—কোন ত্রুটীর দুঃখ স্থান পেতে পারেই না···কোন অস্বস্তিকর ভাব-সম্বেগ আসতেই পারে না।'

'আর তুমি কি মনে কর যে, আমি এমনি নিয়মের মধ্যে বাঁধা যে—আমার আর ভুল হতে জানে না·· অর্থাৎ আমার জীবনটা আমি এমনি নিয়মের শক্ত বাঁধনে বেঁধেছি ?'

'আমার ত' তাই মনে হয়। এই যেমন ধরা না,—এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই দশটা বাজবে, আর আমি আগে থেকেই জানি যে, তুমি এখনি আমায় এখান থেকে তাড়াবে।'

'না, ইয়েভজেনি ভাসিলিইচ, না আমি তোমায় এখান থেকে তাড়াব না—তুমি থাক, ওই জানালাটা খুলে দাও···আমার যেন কেমন দম আটকে আসছে।'

ব্যাজারভ উঠে জানালাটায় জোরে একটা ধাক্কা দিলে। একটা ভয়ানক জোরে শব্দ করে সেটা খুলে গেল।···সে মনে করেনি যে, সেটা অত সহজেই খুলে যাবে। তা ছাড়া, তার হাত দু'খানা কাঁপছিল! শান্ত অন্ধকার রাত্রি তার গাঢ় কাল আকাশ নিয়ে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে দেখলে। অল্প বাতাসে গাছের ঝির-ঝির শব্দের সঙ্গে খোলা হাওয়ার সুগন্ধ ঘরে আসতে লাগল।

মাদাম ওদিনটসোভ বললেন, 'সার্শিটা টেনে দিয়ে বস। তোমার যাবার আগে, তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা কয়ে নিতে চাই। তোমার নিজের কথা কিছু বল, তুমি কখনো তোমার নিজের কথা বলনি।'

'আমি কোন বিষয়ে যে কথা কই, সে সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়াবার জন্তে অ্যানা সার্জিয়েভনা।'

'তুমি দেখছি অত্যন্ত বিনয়ী···কিন্তু আমি তোমার সম্বন্ধে বিশেষ করে জানতে চাই। তোমার বাড়ীর সম্বন্ধে, তোমার পিতার সম্বন্ধে, যাঁর জন্তে তুমি আমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছ।'

ব্যাজারভ ভাবলে, 'এ কি, এ রকম ভাবে এ কথা কইছে কেন?' তারপর একটু জোর গলায় বললে, সে-সব তোমার কাছে অতি সামান্ত আকর্ষণের জিনিষ, অতি তুচ্ছ কথা সব, বিশেষতঃ তোমার কাছে আমরা সম্পূর্ণ নগণ্য লোক মাত্র।'

'আর তুমি তাহ'লে আমাকে একজন খুব ঘোরতর অভিজাত বলেই মনে কর?'

ব্যাজারভ মাদাম ওদিনটসোভের দিকে চোখ তুলে চেয়ে, খুব তীক্ষ্ণ সুরে বললে, 'হ্যাঁ'। তিনি একটু হাসলেন 'দেখছি আমাকে তুমি খুব কমই জেনেছ, যদিও তুমি মনে কর যে সব লোকই সমান, প্রত্যেককে অমন করে বিশ্লেষণ করে পড়বার বড় বেশী প্রয়োজন নেই; আমি আমার জীবনের কথা তোমাকে অন্য কোন সময়ে হয়ত জানাব···কিন্তু প্রথমে—তোমার কথা তুমি আগে বল।'

ব্যাজারভ পুনরায় সেই কথা আবার বললে, 'আমি তোমাকে খুব কমই জেনেছি বা চিনেছি! তা হবে, তোমার কথাই হয়ত ঠিক, হয়ত সত্যি; সকলেই এক-একটা সমস্যা বা রহস্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন তুমি; তুমি সমাজে মেশনা, তুমি সমাজের দ্বারা পীড়িত—অত্যাচারিতা, তুমি দু'জন ছাত্রকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে তোমার এখানে থাকবার জন্মে বলেছ, রেখেছ। কি জন্তে তোমার এই জ্ঞান বুদ্ধি এই সৌন্দর্য্য নিয়ে, তুমি এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছ?'

'কি? কি বললে তুমি এখনি?'···মাদাম ওদিনটসোভ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কথার মধ্যে বলে উঠলেন—'আমার এই···সৌন্দর্য্য?'

ব্যাজারভ অত্যন্ত বিরক্ত ভাব দেখালে। সে বললে তখন, 'যাক্ গে, সে কথা যাক্। আমার বলবার কথা হচ্ছে যে, আমি এ ঠিক কিছুতেই বুঝতে পারি না যে, কেন তুমি এই এরকম পাড়াগাঁয়ে এসে বস-বাস করছ?'

'তুমি এটা বুঝতে পারছ না···তা তুমি কোন রকমে তার মানে করে' নিয়েছ নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ···আমার মনে হয়, তুমি যে একজায়গায় বরাবরই এই রকম থাক, তার কারণ, তুমি এই রকম অলস হয়ে থাকতে ভালবাস,—কারণ, তুমি এই বিলাসিতা ও আরাম উপভোগ করতে ভালবাস, আর সেই জন্তেই অন্য সব বিষয়ে এই রকম অনাস্থার ভাব দেখাও।'

মাদাম ওদিনটসোভ আবার হাসলেন। তারপর বললেন। 'তুমি বোধ হয় কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজী নও যে, আমি কোন বিষয়ের দ্বারা ভাব-বশে—ভেসে যেতে পারি?'

ব্যাজারভ তার ভুরুর নীচে থেকে একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলে।

'শুধু তা হলে হয়ত কৌতুহল বসে, নইলে আর অন্য কিছু নয়।'

'সত্যি, তাই না কি? ও, এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি, কেন আমরা এমন বন্ধু হয়ে পড়েছি। তুমিও ঠিক আমারি মত বুঝতে পাচ্ছ?'

'অ—আমরা যে রকম বন্ধু···'ব্যাজারভ ধরা-গলায় বললে।

'হ্যাঁ···কেন, আরে, হ্যাঁ আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি চলে যেতে চাইছ।' ব্যাজারভ উঠে দাঁড়াল। সেই নিভৃত ঘর, বিলাসিতায় পূর্ণ, অন্ধকার, তার ঠিক মাঝখানে অতি নিভ-নিভভাবে আলো জ্বলছে। মাঝে মাঝে শার্শিগুলো কেঁপে উঠছে,—তার ভিতর দিয়ে অতি গভীর রাতের হাওয়া আসছে, তার যেন রহস্যভরা চুপি চুপি কথা বলা' শোনা যাচ্ছে। মাদাম ওদিনটসোভ একটুও কোন রকম নড়া-চড়া করছেন না, কিন্তু কি এক গোপন ভাব যেন ধীরে ধীরে তাকে পেয়ে বসছে।

সে ভাব যেন ব্যাজারভকেও পেয়ে বসল। হঠাৎ তার মনে হ'ল যে, সে একলা একজন সুন্দরী মনোহারিণী যুবতীর ঘরের ভিতরে···

'কোথায় যাচ্ছ?' তিনিও আস্তে আস্তে বললেন। সে কোন কথার উত্তর দিলে না, চেয়ারের ভেতর ঝুপ করে আবার বসে' পড়ল।

'আর সত্যিই তুমি আমাকে মনে কর যে, আমি সহজে চঞ্চল হইনি, অতি শান্ত, অতি অহঙ্কারী, যা কিছু ভাল – সবই নষ্ট করে বসে' আছি'—তিনি আবারও সেই একই রকম স্বরে বলে যেতে লাগলেন,—চোখ চেয়ে রইলেন শুধু জানালার দিকে, ব্যাজারভের দিকে একবারও নয় 'কিন্তু আমি জানি আমার নিজের সম্বন্ধে এত বেশী যে, আমি শুধু অত্যন্ত অসুখী!'

"তুমি অসুখী? কিসের জন্যে? নিশ্চয় যে-সব বাজে জনরব বা কথা ওঠে, তার কোন মূল্যই তুমি দাও না?"

মাদাম ওদিনটসোভ ভুরু কপাল কুঞ্চিত ক'রে উঠলেন। তিনি যেন বিরক্ত হয়ে গেলেন যে সে তাঁর কথার এই রকম মানে করবে।

'ওসব বাজে কথায় আমায় কখনো চঞ্চল করতে পারে না, ইয়েভজেনি ভাসিলিইচ। সে বিষয়ে আমি এতই অহঙ্কারী যে ও-সামান্যতে আমাকে টলাতে পারে না। আমি অসুখী তার কারণ···আমার কোন সাধ-আহ্লাদ নেই, জীবন ভোগ করবার কোন রসই নেই। তুমি আমার দিকে অবিশ্বাসের ভাবে তাকাচ্ছ—তুমি মনে কর যে, লোকে যাকে "অভিজাত" বলে—সে কেবল লেশ দিয়ে মোড়া, আর মখমলের আরাম চেয়ারে বসে থাকে। একথা সত্যি তা আমি লুকাতে চাইনে; তুমি যাকে, আরাম বল তা আমি চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে বেঁচে থাকবার স্পৃহা আমার খুবই কম। এই যে দুই বিপরীতভাব, এর যে মানে কি, তা তুমি বুঝে নাও—কিন্তু তোমার চোখেও সবই রোম্যান্টিসিজম্—ভাবের ঘোর।'

ব্যজারভ মাথা নাড়লে। 'তোমার এমন স্বাস্থ্য, তুমি স্বাধীনা, ধনিকা, আর এর বেশী কি চাও? আর তুমি কি চাও?'

'কি আমি চাই?' মাদাম ওদিনটসোভ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, বুড়ো হয়ে গেছি, আমার বোধ হয়, আমার জীবনটা অতি দীর্ঘ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি বুড়ো হয়ে গেছি'—ধীরে ধীরে খোলা হাতের উপর লেশ টেনে দিলেন। তাঁর চোখ

ব্যাজারভের চোখের সঙ্গে মিলল, তাঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠল। —'আমার জীবনের পিছন দিকে এত রকম স্মৃতিতে ভরা, পিটাসবার্গে আমার সেই জীবন, ধন-দৌলত, তারপর দারিদ্র্য, তারপর আমার পিতার মৃত্যু, বিবাহ, তারপর সেই অনিবার্য্য দেশভ্রমণ…এত রকমে অনেক অনেক স্মৃতির বোঝা হয়ে আছে, তারপর কিছুই মনে করবার নেই, আমার সামনে, আমার সামনে—বহু দূর—দূর—দূর পথ, অনেকখানি পথ,—কিন্তু কোন উদ্দেশ্য নেই…শেষ নেই‥ আর এমন করে যেতে ইচ্ছা নেই—আর পারি না।'

ব্যাজারভ জিজ্ঞাসা করলে—'এমনিভাবে সত্যই তোমার জীবনের সব মোহ ভেঙ্গে গেছে ?'

'না, আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি' মাদাম ওদিনটসোভ একটী একটী করে কথাগুলো পরিষ্কার করে বলে গেলেন। 'মনে হয়, যদি কোন একটা বিষয়ে নিজেকে কোন রকমে নিবিষ্ট করতে পারতাম…'

ব্যাজারভ তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললে - 'তুমি চাও কারু সঙ্গে প্রেমে পড়তে, অথচ তুমি কাকেও ভালবাসতে পার না। সেইখানেই তোমার যত দুঃখ জমা হয়ে ওঠে।'

মাদাম ওদিনটসোভ তাঁর গাউনের হাতার লেশগুলো নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগলেন। 'এটা কি সত্যি ? যে আমি ভালবাসতে পারিনি ?' তিনি বললেন।

'আমার হয়ত বলা উচিত যে—না ! তবে আমার ভুল হয়েছিল বলা যে, ওটা দুঃখ। বরং যার জীবনে ভাগ্যবশে সে দুর্ভোগ, সে সত্যই সহানুভূতি ও দয়ার পাত্র।'

'দুর্ভোগ ভাগ্যবশে কি ?'

'প্রেমে পড়া।'

'তা তুমি কেমন করে জানলে ?'

ব্যাজারভ চটে গিয়ে বললে—'লোক মুখে শুনেছি।'

ব্যাজারভ মনে মনে ভাবলে—'তুমি আমার সঙ্গে ভালবাসার ছলা দেখাচ্ছ, তুমি ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছ, আর হাতে কোন কাজ নেই, তাই আমাকে শুধু শুধু চিপটিনী কেটে কথা বলছ, আর আমি এখানে…' ব্যাজারভের হৃদয় তখন সত্য সত্য যেন দ্বিধা দীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

তারপর তার সমস্ত দেহটা সামনের দিকে নত করে, চেয়ারের হাতলের গায়ের ঘুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সে বললে—'অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা তুমি হয়ত আপনার দিকে বেশী টেনে কথা কও…তুমি হয়ত অনেকখানি চাও।'

'তা হয়ত হবে। আমার ধারণা, আমার স্বভাব এই যে, হয় সবটাই, নয়ত কিছুই না। জীবনের বদলে জীবন। আমারটা নাও, তোমার যা তা আমায় দাও, এবং তার জন্তে কোন দুঃখ করতে পাবে না, পরে পিছন ফিরতেও পাবে না। অথবা তা যদি না হয়, কিছু না-পাওয়া বা না-নেওয়াই ভাল।'

ব্যাজারভ বললে, 'ভাল ? এ অবশ্য বেশ খাঁটি দর। কিন্তু আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছি যে, তুমি অন্ততঃ এত দিনে, যা তুমি চেয়েছিলে বা চাও, তা আজও পাওনি…'

'আর তবে কি তুমি মনে কর যে এ কাজটা খুব সহজ, না? যার জন্য জীবনের সর্বস্ব দিয়ে দিতে হবে?'

'সোজা নয়, যদি তুমি সে বিষয়ে খুব ভাবতে থাক—নিজের দর কেবলই বাড়াও আর অপেক্ষা করে থাক, নিজের অহঙ্কারের মূল্য যদি বেশী মনে করে থাক, আমার বলবার কথা হচ্ছে—এই তার মানে, না ভেবে-চিন্তে নিজেকে একজনের হাতে সমর্পণ করা খুবই সোজা।'

'কেমন করে একজন নিজের দর বাড়াতে পারে বল? যদি আমার কোন মূল্যই না থাকে, তবে আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা-স্নেহের জন্য কার দরকার পড়ে গেছে?'

'সে ত' আমার কাজ নয়, সে অন্য লোকের কাজ, আমার দর, আমার মূল্য আছে কিনা সে খুঁজে জেনে নিক। সবার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে—একজনকে শ্রদ্ধা করা, ভক্তি করা, স্নেহ করা।

মাদাম ওদিনটসোভ তার চেয়ার থেকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন। তারপর বললেন, তুমি যে সব কথা বলছ, এতে মনে হয়—তোমার ও-বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।'

'এ এমনি জানবার সুযোগ হয়ে গেছে, অ্যানা সার্জ্জিয়েভনা! এ সব যা কিছু, তুমি বেশ জান যে এ আমার পথের রেখার মধ্যে নয়।'

'কিন্তু তুমি কি নিজেকে এমনি করে সমর্পণ করতে পার?'

'তা আমি জানি না, আমি কোন বিষয়ে অহঙ্কার করতে প্রস্তুত নই।'

মাদাম ওদিনটসোভ আর কিছুই বললেন না। আর ব্যাজারভও মূকের মত চুপ করে রইল। ড্রয়িং-রুম থেকে পিয়ানোর বাজনার সুর ভেসে আসতে লাগল।

মাদাম ওদিনটসোভ বললেন 'এর মানে কি, কাতিয়া এত রাত পর্য্যন্ত পিয়ানো বাজাচ্ছে…?'

ব্যাজারভ উঠল। 'হ্যাঁ, সত্য সত্যই এখন অনেক রাত হয়ে গেছে; এখন তোমারও শোবার সময়।'

'একটু অপেক্ষা কর, তোমার এত তাড়াতাড়ি কেন?……আমি তোমাকে একটা কথা শুধু বলতে চাই।'

'কি কথা বল।'

'একটু অপেক্ষা কর'—মাদাম ওদিনটসোভ যেন ফিস্-ফিস্ করে বললেন। তাঁর চোখ ব্যাজারভের ওপর, মনে হ'ল যেন তিনি ব্যাজারভকে ভাল করে পরীক্ষা করছেন।

ব্যাজারভ ঘরের এধার থেকে ওধারে গেল, তারপর হঠাৎ ফিরে, তাড়াতাড়ি বললে 'বিদায়'—সেক হ্যাণ্ড করবার সময়ে এত জোরে তাঁর হাত চেপে নিঙড়ে দিলে যে, তিনি প্রায় চীৎকার করে 'উঃ' করবার মত হয়ে উঠলেন। তারপর সে তখনি চলে গেল।

তিনি তাঁর সেই চেপটে দেওয়া আঙুলগুলো ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে ফুঁ দিতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর সেই নীচু চেয়ার থেকে উঠে, তাড়াতাড়ি দরজার দিকে গেলেন, যেন ম… ব্যাজারভকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন।…একটা রূপার ট্রে'র উপর করে একটা

ব্যাজ

নিয়ে একজন দাসী ঘরে এল। মাদাম ওদিনটসোভ তখন পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে আছেন। দাসীকে বললেন, 'তুমি যেতে পার. আর কোন দরকার নেই।' আবার সেই চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ে ভাবতে লাগলেন। মাথার কেশ আলগা হয়ে খুলে কাঁধের উপর কাল সাপের পাকের মত লুটিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে' অ্যানা সার্জ্জিয়েভনার ঘরে আলো জ্বলছিল, অনেকক্ষণ পরেই তিনি অচল হয়ে বসেছিলেন. শুধু মাঝে মাঝে আঙুলগুলো টেনে টেনে রগড়ে গরম করতে লাগলেন, কেননা রাত্রের হিম ঠাণ্ডায় মাঝে মাঝে হাতের আঙুল আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

দু'ঘণ্টা দেরী করে' তারপর ব্যাজারভ তার ঘরে এল। শিশির-ভেজা বুট, বেশ আলুথালু অগোছাল। চেহারা···কেমন যেন মহা বিরক্তভাব! এসে দেখলে, পড়বার টেবিলের ধারে আর্কাডি একখানা বই হাতে ক'রে বসে আছে—গায়ের কোটটা একেবারে গলা অবধি বোতাম লাগান।

'তুমি এখন শোও গিয়ে!' এমন স্বরে কথাটা বললে, যেন মহা অস্বস্তি আর বিরক্তিতে ভুগছে আছে।

আর্কাডি তার সে কথার উত্তর না দিয়ে শুধু বললে, 'তুমি আজ অ্যানা সার্জ্জিয়েভনার ঘরে অনেকক্ষণ ছিলে ত'।'

'হ্যাঁ, আমি সেখানে যতক্ষণই ছিলাম, তুমি ত' কাতিয়া সার্জ্জিয়েভনার সঙ্গে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিলে।'

'আমি পিয়ানো বাজাইনি'···আর্কাডি বলতে গিয়ে আবার থেমে গেল। তার মনে হ'ল, তার চোখ ফেটে জল বের হয়ে আসছে, তার এই রহস্যকারী বন্ধুর সামনে কাঁদতে তার মোটে আর ইচ্ছা হ'ল না।